NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ বাংলা সাহিত্যে প্রথম আলোকপ্রভা

খুব শীঘ্রই ফিরবেন বুমরাহ: ম্যাকগ্রা ৮

কলকাতা ৯ অগস্ট ২০২৩ ২৩ শ্রাবণ ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ৬০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 9.8.2023, Vol.17, Issue No.60, 8 Pages, Price 3.00

আজ বাড়ি ফিরছেন বুদ্ধদেব

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগের চেয়ে অনেকটা সুস্থ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আজই হাসপাতাল থেকে পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে ফিরবেন তিনি। তবে তাঁর বাড়িতে পা রাখার আগে চিকিৎসকদের তরফে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে যায় তদারকি করতে যায় একটি দল। কারণ, বুদ্ধদেববাবু বাড়িতে পা রাখার আগে সেই দলের সদস্যেরা মঙ্গলবার বেলার দিকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে যান। অসুস্থ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিছানা কোথায় থাকবে, কোন জায়গায় রাখলে চিকিৎসার নানাবিধ সরঞ্জাম রাখতে সুবিধা হবে এ সব দেখে আসেন তাঁরা।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

শুক্রবার রাজ্যে নাড্ডা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার সংসদের বাদল অধিবেশন শেষ হচ্ছে। দিল্লি থেকে বাংলায় ফিরবেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার-সহ সাংসদেরা। সেই দিনই রাজ্যে আসার কথা সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার। আর পর দিন থেকেই দলের পূর্ব ক্ষেত্রের পঞ্চায়েত কর্মশালা শুরু হবে। দু'দিনের এই কর্মশালায় নাড্ডা সশরীরে হাজির থাকার পাশাপাশি ভার্চুয়াল মাধ্যমে বক্তৃতা করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলার পাশাপাশি দলের পূর্ব ক্ষেত্রের বাকি রাজ্যের জেলা পরিষদ সদস্যেরাও হাজির থাকবেন।

রাজ্যে ফের নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচন কমিশন রাজ্যের সদ্য শূন্য হওয়া ধুপগুড়ি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন ঘোষণা করেছে। বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপদ রায়ের আকস্মিক প্রয়াণে তপসিলি জাতি সংরক্ষিত ওই আসনটিতে উপনির্বাচন অনিবার্য হয়ে পড়েছে। নির্বাচন কমিশন মঙ্গলবার অন্য রাজ্যের ছটি বিধানসভা আসনের সঙ্গে সঙ্গে ধুপগুড়ি আসনে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর উপনির্বাচন ঘোষণা করেছে। উপনির্বাচনের জন্য ১০ অগস্ট থেকে মনোনয়ন দাখিলের প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ১৭ অগস্ট। ১৮ ই অগস্ট জমা পড়া মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করে দেখা হবে মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ২১ অগস্ট। ভোট নেওয়া হবে ৫ সেপ্টেম্বর। ৮ সেপ্টেম্বর ভোট গণনা ও ফল প্রকাশ করা হবে বলে কমিশন জানিয়েছে। ধূপগুড়ির বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপদ রায় গত ২৫ জুলাই বিধানসভা অধিবেশন চলাকালীনই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দিতে কলকাতায় এসেছিলেন বিষ্ণুপদ। কিন্তু ২৩ তারিখ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। ২০২১ সালে প্রথম বার ভোটে জেতেন বিষ্ণুপদ। হারান তৃণমূল প্রার্থী মিতালি রায়কে। সেই প্রথম ধূপগুড়িতে কোনও বিজেপি প্রার্থীর জয়লাভ।

অনাস্থা বিতর্কে বিজেপির আক্রমণের মুখে 'ইন্ডিয়া'

প্রধানমন্ত্রী মোদিকে কটাক্ষ বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ৮ অগস্ট: প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছিল রাহুলই লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে 'ইন্ডিয়া'র আনা অনাস্থা বিতর্কের সূচনা করবেন। কিন্তু কংগ্রেস সাংসদকে মঙ্গলবার সেই ভূমিকায় দেখা গেল না। তাঁর পরিবর্তে লোকসভার রীতি মেনে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিস জমা দেওয়া অসমের কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈকে বিতর্কের প্রথম বক্তা হিসাবে দেখা গেল।

কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী বৃহস্পতিবার বিরোধী শিবিরের শেষ বক্তা হিসাবে দেখা যাবে রাহুলকে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জবাবি বক্তৃতার ঠিক আগেই অনাস্থা বিতর্কে অংশ নিতে পারেন ওয়েনাদের সাংসদ।

সংসদীয় রীতি মেনে গৌরব গগৈ প্রথম বিতর্কের সূচনা করেন। এর পরে সরকারপক্ষের প্রথম বক্তা হিসাবে বলতে শুরু করেই বিরোধীদের নিশানা করেন নিশিকান্ত। বলেন, 'ইন্ডিয়া'র যত জন সাংসদ রয়েছেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা করুন, তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েক জনই এর পুরো নাম বলতে পারবেন। এটা কোনও অনাস্থা ভোট নয়। এটা আসলে বিরোধীদের আস্থা পরীক্ষার ভোট। বিরোধীরা আসলে দেখতে চান, কে কে তাঁদের সমর্থন করছেন। বিরোধীরা নিজেদের মধ্যেই লড়াই করছেন।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করে তিনি বলেছেন, 'ভুল স্বীকার করতে হবে বলেই মৌন রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।' গৌরবের পর বক্তৃতা করেন বিজেপির নিশিকান্ত দুবে। তিনি বলেন, 'এটা কোনও অনাস্থা ভোট নয়। এটা আসলে বিরোধীদের আস্থা পরীক্ষার ভোট। বিরোধীরা আসলে দেখতে চান, কে কে তাঁদের সমর্থন করছেন। বিরোধীরা নিজেদের মধ্যেই লড়াই করছেন।' আক্রমণ করেন সোনিয়া এবং রাহুল গান্ধিকেও। বিরোধীদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অনাস্থা-বিতর্ক শুরুর আগে বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদি পাল্টা বলেছেন, 'আমরা শেষ বলে ছক্কা মারব।'

নিজেদের মধ্যে অবিশ্বাস বলেই অনাস্থা প্রস্তাব, কটাক্ষ মোদির

নয়াদিল্লি, ৮ অগস্ট: বিরোধী জোটের দলগুলি নিজেদের মধ্যেই কোনও বিশ্বাস নেই। সেই জন্যই সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে ইন্ডিয়া জোট। লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাবে আলোচনার আগে এনডিএ সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকে এই কথাই বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ইন্ডিয়া জোটকে অহংকারী বলে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, ইন্ডিয়া জোট যাই করুক না কেন আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিই জিতবে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে রাজ্যসভায় দিল্লি অর্ডিন্যান্স বিলের প্রসঙ্গও। মঙ্গলবার অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার আগেই এনডিএ সাংসদদের সঙ্গে বিশেষ বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিরোধীদের নিজেদেরই মধ্যেই বিশ্বাস নেই। তার প্রতিফলন ধরা পড়েছে তাদের আনা অনাস্থা প্রস্তাবে। রাজ্যসভায় দিল্লি অর্ডিন্যান্সকে কয়েকজন 'লোকসভার আগে সেমিফাইনাল' বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু সেখানে এনডিএ প্রার্থীরা জয় পেয়েছেন বলে তাঁদের অভিনন্দন জানাই।' মোদির মতে, শেষ বলে ছক্কা মেরে লোকসভা ভোট জিততে চান এনডিএ সাংসদরা। এখানেই না থেমে বিরোধীদের ইন্ডিয়া জোটকে 'ঘামান্ডি' বলেও কটাক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, বিরোধীরা সামাজিক ন্যায়ের কথা বলে। কিন্তু তাদের দুর্নীতি আর তোষণের রাজনীতির কারণে সমাজের বিশাল ক্ষতি হয়েছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপিই জিতবে বলে আত্মবিশ্বাসী মোদি। বৈঠক শেষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল এই বিষয়গুলি সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন।

ডেরেক ও'ব্রায়েনের সাসপেনশন প্রত্যাহার

নয়াদিল্লি, ৮ অগস্ট: ডেরেক ও'ব্রায়েনের সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছেন রাজ্যসভার অধ্যক্ষ তথা উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। ১২.৪৫ পর্যন্ত সভা মুলতবি করে দেওয়া হয়েছিল। রাজ্যসভার কার্যক্রম ফের শুরু হতেই অধ্যক্ষ জগদীপ ধনখড় জানান, তৃণমূল সাংসদকে রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয়নি। কারণ তাকে বরখাস্ত করার প্রস্তাবে ভোটাভুটি হয়নি। মঙ্গলবার অধিবেশন শুরু হতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজ্যসভা। বিরোধীরা মণিপুর নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিবৃতির দাবি জানায়। প্রসঙ্গত, বাদল অধিবেশনের গোড়াতেই ২৬৭ ধারায় লোকসভা এবং রাজ্যসভায় সব কর্মসূচি বন্ধ রেখে দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে হাঁটানোর ঘটনা-সহ মণিপুরের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার দাবিতে নোটিস দিয়েছিল কংগ্রেস-সহ কয়েকটি বিরোধী দল। মঙ্গলবারও সেই একই দাবিতে সরব হন ডেরেক। এর পরই ডেরেকের বিরুদ্ধে 'অসংসদীয় আচরণ এবং চেয়ারকে অবমাননা'র অভিযোগ তুলে তাঁকে সাসপেন্ড করার প্রস্তাব রাখেন বিজেপি সাংসদ পীযূষ গয়াল। বিজেপি সাংসদের এই প্রস্তাবে তৃণমূল সাংসদরা ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান। তার পরই ডেরেককে সাসপেন্ড করেন চেয়ারম্যান। তাঁকে রাজ্যসভা ছেড়ে বেরিয়ে যেতেও বলেন। পরে জানা যায়, তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়নি।

টাকা দিয়ে নিয়োগের ঘটনায় বাঁকুড়ার ৭ জন শিক্ষককে এবার তলব সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আদালতের নির্দেশে সোমবারই জেল হেপাজত হয়েছে মুর্শিদাবাদের চার শিক্ষকের। আদালতের এই নির্দেশে এই বার্তা স্পষ্ট যে, ঘুষ নেওয়াই শুধু নয়, ঘুষ দেওয়াটাও সমান অপরাধ। সোমবারের পর এবার আরও ৭ শিক্ষককে তলব করল সিবিআই। আজই বাঁকুড়ার সাত শিক্ষককে নিজাম প্যালেসে তলব করা হয়েছে। সঙ্গে আনতে বলা হয়েছে প্রয়োজনীয় কিছু নথিও। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশিট, কাস্ট সার্টিফিকেটের মতো কিছু নথি নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। সিবিআই সূত্রে খবর, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের কাছেও ওই সাত শিক্ষকের বিষয়ে তথ্য চাওয়া হয়েছে। ওই সাত শিক্ষক ২০১৪ সালে প্রাথমিক টেট পাশ করে চাকরি পেয়েছিলেন। এরই সূত্র ধরে নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলাতেই তাঁদের তলব করা হয়েছে বলে সূত্রে খবর। সিবিআই সূত্রে খবর, এই সব নথি মিলিয়ে দেখতে চান তাঁরা।

২০১৪-র টেট নিয়েই মূলত দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। সেই মামলাতেই সোমবার চার শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়। মুর্শিদাবাদের ওই চার শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে চাকরি পেয়েছেন। সিবিআই তাঁদের সাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করেছিল চার্জশিটে। এঁরা সোমবার আদালতে এলে বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক অর্পণ চট্টোপাধ্যায় জানান, যাঁরা টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন তাঁদের সাক্ষী নয়, অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করা হোক। বিচারকের বক্তব্য ছিল, ওই শিক্ষকেরা তো নিজেরাই গিয়ে টাকা দিয়েছেন। কেউ টাকা বাড়িতে এসে নিয়ে যায়নি। এরপরই গ্রেপ্তার করা হয় জাহিরউদ্দিন শেখ, সৌগত মণ্ডল, সাইগার হোসেন ও সীমার হোসেনকে। আদালত তাঁদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশও শোনায়। কারণ, ৫-৬ লক্ষ টাকা দিয়ে তাঁরা চাকরি পেয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে তাঁদের বিরুদ্ধে।

টাকা ফেরৎ চাওয়ায় অ্যারেস্ট করানোর হুমকি চাকরিপ্রার্থীকে

জীবনকৃষ্ণের মোবাইলের চ্যাট প্রকাশ্যে আনল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়ম ভেঙে চাকরি দেওয়াই শুধু নয়, যাঁরা চাকরি পাননি তাঁরা টাকা ফেরত চাওয়ায় গ্রেপ্তারির হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা, এমনটাই দাবি সিবিআইয়ের। এই প্রসঙ্গে এক চাকরিপ্রার্থীর সঙ্গে বিধায়কের চ্যাটও প্রকাশ্যে আনা হয়েছে সিবিআইয়ের তরফ থেকে।

জীবনকৃষ্ণ সাহাকে গ্রেপ্তার করা সময় থেকেই আলোচনায় উঠে আসে তাঁর মোবাইল। কারণ, সিবিআই জেরা চলাকালীন নিজের মোবাইল বাড়ি সংলগ্ন পুকুরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন বিধায়ক। এরপর সেই পুকুরের জল বের করে ফোন উদ্ধার করেন সিবিআই আধিকারিকেরা। জল ছেঁচে ফেলতেই উদ্ধার হয় দু-দুটি মোবাইল। জীবনকৃষ্ণ ভেবেছিলেন পুকুরের জলে পেলে দিলে মিলবে না কোনও তথ্য। তবে আদতে তা হয়নি। ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানোর পর মোবাইল থেকে উদ্ধার হয় সব তথ্য। সামনে আসে চাকরিপ্রার্থীর সঙ্গে বিধায়কের চ্যাটও।

আর এই চ্যাটেই দেখা যায়, দীপক নামে এক চাকরিপ্রার্থীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন বিধায়ক। দীপক চাকরির জন্য টাকা দিয়েছিলেন। চাকরি বাতিল হয়ে যাওয়ায় ১২ লক্ষ টাকা ফেরত চান দীপক। উত্তরে জীবনকৃষ্ণ জানান, টাকা ফেরত দেবেন। প্রথমে ৬ লাখ, পরে বাকিটা। দীপক পালটা জিজ্ঞেস করেন,পরে কবে? জীবনকৃষ্ণ জানান, দেখে নিচ্ছেন, জমি বিক্রির চেষ্টা চলছে। এরপরই দীপক নির্দিষ্ট একটা সময় জানতে চান। বলেন, এক সঙ্গে ফেরতে কথা ছিল। তখনই কড়া ভাষায় জবাব দেন বিধায়ক। বলেন, 'একবারে দেব বলেছিলাম। সবাইকে অর্ধেক করে দিচ্ছি। তোমারটা এমন কিছু নয়। তুমি ১২ দিয়েছ। একজন ১৭ পাবে। তাকে ৭ দিতে হবে। আসানসোল, সিউড়ি থেকে ১৭-১৮ করে সবাই দিয়েছিল। বেশি খিটমিট করলে কিছুই দেব না। যা পারবে করে নেবে।'

এখানেই শেষ নয়, তিনি এও জানান, 'আমিই একমাত্র টাকা ফেরত দিচ্ছি। আর তো ওপরে কেউই দেয় না। আমি পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি। পুলিশ বলেছে আপনি তো টাকা নিতে যাননি। আপনার বাড়ি এসে টাকা দিয়ে গিয়েছে। আপনি চুপচাপ বসে থাকুন। এই নিয়ে বার বার ফোন করবে না। তাহলে অ্যারেস্ট হয়ে যাবে।'এই চ্যাট থেকে এটা স্পষ্ট যে, নিয়োগ দুর্নীতিতে বড় ভূমিকা ছিল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণের।

ভোটসন্ত্রাস নিয়ে ফের রাজ্যকে খোঁচা বোসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের সন্ত্রাস, দুর্নীতি ইস্যুতে রাজ্যকে বিঁধলেন রাজ্যপাল। কবিগুরুর কবিতাকে হাতিয়ার করে সিভি আনন্দ বোসের দাবি, 'চিত্ত এখন ভয়যুক্ত। রাজ্য সন্ত্রাস, দুর্নীতি, হিংসায় ভরে আছে।' লজ্জায় তাঁর মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে বলে দাবি করেছেন রাজ্যপাল। সিভি আনন্দ বোসকে পালটা দিয়েছেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

মঙ্গলবার রাজভবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরোধান দিবস অর্থাৎ ২২ শ্রাবণের অনুষ্ঠান ছিল। সেই অনুষ্ঠান থেকেই বাংলার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন রাজ্যপাল। বলেন, 'কবিগুরু লিখেছিলেন চিত্ত যেথা ভয়শূন্য। কিন্তু বর্তমানে চিত্ত যেথা ভয়যুক্ত। রাজ্য সন্ত্রাস, দুর্নীতি, হিংসায় ভরে আছে।' এরপরই তাঁর পরামর্শ, গুরুদেবের নামে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা উচিত। সিভি আনন্দ বোস আরও বলেন, 'এখন যা দেখছি, বাংলা আর আগেকার মতো নেই। অনেক দেরি হওয়ার আগে দুর্নীতি শেষ হয়ে যাক, মানুষ সেটাই চাইছে। রাজ্যে যা হচ্ছে তাতে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে।' রাজ্যপালকে পালটা দিয়েছেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

স্পিকারের মতে, 'রাজ্যপালকে ভাল করে বাংলা শেখা উচিত। রবীন্দ্রনাথ কবিতার লাইন ব্যবহার করার আগে তা বোঝা উচিত।' তাঁর আরও সংযোজন, 'আমি ওঁর সঙ্গে একমত নই। ভারতে এমন অনেক জায়গা আছে সেখানে গিয়ে একথাগুলো বলুন। চিত্ত যেথা ভয় শূন্য কথাটা মণিপুরে গিয়ে বলুন। এই রাজ্যে এমন পরিস্থিতি হয়নি যে তিনি এ কথা বলতে পারেন।' রাজ্যপালের মাথা হেঁট প্রসঙ্গে খোঁচা দিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী। ব্রাত্য বসুর একপ্রকার খোঁচা দিয়ে বলেন, 'দেখবেন বেশি হেঁট হবেন না, সানগ্লাসটা না খুলে যায়।'

ঝাড়গ্রামে হালকা মেজাজে মুখ্যমন্ত্রী

চিত্ত মাহাতো ● ঝাড়গ্রাম

তিন দিনের ঝাড়গ্রাম সফরে মঙ্গলবার বিকেলে ঝাড়গ্রামে পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বিশ্ব আদিবাসী দিবসের রাজ্যস্তরীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঝাড়গ্রামে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। থাকবেন ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট এর অতিথি নিবাসে। আজ অগস্ট ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে বিশ্বআদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠান হবে। সেই অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দেবেন।

মঙ্গলবার বিকেলে তিনি যখন ঝাড়গ্রামে প্রবেশ করেন, তখন হঠাৎই গাড়ি থেকে নেমে একেবারে অন্য মেজাজে সারদাপীঠ বালিকা বিদ্যালয়ে ঢুকে পড়েন। সেখানে ছাত্রীদের সঙ্গে বেশ কিছুটা সময় কাটান। তাদের সঙ্গে দেশাত্মবোধক গান করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে চান কুড়মি সমাজের এবং ভারত জাকাত মাঝি পাড়গানা মহলের নেতারা। ঝাড়গ্রামে ঢুকেই তাদের সাথে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী সরকারি পর্যটন বিভাগের অতিথি নিবাসে তাদের ডেকে পাঠান।

বুধবার বিশ্ব আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠান শেষে পর্যটন দপ্তরের অতিথি নিবাসে রাত্রিযাপন করে ১০ তারিখ কলকাতা ফিরে যাবেন।

পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের আগে ভাঙড়ে ফের জারি ১৪৪ ধারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার আবারও নতুন করে ভাঙড়ে জারি হল ১৪৪ ধারা। রাজ্য পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার থেকে ১৩ তারিখের মধ্যরাত পর্যন্ত এই ১৪৪ ধারা বলবৎ করা হয়েছে। বারুইপুর জেলা পুলিশের তরফ থেকে এই নির্দেশ জারি করা হয়। পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের আগে ভাঙড়ের ২ নম্বর ব্লকে ফের জারি হল ১৪৪ ধারা। সূত্রে খবর, বুধবার গ্রাম পঞ্চায়েত ও ১২ অগস্ট পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন। তার আগে ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের শানপুকুর, পোলেরহাট ১ এবং ২, ভোগালি ১ ও ২, চালতাবেড়িয়া ও ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৪৪ ধারা জারি করেছে পুলিশ। কারণ, পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়। ভাঙড়ের একাধিক জায়গায় শাসকবিরোধী সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। কার্যত এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয় ভাঙড় জুড়ে। শাসক-বিরোধী সংঘর্ষে এই এলাকাগুলিতে তাণ্ডব চলে। খুন, গুলি-বোমাবাজি, পুলিশের গাড়িতে অগ্নিসংযোগ, ভোট লুঠ, ব্যালট ছিনতাই- কী ঘটেনি এখানে সেটাই বড় প্রশ্ন। এই ঘটনায় ৭ জনের মৃত্যুও হয়। যার মধ্যে রয়েছে তৃণমূল এবং আইএসএফ কর্মী-সহ ভাঙড়ের সাধারণ বাসিন্দাও।

তার প্রেক্ষিতেই এবার পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের আগে যাতে না উত্তেজনা না ছাড়ায় সেই জন্য আগেভাগে ১৪৪ ধারা জারি করেছে পুলিশ। রাজ্য পুলিশ সূত্রে খবর, সকাল থেকেই এলাকায় টহল দিচ্ছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। কোনও ভাবেই জমায়েত করতে দেওয়া হচ্ছে না ভাঙড়ের কোথাও-ই। কোনও জমায়েত দেখলেই সেখানে পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ করে জমায়েত সরিয়ে দিচ্ছে।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত 08/08/23 S.D.E.M., সদর হুগলী কোর্টে 34 নং এফিডেভিট বলে Bholanath Pal S/o. Kalipada Pal ও Bhola Nath Pal S/o. Lt. K. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

Change of Name

I, **Amoghaa Bandyopadhyay** D/o **Bhudeb Bandyopadhyay** residing at Saradapally, Inda, ward no.-1, P.O.: Inda, P.S.-Kharagpur (T), Dist.-Paschim Medinipur, PIN : 721305, have changed my name from **AMOGHAA BANERJEE** to **AMOGHAA BANDYOPADHYAY** for all purposes vide Affidavit No. 6717/46 dated 24/07/2023 In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kharagpur. That **Amoghaa Bandyopadhyay** D/o **Bhudeb Bandyopadhyay** and **Amoghaa Banerjee** D/o **Bhudeb Bandyopadhyay** both are same and one identical person i.e. myself & henceforth my actual / correct name with surname is **AMOGHAA BANDYOPADHYAY**.

নাম-পদবী

গত 07/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12052 নং এফিডেভিট বলে আমি Nemalikonda Narasimhachari ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Venkateswarlu Nemalikonda ও Lt. Venkateswarlu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME

I, Alo Rani Mazumdar W/O Prahlad Mazumdar R/O 103/B/1 Vivekananda Road PO Sheoraphuli PS Serampore Hooghly -712223, vide Affidavit (No 7669) dt 03/08/2023 in the court of L D Judicial 1st class at Serampore Court, declare that Alo Rani Mazumdar, Alo Rani Majumdar and Alo Rani Majumder all are the same and one identical person.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৯ ই আগস্ট,২৩ শে শ্রাবণ, বুধবার অষ্টমী তিথী। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল । মৃতে দোষ নেই, সকাল ৭৫ মিনিটের পরে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে-- তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দূর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালী র নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ- প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল- রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যয় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই সুবস্ত তৈরি হবে।

**(আজ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বর্ষপূর্তি দিবস।
আজ ৯ ই আগস্ট নাগাশাকি দিবস)**

নোটিশ

In the Court of Ld. District Delegate, Paschim Medinipur
Succession Certificate No. 13/2023

Smt. Menaka Bhunia @ Menakarani Bhunia & 05 others .... Petitioners
-Vs-
Sri Tarun Kr. Bhunia ...O.P.

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- পিংলা, পোঃ-ধনেশ্বরপুর, গ্রাম- গোবিন্দচক্ সাকিনের সর্ব্বসাধারনগন ...প্রতি

এতদ্বারা আপনাদিগকে জানানো যাইতেছে যে, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- পিংলা, গ্রাম- গোবিন্দচক্ সাকিনে বসবাসকারী বর্তমানে মৃত পাঁচুগোপাল ভূঞার নিম্ন তপশীল বর্নিত টাকার সাকসেসন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইবার জন্য তাঁহার পুত্র কন্যাগন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডিষ্টিক্ট ডেলিগেট আদালতে সন ২০২৩ সালের ১৩ নং সাকসেসন সার্টিফিকেট মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন।

উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনাদের কাহারও কোনও প্রকার আপত্তী থাকিলে নোটীশ প্রচারের দিন হইতে এক মাসের মধ্যে আদালতে উপস্থিত হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আপনাদের অসাক্ষাতে আইনানুযায়ী কার্য্য করা হইবে।

তপশীল টাকা

Lutunia Sub-Post Office Midnapore, S/B A/C No. 9504250051, Rs.2,87,339.00 and interest

আদেশানুসারে
Tapas Ranjan Chakraborty
সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত
পশ্চিম মেদিনীপুর
০৪/০৮/২০২৩

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Addl District Judge, 6th Court, Paschim Medinipur.
Other Suit Case No. 2/2022

Dipankar Dey ....Petitioner
-Vs-
Sankar Dey and others .....O.Ps.

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর (লোকাল) থানার অন্তগর্ত আরাসিনি সাকিনের সবর্বসাধারনগন। ...প্রতি

এতদ্বারা আপনাদিগকে জানানো যাইতেছে যে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর (লোকাল) থানার অন্তগর্ত আরাসিনি সাকিনে বসবাসকারী বর্তমানে মৃত নবকান্ত দে প্রঃ লক্ষ্মীকান্ত দে এর গত ইং ২৮.০৮.২০১৫ তারিখের সম্পাদিত ও রেজিস্ট্রীকৃত উইল প্রোবেট গ্রহন করিবার জন্য শ্রী দীপঙ্কর দে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালতে সন ২০২২ সালের ২নং আদার সুট মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন।

উক্ত মোকদ্দমা আগামী ইং ০২/০৯/২৩ তারিখেদিন ধার্য্য রহিয়াছে। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনাদের কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে উক্ত ধার্য্য দিনে বা তৎপূর্বে আদালতে উপস্থিত হইয়া কারন দর্শাইবেন।

অন্যথায় আপনাদের অসাক্ষাতে আইনানুযায়ী কার্য্য করা হইবে।

(ক) তপশীল সম্পত্তির বিবরনঃ-

উক্ত (ক) তপশীল বর্নিত সম্পত্তি আমার পত্নী শ্রীমতীকৌশল্যা দে নিব্যূঢ় স্বত্বে প্রাপ্ত হইবে।

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা ও সাব রেজিস্ট্রী অফিস- খড়গপুরের এলাকাধীন আরাসিনী মৌজায় জে.এল নং ২৪৪ নং ভুক্ত অত্র খতিয়ান ৮৮০নং ভুক্ত রায়ত স্বত্ত্বীয় ২৬৮ দাগে জল ০/৫০ পঞ্চাশ ডেঃ।

বর্তমান বাজার মূল্য ৩,০০,০০০/-।

(খ) তপশীল সম্পত্তির বিবরনঃ-

(খ) তপশীল বর্নিত সম্পত্তি আমার নাতি শ্রী শুভদীপ দে নিব্যূঢ় স্বত্বে প্রাপ্ত হইবে। জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা ও সাব রেজিস্ট্রী অফিস- খড়গপুরের এলাকাধীন আরাসিনী মৌজায় জে.এল.নং ২৪৪, অত্র খতিয়ান ৮৮০ নং ভুক্ত রায়ত স্বত্ত্বীয়।

১৬৬ দাগে কালা ০/১৪ ডেঃ।
১৬৮ দাগে কালা ০/০২ডেঃ।
৩১৮ দাগে কালা ০/৮৪ ডেঃ।
২২৪/১৩১৪ দাগে কালা ০/২৭ ডেঃ।
২৬৮ দাগে ০/২৪ ডেঃ।
১২৩ দাগে ০/০১ ডেঃ।
১২৪ দাগে ০/০৪ ডেঃ।
১২৫ দাগে ০/০৫ ডেঃ।
১২৬ দাগে ০/১৫ ডেঃ।
১২৭ দাগে ০/১২ ডেঃ।
মোট ১ একর ৮৮ ডেঃ।

বর্তমান বাজার মূল্য ৭,০০,০০০/- টাকা।

আদেশানুসারে
Lina Chowdhury
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত
পশ্চিম মেদিনীপুর।

CHANGE OF NAME

I, Prahlad Mazumdar S/O Late Nikunja Mazumdar R/O 103/B/1 Vivekananda Road PO Sheoraphuli PS Serampore Hooghly -712223, vide Affidavit (No 7668) dt 03/08/2023 in the court of L D Judicial 1st class at Serampore Court, declare that Prahlad Mazumdar and Prahlad Majumder both are the same and one identical person.

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম।
মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২,
মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া, গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।

রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জী, আসানসোল, এন.পি.আর. সরণি, এইচ বি রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১, মোঃ ৮০০১৫৮২৭৫০।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী স্কুলগুলোকে বিশেষ অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার বিভিন্ন জেলার প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী স্কুলগুলোকে বিশেষ অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর শতবর্ষ প্রাচীন ৯২১২ টি স্কুলকে চিহ্নিত করে তাদের অনুদান দিয়েছে। যাতে ওই সব স্কুল নিজেদের ভবন সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ করতে পারে। এই তালিকায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক সমস্ত স্তরের স্কুলই রয়েছে। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই খাতে পূর্ব মেদিনীপুরের সর্বাধিক ১২৮৬ টি স্কুল এই অনুদান পেয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ১০৪৫ টি স্কুল এই অনুদান প্রাপ্তির তালিকায় রয়েছে। অনুদান প্রাপ্তির তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে মুর্শিদাবাদ। ওই জেলার ৮৮০ টি প্রাচীন স্কুল শিক্ষা দপ্তরের কাছ থেকে অনুদান পেয়েছে।

কলকাতা ও জেলার শতাব্দী প্রাচীন স্কুলকে বিশেষ অনুদান দিতে তাদের তালিকা তৈরির কাজ শেষ হয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বিধানসভায় জানিয়েছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, ইতিমধ্যে দপ্তর ১০০ বছরের স্কুলের তালিকা তৈরি করেছে। ধাপে ধাপে সমস্ত প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী স্কুলের তালিকা তৈরি হবে। এরা প্রত্যেকেই সরকারি অনুদান পাবে। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলা স্কুল ইন্সপেক্টররা সমীক্ষা করে এই জেলা ভিত্তিক তালিকা তৈরি করেছেন। সমীক্ষা রিপোর্টে স্কুল ভবনগুলোর অবস্থা এবং অন্যান্য প্রয়োজনের কথাও উল্লেখ করা হয়। তার ভিত্তিতেই এই অনুদান দেওয়া হয়েছে। স্কুল ভবনের সংস্কার পানীয় জল শৌচাগার তৈরি আধুনিকীকরণ বড়সড়ো বা ছোটখাটো মেরামতির জন্য এই অনুদানের টাকা খরচ করা যাবে বলে জানানো হয়েছে। এই খাতে সর্বাধিক ২৮ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে স্কুল ভবন মেরামতির জন্য। ছোটখাটো মেরামতির জন্য সর্বোচ্চ ৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। পানীয় জলের জন্য গড়ে ৬০ হাজার এবং বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপনার সংস্কারের জন্য গড়ে ৩৬ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে স্কুলগুলোকে।

আদালতের নির্দেশ এক, সরকার বলছে অন্য পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সম্প্রতি ১৬ অগাস্টের মধ্যে সমস্ত পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করার জন্য নবান্ন থেকে রাজ্য সরকার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। পঞ্চায়েতের নয়া বোর্ড গঠনের জন্য নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য সরকার। এদিকে আবার এই সংক্রান্ত মামলা. কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিসন বেঞ্চে শুনানিতে প্রধান বিচারপতির ডিভিসন বেঞ্চ থেকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হিসাবে ঘোষিত প্রার্থীদের জয় আদালতের রায়ের ওপর শেষ পর্যন্ত নির্ভর করবে।

তার জেরেই তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। হাওড়া জেলার বিভিন্ন ব্লকে ইতিমধ্যেই বোর্ড গঠন করার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ব্লক প্রশাসন। সাঁকরাইল ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের পক্ষ থেকে মাশিলা গ্রাম পঞ্চায়েতে ইতিমধ্যেই জয়ী প্রার্থীদের বোর্ড গঠন করার জন্য চিঠিও দেওয়া হয়েছে। এমন চিঠি দেওয়া হয়েছে সাঁকরাইল গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়ী সদস্যদের। সূত্রের খবর ৯-১১ অগাস্টের মধ্যে এই দুই পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করার কাজ সম্পন্ন করা হবে। যদিও বোর্ড গঠনের প্রেক্ষিতে কলকাতা হাই কোর্টের বিচারাধীন মামলাতে অন্তবর্তী নির্দেশের প্রসঙ্গ উঠে আসছে। যেখানে সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েতের ফলাফল ও জয়ী প্রার্থীদের সার্টিফিকেট না দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে। যার ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশনও রাজ্য প্রশাসনের অধিকারিকদের নির্দেশিকা জারি করেছে। এ হেন পরিস্থিতিতে কি ভাবে আদালতের নির্দেশ ও অনুমতি ছাড়াই পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন সম্ভব তাই নিয়েই প্রশ্ন তুলছে বিরোধী দল সহ আইনজীবী মহলের একাংশ। যদিও শাসক দলের নেতাদের দাবি যেখানে কোনও অভিযোগ নেই সেখানে বোর্ড গঠন করতে কোনও আইনি বাধা নেই। এছাড়াও ১ সেপ্টেম্বর থেকে দুয়ারে সরকার পরিষেবাকে সামনে রেখে বোর্ড গঠন করাকেই মান্যতা দিচ্ছেন তারা। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি সরকার সংবিধানের উপরে উঠতে চাইছে! মাশিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান গড়াই খান দাবি করেন '১ সেপ্টেম্বর দুয়ারে সরকার প্রকল্প চালু হবে। তার আগে বোর্ড তৈরি না হলে এই পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে না। এছাড়াও আমি যতটুকু জানি যেখানে নির্বাচন নিয়ে কোনও বিরোধ নেই সেখানে বোর্ড তৈরীতে কোনও আইনি বাধা নেই।'যদিও কলকাতা আদালতের আইনজীবী শরদিন্দু পাত্র বলেন, 'পঞ্চায়েত নির্বাচনের জয়ী প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করতে কলকাতা উচ্চ আদালত স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে। সেই নির্দেশ প্রশাসনের কাছেও পাঠান আছে। আর এর পরে এই ধরণের কোনও প্রক্রিয়া আদালত অবমাননার পর্যায়েই পড়বে। আদালতের নির্দেশ ছাড়া পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করা সম্ভব না। আর করলে সেটা আদালত অবমাননার সামিল বলেই গণ্য হবে।'

নবান্নের নির্দেশিকা প্রসঙ্গে হাওড়া সদর বিজেপির সভাপতি রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য বলেন, 'কলকাতা উচ্চ আদালত যেখানে পঞ্চায়েত নির্বাচনে কাউকে জয়ী, পরাজিত ঘোষণা করাকে স্থগিত রেখেছে। সেখানে তৃণমূলের সরকার আদালত ও তার রায়কেও মান্যতা দেয় না।

জনপ্রিয় হচ্ছে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাত্রীদের মধ্যে ক্রমশই জনপ্রিয় হচ্ছে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো (গ্রিন লাইন)। আর তা বোঝা যাচ্ছে যাত্রী সংখ্যার ওপর নজর রাখলেই। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো ২০২৩-এর ১ এপ্রিল থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত মোট ৩৬.৯৭ লক্ষ যাত্রী পরিবহণ করেছে। গত বছরের একই সময়কালে এই মেট্রো-ই ৬.৮৯ লক্ষ যাত্রী পরিবহণ করেছিল। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় চলতি আর্থিক বছরের প্রথম চার মাসে ইস্ট - ওয়েস্ট মেট্রোয় যাত্রী বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ৪৩৬ শতাংশ। ২০২৩ সালের জুন ও জুলাই মাসে ইস্ট -ওয়েস্ট মেট্রোয় যাত্রী হয়েছে যথাক্রমে ৯.১৬ লক্ষ ও ১০.০৯ লক্ষ। ২০২২ সালের জুন ও জুলাইয়ে কলকাতা মেট্রোর গ্রিন লাইনে যাত্রী সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬১ হাজার ও ৫.৩ লক্ষ। অর্থাৎ চলতি বর্ষার প্রথম দু'মাসে ইস্ট -ওয়েস্ট এ যাত্রী বেড়েছে লাফ দিয়ে। এই প্রসঙ্গে কলকাতা মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র এও জানান,২০২২ এর ১৪ জুলাই থেকে শিয়ালদহ মেট্রোর মাধ্যমে যাত্রী পরিষেবা শুরু হওয়ার পরেই ইস্ট -ওয়েস্ট মেট্রোয় যাত্রী বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে।

স্ত্রীর অনুরোধে ফের মাঠে ফিরছেন মনোজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: আবার তাঁকে বাংলার জার্সি পড়ে ক্রিকেট খেলতে দেখতে পাওয়া যাবে এমনটাই জানিয়েছেন হাওড়া শিবপুরের বিধায়ক তথা ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারি। সম্প্রতি নিজের ক্রিকেট জীবন থেকে অব্যহতি নেওয়ার কথা অনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারী। তবে মঙ্গলবার তিনি তাঁর এই সিদ্ধান্ত বদল করে ফের ক্রিকেট জীবনে ফিরে আসছেন এমনটাই জানান মনোজ। তাঁর দাবি বাংলাকে রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন করেই তবেই তিনি অবসর নেবেন।

তাঁর সিদ্ধান্ত বদলের পিছনের কারণও মঙ্গলবার দিন তিনি স্পষ্ট করেছেন। মনোজ জানিয়েছেন, 'আসলে আমি না ভেবেই অবসর নিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু আমার স্ত্রী সুস্মিতা আমাকে অনুরোধ করল যে তুমি এভাবে বিদায় নিতে পারো না। কারণ তুমি সবাইকে বলেছিলে যে বাংলাকে রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন করেই অবসর নেবে। তাই আমি ঠিক করেছি আবারও বাংলার জার্সিতে মাঠে নামব।'

মনোজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের বিষয় চাউর হতেই স্বভাবতই খুশির হাওয়া বাংলার ক্রিকেট মহলে। যদিও সূত্রের খবর মনোজের ফিরে আসার অন্যতম কারণ সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। যিনি বিশেষ ভাবে মনোজকে অনুরোধ করেছেন তার অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত বদল করে আবারও বাংলার হয়ে খেলতে। যদিও দাদা স্নেহাশিসের অনুরোধের পিছনে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বড় হাত রয়েছে বলেই সিএবি সূত্রে জানা যাচ্ছে। একদিকে ঘরের গৃহিনী ও অপরদিকে ঘরের বাইরে অত্যন্ত ঘনিষ্টদের অনুরোধ ফেলতে না পেরেই নিজের সিদ্ধান্ত বদল করেন মন্ত্রী ও শিবপুরের ক্রিকেটার বিধায়ক মনোজ তিওয়ারি।

প্রসঙ্গত মাত্র পাঁচদিন আগেই ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে মনোজ জানিয়েছিলেন তিনি সব ধরনের ক্রিকেট থেকে সরে গেলেন। তিনি সব ক্রিকেটার, সতর্থীদের ও প্রশাসকদের কর্তাদের প্রশংসা করেছিলেন। মঙ্গলবার মনোজের সিদ্ধান্ত বদলের সিদ্ধান্তে খুশি বাংলার ক্রিকেট মহল।

নতুন প্রকল্প শুরুর প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদি প্রতিটি জেলা প্রশাসনকে বিভিন্ন নতুন প্রকল্প শুরুর প্রস্তুতি নিতে বলেছেন। একটি সূত্রের খবর, শীঘ্রই পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের এ বছরের প্রথম কিস্তির বরাদ্দ হাতে পাবে রাজ্য। ফলে ১৬ অগস্টের মধ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে বোর্ডগুলি গঠন হয়ে গেলেই কাজের পরিকল্পনা এবং বোর্ডে সেগুলি পাশ করিয়ে রাখতে চাইছে সরকার। যদিও পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের দাবি, এমন কোনও বার্তা কেন্দ্রের থেকে এখনও পাওয়া যায়নি।

কলকাতায় ব্যবহৃত গাড়ির চাহিদা বেড়েছে ৯৩ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় ব্যবহৃত গাড়ির চাহিদায় বৃদ্ধি পেয়েছে নজর কাড়ার মতো। শুধু তাই নয়, ২০২৩ সালের প্রথমার্ধে ব্যবহৃত গাড়ি এই বিক্রি গতবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে ৯৩ শতাংশের কাছাকাছি। যা অবিশ্বাস্য বলেই মনে করছেন কারস ২৪ -এর কো-ফাউন্ডার গজেন্দ্র জাঙ্গিদ। একইসঙ্গে গজেন্দ্র জাঙ্গিদ এও জানান, এই শতাংশ স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে, মানুষের মধ্যে ব্যবহৃত গাড়ি নেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। একইসঙ্গে তিনি এও জানান'ব্যবহৃত গাড়ির বিক্রিতে চোখে পড়ার মত বৃদ্ধি কলকাতার বদলাতে থাকা অটোমোটিভ চালচিত্র সম্পর্কে ইতিবাচক ইঙ্গিত দিচ্ছে। ক্রেতারা গাড়ি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আরও বিচক্ষণ হয়ে উঠছেন। শুধু সাধ্যের মধ্যে আছে কিনা সেটাই শুধু তাঁরা দেখেছেন না, একটা ব্যবহৃত গাড়ির মালিক হওয়ার দীর্ঘমেয়াদি মূল্য এবং ব্যবহারিক দিকটাও একইসঙ্গে ভেবে দেখছেন।'এই প্রসঙ্গে তিনি এও দাবি করেন, ভারতের অগ্রগণ্য অটোটেক কোম্পানি কারস ২৪ স্মার্ট অটোমোবাইল মালিকানার দিকে ক্রেতাদের পছন্দের এই স্পষ্ট বদল পরিচালনা করার ব্যাপারে একেবারে সামনের সারিতে আছে। এর চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করছে দামের ক্ষেত্রে সাশ্রয়,সুবিধা এবং আগের চেয়ে বেশি সহজলভ্যতা।

রেকর্ড সময়ে মৎস্যজীবীদের পরিচয়পত্র দিয়ে নজির গড়ল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেকর্ড সময়ে মৎস্যজীবীদের পরিচয়পত্র দিয়ে নজির গড়ল রাজ্য সরকার। মৎস্যজীবী বন্ধু প্রকল্পের আওতায় এপর্যন্ত সাত লক্ষর বেশি মৎস্যজীবীর নাম নথিভুক্ত করে তাদের কিউআর কোড যুক্ত পরিচয়পত্র দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। এর মধ্যে ৫ লক্ষ ৮০ হাজারের বেশি অভ্যন্তরীণ মৎস্যজীবী এবং আড়াই লক্ষের বেশি সামুদ্রিক মৎস্যজীবী রয়েছেন। রাজ্যের মৎস্যজীবীদের পরিচয় পত্র দেওয়ার কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে আট মাসের মধ্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তাদের তথ্যপঞ্জি তৈরির কাজ সরকার শেষ করেছে বলে মৎস্যমন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী জানিয়েছেন।

তিনি জানান, ওই প্রকল্পের আওতায় ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সের মধ্যে কোনও মৎস্যজীবীর মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই ৯টি পরিবারকে এই সহায়তা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, গত বছর থেকে শুরু হওয়া মৎস্যজীবীদের ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পে ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে ৩২০০ জনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। ওই ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের অধীনে মৎস্যজীবীরা স্বল্প সুদে দু' লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পান। এই ঋণের প্রক্রিয়ার সঙ্গে বেশি সংখ্যক ব্যাংকে যুক্ত করতে মৎস্যদপ্তর লাগাতার আলোচনা চালাচ্ছে। গতবছর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, রাজ্যের সমস্ত মৎস্যজীবীকে পরিচয়পত্র দেওয়া হবে। তার জেরে সরকারি নানান ধরনের সুযোগ সুবিধা পাবেন তাঁরা। গত বছর নভেম্বরে দুয়ারে সরকারের সময় রাজ্যজুড়ে আবেদন নেওয়া হয়েছিল। কার্ডের মালিকের যাবতীয় তথ্য জানার জন্য তাতে রয়েছে কিউআর কোড। ফলে কার্ডে ছাপানো অক্ষর অস্পষ্ট হয়ে গেলেও কোড থাকার কারণে সেটি স্ক্যান করলে সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীর সমস্ত তথ্য জানা যাবে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা মাছ উৎপাদনে রাজ্যের মধ্যে শীর্ষে থাকলেও, সর্বাধিক নথিভুক্ত মৎস্যজীবী রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে। এই জেলায় পরিচয়পত্র দেওয়া হচ্ছে দু'লক্ষ ২৬ হাজারেরও বেশি মৎস্যজীবীকে। পূর্ব মেদিনীপুরে এই সংখ্যা দু'লক্ষ চার হাজারের কিছু বেশি। এতদিন মৎস্যজীবীদের ক্ষেত্রে এমন কোনও ব্যবস্থা ছিল না। এবার তা হওয়ায় ওই ব্যক্তির পরিচয় জানতে সুবিধা হবে। নাম নথিভুক্ত থাকার মানে, কোনও দুর্ঘটনা কিংবা সমস্যা হলে, সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীর ব্যাপারে সব তথ্য এক জায়গায় থাকবে। ফলে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা তাঁরা নিতে পারবেন। যে সব মৎস্যজীবী ইতিমধ্যে আবেদন করেছেন অথচ কার্ড হাতে পাননি, তাঁদের নতুন করে আবেদন করতে হবে না বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা। তা করলে আবেদন বাতিল হয়ে যেতে পারে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৯ অগস্ট ২৩ শ্রাবণ, ১৪৩০, বুধবার

হাইকোর্টের নির্দেশেও মেলেনি চাকরি

ফের আদালতের দ্বারস্থ ৬২ জন প্রাথমিক শিক্ষক পদের চাকরিপ্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আদালত সময়সীমা বেঁধে দিয়ে চাকরি দেওয়ার নির্দেশ দিলেও নিয়োগ মেলেনি। এই অভিযোগে এবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর একক বেঞ্চে দ্বারস্থ হন ৬২ জন প্রাথমিকের শিক্ষক পদের চাকরিপ্রার্থী। অভিযোগ,হাইকোর্ট থেকে দু'মাসের মধ্যে চাকরি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলেও সেই সময় পেরিয়ে গিয়েছে। অথচ মেলেনি চাকরি। একইসঙ্গে দ্রুত শুনানির আর্জিও জানান তাঁরা। চলতি সপ্তাহেই এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগে হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন প্রাথমিকের ৭৪ জন চাকরিপ্রার্থী। তাঁদের বক্তব্য ছিল, এনসিটিই-র নির্দেশিকা অনুযায়ী স্নাতক স্তরে পর্যাপ্ত নম্বর রয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফে তাঁদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। এনসিটিই-র গাইডলাই

অনুযায়ী ৪৫ শতাংশ নম্বর দরকার স্নাতক স্তরে। ওই আবেদনকারীদেরও ৪৫ শতাংশ নম্বর ছিল। কিন্তু অভিযোগ,পর্ষদ বলেছিল স্নাতক স্তরে ৫০ শতাংশ দরকার। এনসিটিই-র সেই গাইডলাইন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ মানেনি বলে অভিযোগ উঠেছিল।

মামলাটি সেই সময় উঠেছিল বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে। ওই মামলায় গত ১০ এপ্রিল বিচারপতি বসু নির্দেশ দিয়েছিলেন, ওই চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়ার জন্য।

বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নির্দেশ ছিল,জুন মাসের মধ্যে অর্থাৎ দুই মাসের মধ্যে ওই ৭৪ জনের নথি যাচাই করে চাকরি দিতে হবে। কিন্তু সেই জুন পেরিয়ে জুলাইও শেষ হয়ে গেল। অথচ,ওই ৬২ জনের এখনও চাকরি মেলেনি বলে অভিযোগ মামলাকারীদের। এমন অবস্থায় তাই এবার বিষয়টি হাইকোর্টের নজরে এনেছেন ওই বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীরা।

দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা

রাজ্যের সমস্ত স্কুলের সামনে নজর দেওয়া হোক ট্র্যাফিক সিগন্যালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেহালা চৌরাস্তায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় ছোট্ট স্কুল পড়ুয়া সৌরনীলের মৃত্যুতে ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে,যান নিয়ন্ত্রণ ও পথচারীদের নিরাপত্তায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও। তবে সৌরনীলের মৃত্যুর ঘটনায় শুধু প্রশ্নতেই ঘটনা থেকে থাকল না, এর রেশ গড়াল আদালত পর্যন্ত। শুক্রবারে বেহালার চৌরাস্তার পথ দুর্ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা। মুকুল বিশ্বাস নামে এক আইনজীবী জনস্বার্থ মামলাটি করেন। তাঁর আবেদন, রাজ্যে যত স্কুল রয়েছে সবগুলির সামনে ট্রাফিক সিগনাল যাতে ঠিকঠাক মানা হয় সেই বিষয়ে আদালতের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হোক। একইসঙ্গে মামলাকারীর আর্জি, প্রতিটি স্কুলের সামনের রাস্তায় যাতে গাড়ি ধীরে চালানোর জন্য সাইন বোর্ড তিনটি ভাষায় লেখা থাকে, এ বিষয়েও আদালত যেন প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়। আদালত সূত্রে খবর,

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চে চলতি সপ্তাহেই এই জনস্বার্থ মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার ভোরে বেহালা চৌরাস্তায় ওই মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছিল ছোট্ট সৌরনীলের। সৌরনীলের বাবা সরোজ সরকার এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গুরুতর আহত। দুটি পা ভেঙে গিয়েছে। শুক্রবার সকালে এই পথ দুর্ঘটনার পর বেহালা চৌরাস্তায় ডায়মন্ড হারবার রোডের উপর এক তীব্র জনরোষ আছড়ে পড়ে। পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। স্কুলের সামনে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে চরম অব্যবস্থার অভিযোগ তুলে ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা। ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বিধানসভার অধিবেশনেও এই নিয়ে আলোচনা হয়। এবার বেহালার পথ দুর্ঘটনার আঁচ পৌঁছল আদালতেও।

ফের পথদুর্ঘটনা হরিদেবপুরে, আহত দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেহালায় পথ দুর্ঘটনায় ছোট্ট সৌরনীলের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা এখনও মুছে যায়নি মন থেকে। তারই মধ্যে সোমবার সন্ধ্যায় উলুবেড়িয়ার কুলগাছিয়ায় ট্রেলারের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে দুই তরুণী অধ্যাপিকা-সহ গাড়িচালকের। মঙ্গলবার ফের দুর্ঘটনা। ঘটনাস্থল হরিদেবপুর। পুলিশ সূত্রে খবর, ট্যাক্সির ধাক্কায় জখম হয় দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই ছাত্রকে ভর্তি করানো হয়েছে এসএসকেএম হাসপাতালে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ট্যাক্সির ধাক্কায় জখম হয় দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই ছাত্রকে ভর্তি করানো হয়েছে এসএসকেএম হাসপাতালে

পুলিশ সূত্রে এও জানা গিয়েছে, জখম ওই ছাত্রের নাম শম্ভু। হরিদেবপুরের কালীতলার বলাকা এলাকার শ্রী সত্যবালা বিহার স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া। শম্ভু থাকে ঠাকুরপুকুর থানা এলাকায় 'বুলবুলির বাসা' নামে একটি বেসরকারি হোমে। প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গিয়েছে,মঙ্গলবার সকালে হোমের এক সদস্যের সঙ্গে স্কুলে যাচ্ছিল সে। সঙ্গে ছিল আৎও কয়েকজন এরা সকলেই শ্রী সত্যবালা বিহার স্কুলের পড়ুয়া। ফুটপাথ ধরে যাওয়ার সময় আচমকা রাস্তায় নেমে পড়েছিল শম্ভু। সেই সময় একটি ট্যাক্সি তাকে ধাক্কা মারে। ট্যাক্সিটি ঠাকুরপুকুরের দিক থেকে টালিগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। আচমকা শম্ভু সামনে এসে পড়ায় তিনি ব্রেক কষেন। যদিও ঘটনায় মাথায় এবং থুতুনিতে চোট পেয়েছে শম্ভু। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্যাক্সির চালক শম্ভুকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে ঠাকুরপুকুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে স্থানান্তরিত করানো হয় এসএসকেএম হাসপাতালে।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার বেহালার চৌরাস্তা এলাকায় স্কুলে যাওয়ার সময় মাটিবোঝাই একটি বেপরোয়া লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয় সৌরনীল সরকার নামে দ্বিতীয় শ্রেণির এক পড়ুয়ার। গুরুতর আহত হন সৌরনীলের বাবা।

বোর্ড গঠনে পরাজিত তৃণমূল প্রার্থীকেও ডাক, আদালতে ভুল স্বীকার বিডিও-র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সামনেই পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন। আর সেখানে পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী আখের আলি মোল্লাকে বোর্ড গঠনের জন্য ডাকা হয়েছিল বলে অভিযোগ আইএসএফের। এই নিয়ে সোমবারই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আইএসএফ। মঙ্গলবার হাইকোর্টে এই মামলার শুনানি ছিল বিচারপতি অমৃতা সিনহার একক বেঞ্চে। এই ঘটনায় এদিন আদালতে রাজ্য সরকারের তরফে ভুল স্বীকার করে নেওয়া হয়। বিডিও-ও একটি রিপোর্ট জমা দিয়ে জানান, গেজেট নোটিফিকেশন করে সেই ভুল শুধরে নেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত,পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের জন্য পরাজিত তৃণমূল প্রার্থীকেও ডাকা হয়েছিল। ঘটনা ভাঙড়-২ ব্লকের অন্তর্গত ভোগালি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের। সেখানে একটি আসনে আইএসএফ প্রার্থী বসিরউদ্দিন সর্দার পেয়েছেন ৫০০ ভোট। এদিকে তৃণমূল প্রার্থী আখের আলি মোল্লা পেয়েছেন ৩৯৭ ভোট। এরপরই মঙ্গলবার মামলার শুনানিতে ভাঙড়ের ভোগালি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই বিতর্কিত আসনের জয়ী আইএসএফ প্রার্থী বসিরউদ্দিন সর্দারকে বোর্ড গঠনের জন্য ডাকার নির্দেশ দেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। বুধবার দুপুর ১২টায় ওই পঞ্চায়েতের জয়ী সদস্যদের শপথ এবং বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এমন অবস্থায় বিডিও-কে হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, বুধবার বোর্ড গঠনের জন্য আইএসএফ প্রার্থীর উপস্থিতিতে বৈঠক করতে হবে। প্রসঙ্গত, ভোগালি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন রয়েছে ১৮টি। তার মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল জয় পেয়েছে ১০টি আসনে। বাকি আটটি আসনের মধ্যে তৃণমূল ও আইএসএফ উভয় শিবিরই চারটি করে আসনে জয়ী হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের জন্য হঠাৎ করে পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী আখের আলি মোল্লাকে ডাকায় নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়। বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টে নালিশ জানিয়েছিলেন ওই আসন থেকে জয়ী আইএসএফ প্রার্থী। এই ঘটনায় প্রশ্ন ওঠে বিডিও-র ভূমিকা নিয়ে। যদিও এদিন মামলার শুনানিতে রাজ্যের তরফে ভুল স্বীকার করে নেওয়া হয়। জানানো হয়,ভুল করেই ওই পরাজিত প্রার্থীকে ডাকা হয়েছিল।

নির্যাতিতার নাম নয় অভিযোগপত্র, চার্জশিটে, প্রশিক্ষণ কলকাতা পুলিশকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শীর্ষ আদালতের নির্দেশ ছিল যৌন নির্যাতনের ঘটনায় নির্যাতিতার নাম কোনও মতেই কোথাও প্রকাশ করা যাবে না। এমনকি,পকসো আইনের মামলাতেও অভিযোগপত্র, এফআইআর নথি অথবা শারীরিক পরীক্ষার রিপোর্টের কোথাও-ই নির্যাতিতা নাবালিকার নাম রাখা যাবে না।

তদন্তকারী আধিকারিকরা এফআইআর কিংবা চার্জশিটে নির্যাতিতার নাম উল্লেখ করতে পারবেন না। মামলা সংক্রান্ত নথি সংরক্ষণের সময়ে মুখবন্ধ খামে রাখতে হবে।

নির্যাতিতার নাম আদালতকে জানাতে হলে তা-ও পৃথক মুখবন্ধ খামে জমা দিতে হবে। এমনকি, গোপন জবানবন্দি দেওয়ার সময়েও নির্যাতিতার নাম রেকর্ড করা যাবে না। পকসো আইনে দায়ের হওয়া মামলায় মেডিক্যাল বা ফরেন্সিক পরীক্ষার রিপোর্টেও নির্যাতিতার নাম লেখা যাবে না বলে

নির্দেশিকাতে বলা হয়।

তবে এই নির্দেশের পরেও তা অমান্য করতে দেখা গিয়েছে কলকাতা পুলিশ আধিকারিকদের। নজরে এসেছে কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন থানার তদন্তকারী আধিকারিকেরা শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশ অমান্য করে কেস ডায়েরিতে নির্যাতিতার নাম উল্লেখ করেছেন। এরপরই লালবাজারের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, পুলিশ আধিকারিকেরা যাতে এই ভুল আর না করেন, তার জন্য কলকাতা পুলিশের প্রতিটি থানার আধিকারিকদের এবার থেকে যৌন নির্যাতন এবং পকসো আইনের মামলা নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। লালবাজার সূত্রে খবর,সম্প্রতি এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। মাসে দু'দিন এই প্রশিক্ষণ হবে। প্রতিটি থানা থেকে একজন করে অফিসার প্রশিক্ষণে অংশ নেবেন।

একইসঙ্গে লালবাজার সূত্রে এও জানানো হয়েছে,আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, যৌন নির্যাতন কিংবা পকসো মামলার কোনও নথিতেই যে নির্যাতিতার নাম লেখা যে যাবে না সে ব্যাপারে ওসিদের উদ্দেশ্যে আগেই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। এরপরও কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হতে দেখা গেছে।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের এক কর্তা জানান,'নির্যাতিতার পরিচয় কোনও ভাবেই প্রকাশ করা যায় না। কেস ডায়েরিতে তো বটেই, তাঁর নাম-পরিচয় চার্জশিটেও রাখা যাবে না।

আদালতের নির্দিষ্ট করা এই গাইডলাইন মেনে চলার জন্য সকলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'সঙ্গে এও জানান, নির্যাতিতাদের সুরক্ষার কথা ভেবেই আদালত এই পদক্ষেপ করেছে।

আজই বাড়ি ফিরতে পারেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগের চেয়ে অনেকটা সুস্থ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আজ, বুধবারই হাসপাতাল থেকে পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে ফিরবেন তিনি। তবে তাঁর বাড়িতে পা রাখার আগে চিকিৎসকদের তরফে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে যায় তদারকি করতে যায় একটি দল। বুদ্ধদেববাবু বাড়িতে পা রাখার আগে সেই দলের সদস্যেরা মঙ্গলবার বেলার দিকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে যান। অসুস্থ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিছানা কোথায় থাকবে, কোন জায়গায় রাখলে চিকিৎসার নানাবিধ সরঞ্জাম রাখতে সুবিধা হবে এ সব দেখে আসেন তাঁরা।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, বুদ্ধদেবের জন্য নতুন বাইপ্যাপের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাঁর যে বাইপ্যাপটি ছিল, সেটি প্রায় সাড়ে তিন বছরের পুরনো। এ ছাড়া একটি 'কার্ডিয়াক মনিটর'-ও থাকবে। যার মাধ্যমে রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা, রক্তচাপ,হৃদ্‌স্পন্দন দেখা যাবে। এতে ঠিক ভাবে বুদ্ধদেবের শারীরিক পরিস্থিতির উপরও নজরও রাখা সম্ভব হবে আর সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করাও যাতে যায় তারই জন্য এই ব্যবস্থা। এ ছাড়া জীবাণুমুক্তকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অন্য দিকে হাসপাতাল সূত্রের খবর, ১১ দিন ধরে মেডিক্যাল বোর্ডের যে ১১ জন চিকিৎসক বুদ্ধবাবুকে দেখেছেন তাঁদের কেউই কনসালটেশন ফি নিতে চাননি। সূত্রের খবর, ১১ দিনে বুদ্ধবাবুর চিকিৎসার বিল হয়েছে প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকা সিপিএম ইতিমধ্যে মিটিয়ে দিয়েছে। বাকি টাকাও দলের তরফেই মেটানো হবে বলে খবর।

গত ২৯ জুলাই হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে। হাসপাতালে ভর্তির ১১ দিন পরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা অনেকটাই ভাল। তিনি চিকিৎসক এবং তাঁকে দেখতে আসা ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে কথাও বলছেন। যদিও এখনও তাঁকে নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেটরি সাপোর্টেই রাখা হয়েছে।

এরপর মঙ্গলবার বৈঠক বসে বুদ্ধদেবের চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা মেডিক্যাল বোর্ড। সেখানে বাড়ি ছাড়ার পর কী কী করতে হবে,মূলত তা নিয়েই আলোচনা হয়। আলিপুরের হাসপাতালের তরফ থেকে আপাতত পাম অ্যাভিনিউয়ের ফ্ল্যাটে চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় পরিষেবা দেওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছে। ডাক্তারি পরিভাষায় 'হোম কেয়ার'। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পরিচর্যা এবং দেখভালের জন্য যাঁরা যাবেন তাঁদেরও আলাদা করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সংক্রমণ কাটিয়ে সেরে উঠলেও নতুন করে আবার সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে বুদ্ধদেবের। সে ক্ষেত্রে তাঁর বাড়িকে 'স্যানিটাইজ' করার কথা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। বাড়িতে যে বাইপ্যাপ যন্ত্র বুদ্ধদেব ব্যবহার করতেন তা আলিপুরের হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

অধ্যাপিকা মিশার মৃত্যুতে শোকের ছায়া সোদপুরের দক্ষিণাকালী আবাসনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: হাওড়ার উলুবেড়িয়া ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে কুলগাছিয়ার কাছে সড়ক দুর্ঘটনায় গাড়ির চালক-সহ তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদেরই মধ্যে একজন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা মিশা রায় (৩৩)। সোদপুর স্কুল রোডে দক্ষিণাকালী আবাসনের বাসিন্দা ছিলেন মিশা। তরুণী অধ্যাপিকার মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া আবাসনে। সোমবার সন্ধেয় দুর্ঘটনাটি ঘটলেও মৃত তিন জনের পরিচয় উদ্ধারে গভীর রাত হয়ে যায়। সেই খবর পৌঁছতেই শোকস্তব্ধ বৃদ্ধ বাবা-মা সজল কুমার রায় ও নমিতা রায়। আবাসনের তৃতীয় তলায় ফ্ল্যাটে বাবা-মাকে নিয়ে থাকতেন তিনি। জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনায় মারা যান বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আর এক অধ্যাপিকা নন্দিনী ঘোষ ও তাঁর গাড়ির চালক। এমনিতে ট্রেনে করে যাতায়াত করলেও কখনও তিনি অধ্যাপিকা নন্দিনীর গাড়িতে আসতেন। লকডাউনের সময় যাতায়াতের জন্য গাড়ি কিনেছিলেন নন্দিনী ঘোষ। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে তিনি গাড়িতে যেতেন। সেই গাড়িতেই ফিরছিলেন সোদপুরের মিশা। মঙ্গলবার বেলায় মিশার মৃত্যুর ব্যাপারে জানতে পারেন দক্ষিণাকালী আবাসনের আবাসিকরা। সড়ক দুর্ঘটনায় তরুণী অধ্যাপিকার মৃত্যুতে তাঁরা মর্মাহত।

আবাসনের বাসিন্দা শম্পা দে জানান, ১১-১২ বছর ধরে রায় পরিবার ফ্ল্যাটে আছেন। কিন্তু মেয়েটির সঙ্গে ঠিকমতো দেখা-সাক্ষাৎ হত না। মাঝে মধ্যে মিশা বাড়ি ফিরতেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের কোয়ার্টারে থেকে যেতেন। ওঁর মা মাঝে মধ্যে মেয়ের কাছে গিয়ে থাকতেন। কিন্তু এত অল্প বয়সে ও চলে গেল, তা ভাবতেই অবাক লাগছে। ওই আবাসনের আরেক বাসিন্দা অচিন্ত্য বিশ্বাসের কথায়, মেয়েটির সঙ্গে তেমন কথাবার্তা হত না। শনিবার রাতে আসতো রবিবার ফ্ল্যাটে থাকতো। সোমবার সকালে ফের মেদিনীপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিত। আবাসনের নিচের দোকানদার অমিতাভ গুপ্ত বলেন, 'শেষ রবিবার মেয়েটি দোকানে এসেছিল এবং কথাবার্তা বলে গেল। খুব খারাপ লাগছে।'

৫ দিন ধরে 'মা' উড়ালপুলের সংস্কার কাজ, রাতে বন্ধ যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অনেক দিন ধরেই জল্পনা শোনা যাচ্ছিল পুজোর আগেই সারাইয়ের কাজ হবে মা-ফ্লাইওভারের। তবে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের তরফ থেকে মিলছিল না অনুমতি। অবশেষে মিলল সেই অনুমতি। শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফ্লাইওভারের মা-এর ক্ষতিগ্রস্ত অংশের মেরামতির কাজ শুরু হল মঙ্গলবার রাত থেকে। সূত্রের খবর,ইতিমধ্যেই ইস্ট ট্র্যাফিক গার্ডের তরফে দেওয়া হয়েছে এই অনুমতি। মঙ্গলবার থেকে ৫ দিন রাত সাড়ে ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ৭টা পর্যন্ত চলবে কাজ। এই সময় উড়ালপুলে সম্পূর্ণভাবে যান চলচল বন্ধ রাখা হবে বলে খবর। এমনটাই জানা যাচ্ছে, কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভলপমেন্ট অথরিটি বা কেএমডিএ সূত্রে।

প্রসঙ্গত, শহরের এই ব্যস্ততম উড়ালপুলের একাধিক জায়গায় তৈরি হয়েছে গর্ত। যান চলাচলের ক্ষেত্রেও দীর্ঘদিন ধরে চলছে সমস্যা। বাড়ছে যানজট। প্রাণ হাতে করে উড়ালপুলে উঠছেন শহরবাসী। মা-উড়ালপুলের এই বেহাল অবস্থা দেখে সারাইয়ের দাবি উঠেছিল বহুদিন আগেই। সারাইয়ের কাজ করতে উদ্যোগীও হয় কেএমডিএ। এদিকে কলকাতা ট্র্যাফিকের যা হাল তাতে দীর্ঘ সময় মা উড়ালপুল বন্ধ করে কাজ করলে আশপাশের রাস্তার উপর যানবাহনের চাপ অনেকটা বেড়ে যাবে বা যানজট তৈরি হবে, এমনটাই জানানো হচ্ছিল কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে। এই আশঙ্কাতেই কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশের তরফে দেওয়া হচ্ছিল না অনুমতি। তবে সারাইয়ের যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা মানছিল সব মহলেই। এ বিষয়ে কেএমডিএ-র আধিকারিকদের সঙ্গে ট্র্যাফিক কর্তাদেরও কয়েকবার বৈঠকও হয় বলে খবর। এরপরেই সমস্যার সমাধান করার পথ মেলে।

মঙ্গলবার কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশের তরফে অনুমোদন পাওয়ার পরেই কেএমডিএ-এর তরফে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মা-ফ্লাইওভারকে সারাই করার। কেএমডিএ সূত্রে এও জানানো হয়েছে,রাস্তা সারাইয়ের পাশাপাশি সিসিটিভি এবং কিছু বৈদ্যুতিন কাজও চলবে এই কদিন। বৃহস্পতিবার রাতে মা ফ্লাইওভার থেকে রুবির দিকে নামার র‍্যাম্প এবং সায়েন্স সিটি থেকে মা ফ্লাইওভার ওঠার র‍্যাম্পের কাজ হবে বলে জানানো হয়েছে কেএমডিএ-এর তরফ থেকে।

সম্পাদকীয়

সরকারের এত ক্ষমতা ভোগ করতে হলে তার দায়বদ্ধতাও মানতে হবে

সরকার এবং শাসক দলের একের পর এক জনবিরোধী ভূমিকার কারণে দেশ বার বার অশান্ত হয়েছে। যেমন; নোট বাতিল, তড়িঘড়ি ত্রুটিপূর্ণ জিএসটি চালু, কৃষক-স্বার্থ-বিরোধী আইন পাস, কিছু লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রয়, পরিযায়ী শ্রমিক, মহিলা, সংখ্যালঘু ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির উপর নিপীড়ন বৃদ্ধি, সাংবাদিকদের অধিকার হরণ, জিনিসের দাম ও বেকারত্ব বৃদ্ধি। বহু ইস্যুতে বিরোধীরা সংসদে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেছেন। কিন্তু নরেন্দ্র মোদি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জবাব দেওয়ার প্রয়োজনই বোধ করেননি। পুলওয়ামা বিস্ফোরণ, গোরক্ষা, ঘৃণার ভাষণ, বুলডোজ ও এনকাউন্টার বিতর্কেও দেশের প্রধানমন্ত্রীর জবাব মেলেনি। তিনমাসের বেশি হয়ে গেল জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছোট্ট সুন্দর রাজ্য মণিপুর। যুগপৎ নিষ্ক্রিয় কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার। সহজ অনুমান হল, সেখান থেকেই সাহস সঞ্চয় করে দুষ্কৃতীরা দাপট দেখাচ্ছে গুরুগ্রাম, হরিয়ানা ও রাজস্থানের কিছু এলাকায়। মোদি যথারীতি নীরব! দেশের মানুষ সংসদের অধিবেশনগুলির দিকে তাকিয়ে থাকেন, বড় সমস্যাগুলিতে সরকারের পদক্ষেপ জানার জন্য। নির্বাচিত এমপিরাই জনগণের কণ্ঠ হিসেবে সংসদে সরব হন। কিন্তু দেশের নেতার জবাব মেলে না বললেই হয়। তাঁকে পাওয়া যায় শুধু একের পর এক নির্বাচনী প্রচার মঞ্চে। তিনি হাসিমুখে হাত নাড়েন, বাণী বিতরণ করেন বিদেশের আলো ঝলমলে অনুষ্ঠানেও। মোদিকে আর অবশ্যই পাওয়া যায় নির্ঘণ্ট অনুযায়ী, 'মন কি বাত' বেতার অনুষ্ঠানে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল;সেখানে তিনি অবতীর্ণ হন একবগ্গা ভূমিকায়। তিনি কারও কোনও প্রশ্নের জবাব দেন না, আত্মপ্রচারে ব্যস্ত থাকেন অর্ধসত্য 'তথ্যাদি' সামনে রেখে। তাঁকে আর পাওয়া যায়, একতরফাভাবে বিরোধীদের দোষারোপের জন্য। প্রতিটি অন্যায় ও অশুভ ঘটনার দায় বিরোধীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েই হাত ধুয়ে ফেলেন তিনি। নরেন্দ্র মোদির নয় বৎসরাধিককালের প্রধানমন্ত্রিত্বের এটাই প্রবণতা। গত সংসদ অধিবেশন পর্যন্তও তিনি সংসদকে যারপরনাই হতাশ করেছেন। চলতি অধিবেশনও শেষ হওয়ার প্রহর গুনছে। এখনও পর্যন্ত যা রেকর্ড, অক্ষুণ্ণ রয়েছে মোদিযুগের ট্র্যাডিশনই। সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম দু'সপ্তাহে প্রায় প্রতিদিনই পার্লামেন্ট ভবনে প্রবেশ করতে দেখা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। কিন্তু তিনি লোকসভায় গিয়েছেন মাত্র একদিন! সেটাও কার্গিল দিবসে শহিদদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন উপলক্ষ্যে। এই অধিবেশনে রাজ্যসভা এখনও পর্যন্ত তাঁর মুখ দেখেনি। অথচ, লোকসভা ও রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতির নির্দিষ্ট দিন রয়েছে। কিন্তু সেদিনও অনুপস্থিত তিনি। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, কেন? প্রধানমন্ত্রী কাকে ভয় পাচ্ছেন;সংসদ নাকি বিরোধীদের মহাজোট 'ইন্ডিয়া'কে? অধিবেশনের সমাপ্তি ১০ আগস্ট। অনাস্থা প্রস্তাবের উপর আলোচনার প্রেক্ষিতে সরকারের তরফে জবাবি ভাষণ দিতে সেদিন লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর থাকার কথা। যথারীতি, এবারও অন্যদের বক্তব্য শুনতে রাজি নন তিনি, নিজের কথাই বলতে আসবেন সেদিন। ২০১৪ সালে প্রথমবার একজন এমপি ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সংসদে প্রবেশ করেন নরেন্দ্র মোদি। সংসদের প্রবেশদ্বারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম সেরে বলেছিলেন, 'এটি হল গণতন্ত্রের মন্দির।' নিখাদ উপলব্ধি ছিল তাঁর। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে জাঁকিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে সেই মন্দিরই কি তাঁর কাছে একটি ভয়ের জায়গা উঠেছে? কেন এই ভীতি;সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা স্বীকারের? ভারতের প্রধানমন্ত্রী কোনও আলঙ্কারিক পদ নয়, একটি নির্বাচিত সরকারের এত বড় ক্ষমতা ভোগ করতে হলে তার দায়বদ্ধতাও যে মানতে হবে তাঁকে। মোদির এই অপারগতায় পবিত্র সংসদই যেন প্রহসনের জায়গা উঠছে!

জন্মদিন

আজকের দিন

দীপা কর্মকার

১৯৫২ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সমীর পুততুণ্ডর জন্মদিন।
১৯৯৩ বিশিষ্ট জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকারের জন্মদিন।
১৯৯৩ বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় প্রীতম কোটালের জন্মদিন।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম আলোকপ্রভা

সুপ্রিয় গঙ্গোপাধ্যায়

গুপ্তকবির 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার পাশাপাশি 'সুলভ', 'সংবাদ ভাস্কর', 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় মেয়েদের লেখালেখি প্রকাশিত হতে থাকে (আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলা রচিত রচনার ক্রমবিকাশ ১৮৫০-১৯০০, ড. সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী, পৃষ্ঠা- ২৮)। ঠাকুরানী দাসী, থাকমনি দেবীর নাম যেমন সেসব পত্রিকায় পাতায় পাওয়া যায়, ঠিক তেমনই 'বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী', 'বরাহনগরবাসিনী বিরহিনী বিধবা' ছদ্মনামের আড়ালে থাকা প্রকৃত নারীর নাম যুগের কাছে অধরা থেকে যায়। এই পাওয়া আর না পাওয়ার প্রিয় এই দ্বন্দ্ব পিছু ছাড়ে না আমাদের, আমাদের ইতিহাসেরও। বড় প্রশ্ন করতে ইচ্ছে জাগে নিজেদের, এই 'অধরার ইতিহাস'কে খুঁড়তে না চাওয়া, এই অনীহাবোধ কি নারীদিবস পালনের মুখে চুনকালি মাখানো নয়? প্রথম বাঙালি নারী রচিত উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে। 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের মাত্র তিন বছর পরেই প্রকাশিত এই উপন্যাসের নাম; 'মনোত্তমা' ('মনোত্তমা' উপন্যাসের দুই বছর পূর্বে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে লেখা হয়েছিল হেমাঙ্গিনী দেবীর 'মনোরমা', কিন্তু তা প্রকাশিত হয় অনেক পরে, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে।) কিন্তু লিখলেন কে? উপন্যাসে বঙ্কিমের পাশে লেডিস কম্পার্টমেন্টের সিংহদুয়ার দখল করলেন কে? তাঁর নাম জানি কি আমরা আজও? জানি না। হয়তোবা জানি তাঁর নাম 'হিন্দুকুল কামিনী' এই রূপে। কুলবালাদের, কামিনীদের আসল ব্যক্তিনামকে সামনে আসতে না দেওয়া পিতৃতন্ত্রের শান্ত এবং মেধাবী চক্রান্ত। ব্যক্তিনামের অবরোধ, আইডেন্টিটি ক্রাইসিস ইত্যাদিকে 'পিতৃতান্ত্রিক যুগ' এমনভাবেই সাজিয়ে রেখেছিল, যেখানে 'আত্মপরিচয়হীন ভিক্টিম নারী' বুঝবেনই না তাঁকে কোন চক্রব্যূহ্যে অবতীর্ণ করা হল! যেমনটা বোঝেননি ত্যাগী সূর্যমুখী, ভোগী রোহিণী, অপরিপক্ক কুন্দনন্দিনীরা। এইসব চরিত্রচিত্রণ প্রমাণ করে দেয় বাংলা সাহিত্যের পিতৃতান্ত্রিক অবরোধের গালিচার নিচে থিতু থাকা অপরিণত সেইসব অবলাদের, যারা শুধুমাত্র বিষয় হয়েই কালে যুগে সাহিত্যের পাতায় অবতীর্ণ। যারা প্রবল, সম্ভাব্য প্রকাশক্ষম হয়েও প্রকাশে-অক্ষম রূপে থেকে গেল। এটাই 'আইডেন্টিটি ক্রাইসিস।'

আমাদের প্রধান ঐশ্বর্য নাকি আমাদের মহাকাব্যগুলি! এমন ঐশ্বর্যমণ্ডিত মহাকাব্যিক আখ্যানমালায় পুরুষের শৌর্যের পাশাপাশি নারীর চিরচেনা অবস্থান জুয়ার পণ্য হওয়া নতুবা নির্বাসনে দণ্ড ভোগ করে অপমানিত হওয়া। আসলে নারীর বিদ্রোহী রূপ নয়, বরং ত্যাগী রূপই বেশি আদরনীয়, আজও। তাই সীতার সহনশীল চরিত্রের প্রতি বাহবার অন্ত নেই। আর এই সহনশীলা রূপের আড়াল ঘুঁচিয়ে যখন ছকভাঙার বহুরৈখিক আখ্যান তৈরি হয়, তখন তা বরখাস্ত করা হয় যেমন বরখাস্ত করা হয় কবি মল্লা'র লেখা রামায়ণ। মল্লা'র লেখা রামকথা রাজসভায় পাঠ করতে দেওয়া হয়নি। শূদ্র রমণী মল্লা তেলেগু ভাষায় যে রামায়ণ লিখেছিলেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তা হজম করতে পারেনি। সে ছিল ষোড়শ শতকে, আজ একুশ। তবুও আঞ্চলিক ভাষায় ধ্রুপদী রামায়ণের রচনা যে নারী প্রথম করেছিলেন তার নাম আমরা জানলাম না। মুছে দিলাম। ঠিক ততটাই অগ্রাহ্য করলাম চন্দ্রাবতীকে, যিনি প্রথম নারী হিসেবে বাঙালিকে দেখালেন স্কেপটিক্যাল পুরুষ চরিত্র, দেখালেন ঈর্ষাপরায়ণ রামকে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ছাপার হরফে প্রথম মহিলা কর্তৃক রচিত যে গ্রন্থ, তার নাম 'ভয়েজেস এন্ড ট্রাভেলস অফ এ বাইবেল।' সময়টা ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দ। বইটির রচয়িতা শ্রীমতী হ্যানা ক্যাথরিন মলেন্স। চুঁচুড়ানিবাসী সুইসকন্যা মলেন্স এই গ্রন্থটি অনুবাদের পাশাপাশি ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে লিখলেন 'ফুলমনি ও করুণার বিবরণ স্ত্রীলোকের শিক্ষার্থে বিরচিত' গ্রন্থটি। বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস (টৈত্র চত্রত্রন্ধ' গ্রন্থ থেকে অনুবাদিত) হিসাবে এই গ্রন্থটি স্বীকৃত না হওয়ার পিছনে দুটি যুক্তি কাজ করে। একটি, দৃশ্যমান যুক্তি। যেটি হল এই গ্রন্থকে খ্রিস্টধর্মের প্রচারপুস্তক গ্রন্থ বলে অবহেলা করা হয়। আর একটি, অদৃশ্য যুক্তি। যেটি হল, অবশ্যই এটি কোনো মেয়ের কলম থেকে লেখা। তাই সেযুগ থেকেই যে এর স্বীকৃতি চাপা পড়ে যাবে তা বলা বাহুল্য। কারণ, ওই একই সময়ে (১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে) যে বারো বছরের মেয়েটি প্রথম ছাপার হরফে বাংলা কবিতা লিখছে 'সংবাদ প্রভাকর'এর পাতায়, রীতিমতো পরীক্ষা দিয়ে তাঁকে স্বীকৃত হতে হচ্ছে, তার নাম বাঙালি আজও জানতে পারেন নি! এই বিস্মৃতি আমাদের লজ্জার, প্রথম ছাপার হরফে কবিতা রচয়ত্রীর নাম আমরা জানতে পারলাম না আজও! হ্যানা ক্যাথরিন মলেন্স ছিলেন চুঁচুড়া আগত ধর্মপ্রচারক মিশানারী আলফোনস ফ্রাঁসোয়া ল্যাক্রোইক্স এবং হান্না হারক্লটস'এর কন্যা। চুঁচুড়ার ডাচ কবরস্থানে সৌধ রূপে আজও তাঁরা স্মরণযোগ্য হয়ে আছেন। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় ততটাও নন। হ্যানা ক্যাথরিন মলেন্স যে বছর জন্মগ্রহণ করেন, ঠিক তার আগের বছরই প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল 'নববাবুবিলাস'। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত (প্রমথনাথ শর্মণ ছদ্মনামে লিখেছিলেন) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এই গ্রন্থ যে ব্যঙ্গকৌতুক নকশা তা আমাদের অজানা নয়। আর এটিকে নিয়েও দড়ি টানাটানি রয়েছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে। প্রথম উপন্যাসের শিরোপা দেওয়ার লক্ষ্যে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশুতোষ ভট্টাচার্য এটিকে 'প্রথম বাংলা উপন্যাস'-এর মর্যাদা দিয়েছেন। তবে এটিকে একটি কৌতুক নকশা হিসাবেই শেষ অবধি বাঙালি গ্রহণ করেছে। এই গ্রহণ আর বর্জনের প্রতিযোগিতায় বিস্মৃতিপ্রাপ্ত হন হ্যানা ক্যাথরিন মলেন্স, কিংবা প্রথম ছাপার হরফে কবিতা লেখা সেই নাম না জানা মেয়েটি।

তবে বিস্মৃতির এই লজ্জা কিছুটা কমে যখন কৃষ্ণকামিনী দাসীর 'চিত্তবিলাসিনী' কাব্যগ্রন্থকে বাঙালি সাদরে গ্রহণ করে নেন। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে লেখা এই কাব্যগ্রন্থ বাঙালি নারী রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ, বাঙালি নারীর লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থও বলা যায়। মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানে শিক্ষার পাশাপাশি অনেক আগে থেকেই যে অন্তঃপুর শিক্ষার প্রচলন হয়েছিল, তারই সুবর্ণ সন্তান এই কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থে বালবিধবা কন্যার দুর্দশাকে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই চালু হওয়া বিধবা বিবাহ আইন সমর্থনের চিত্রও এই গ্রন্থের মূল্যকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়। সেইদিন না বুঝলেও, বিদ্যাসাগরের প্রশস্তি গেয়ে ছাপার হরফে প্রথম কোনো বাঙালি নারীর লেখা কবিতার মূল্য ঠিক যে কতটা তা হয়তো আজকের বাঙালি সমাজ বুঝবে; 'ধন্য ধন্য বটে বিদ্যাসাগর।/ রাখিলেন চিরকীর্ত্তি ভারত ভিতর।।/ বিধবার দুঃখভার করিতে সংহার।/ মহীতে ঈশ্বর বুঝি তাই অবতার।' আর ঠিক অপরদিকে দেখি ঠিক বিপরীতমুখী কবিতা; 'অগাধ বিদ্যার বিদ্যাসাগর, তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা।/ তাতে বিধবাদের কূলতরী, অকূলেতে কূল পেল না।' লিখছেন 'সংবাদ প্রভাকর'এর সম্পাদক প্রখ্যাত কবিব্যক্তিত্ব ঈশ্বরগুপ্ত। যুগসন্ধির কবির লেখনীতেই হয়তো সেই যুগের বারো আনা মানুষের চিত্তের কথা বেশি প্রকাশ পায়। সেদিক থেকে 'চিত্তবিলাসিনী' গ্রন্থ যে ঠিক কোন মরুভূমির শীর্ণ প্রান্তরে ফুটে ওঠা আলতারঙা রক্তজবা, তা বলবার অপেক্ষা রাখে না। পিতৃতান্ত্রিক মরুশ্মশানে গৃহবন্দী নারীর শিকল বাঁধা পায়ের আলতা রাঙা ছাপকে প্রথম প্রত্যক্ষ করালেন কবি কৃষ্ণকামিনী। নারীবাদী ভাবনা পাঠ নেওয়ার আগে 'চিত্তবিলাসিনী' কাব্যকে বরণ করে নেওয়া আসলে হাতের এক গণ্ডুষ জলে 'যমুনা-নর্মদা-সিন্ধু'কে তর্পণ করারই নামান্তর। এই তপর্ণ বিন্দুতে সিন্ধু সন্ধান দেবে, নারীবাদের শিকড়কে উপলব্ধি করতে শেখাবে। এই উপলব্ধি আজকের দিনে অবশ্যকর্তব্য।

গুপ্তকবির 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার পাশাপাশি 'সুলভ', 'সংবাদ ভাস্কর', 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় মেয়েদের লেখালেখি প্রকাশিত হতে থাকে (আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলা রচিত রচনার ক্রমবিকাশ ১৮৫০-১৯০০, ড. সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী, পৃষ্ঠা- ২৮)। ঠাকুরানী দাসী, থাকমনি দেবীর নাম যেমন সেসব পত্রিকায় পাতায় পাওয়া যায়, ঠিক তেমনই 'বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী', 'বরাহনগরবাসিনী বিরহিনী বিধবা' ছদ্মনামের আড়ালে থাকা প্রকৃত নারীর নাম যুগের কাছে অধরা থেকে যায়। এই পাওয়া আর না পাওয়ার প্রিয় এই দ্বন্দ্ব পিছু ছাড়ে না আমাদের, আমাদের ইতিহাসেরও। বড় প্রশ্ন করতে ইচ্ছে জাগে নিজেদের, এই 'অধরার ইতিহাস'কে খুঁড়তে না চাওয়া, এই অনীহাবোধ কি নারীদিবস পালনের মুখে চুনকালি মাখানো নয়? প্রথম বাঙালি নারী রচিত উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে। 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের মাত্র তিন বছর পরেই প্রকাশিত এই উপন্যাসের নাম; 'মনোত্তমা' ('মনোত্তমা' উপন্যাসের দুই বছর পূর্বে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে লেখা হয়েছিল হেমাঙ্গিনী দেবীর 'মনোরমা', কিন্তু তা প্রকাশিত হয় অনেক পরে, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে।) কিন্তু লিখলেন কে? উপন্যাসে বঙ্কিমের পাশে লেডিস কম্পার্টমেন্টের সিংহদুয়ার দখল করলেন কে? তাঁর নাম জানি কি আমরা আজও? জানি না। হয়তোবা জানি তাঁর নাম 'হিন্দুকুল কামিনী' এই রূপে। কুলবালাদের, কামিনীদের আসল ব্যক্তিনামকে সামনে আসতে না দেওয়া পিতৃতন্ত্রের শান্ত এবং মেধাবী চক্রান্ত। ব্যক্তিনামের অবরোধ, আইডেন্টিটি ক্রাইসিস ইত্যাদিকে 'পিতৃতান্ত্রিক যুগ' এমনভাবেই সাজিয়ে রেখেছিল, যেখানে 'আত্মপরিচয়হীন ভিক্টিম নারী' বুঝবেনই না তাঁকে কোন চক্রব্যূহ্যে অবতীর্ণ করা হল! যেমনটা বোঝেননি ত্যাগী সূর্যমুখী, ভোগী রোহিণী, অপরিপক্ক কুন্দনন্দিনীরা। এইসব চরিত্রচিত্রণ প্রমাণ করে দেয় বাংলা সাহিত্যের পিতৃতান্ত্রিক অবরোধের গালিচার নিচে থিতু থাকা অপরিণত সেইসব অবলাদের, যারা শুধুমাত্র বিষয় হয়েই কালে যুগে সাহিত্যের পাতায় অবতীর্ণ। যারা প্রবল, সম্ভাব্য প্রকাশক্ষম হয়েও প্রকাশে-অক্ষম রূপে থেকে গেল। এটাই 'আইডেন্টিটি ক্রাইসিস।'

আসা যাক নাটকের পাতায়। বাংলা ভাষায় প্রথম যে বাঙালিনারী নাটক লিখলেন তিনি কামিনীসুন্দরী দেবী। নাটকের নাম 'ঊর্বশী', যেটি ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। যদিও 'দ্বিজতনয়া' নামে নাটকটি ছাপা হয়েছিল। পরের গ্রন্থে ('বালাবোধিকা' পুস্তক) কামিনীসুন্দরীর নামটি জানা যায়। ভাগ্যিস, তিনি পরের বইটি লিখেছিলেন, তা না হলে প্রথম বাঙালি নারী রচিত বাংলা নাটকের নাম অজ্ঞাতই থেকে যেত পারতো আমাদের। 'ঊর্বশী' নাটক 'জৈমিনী-সংহিতা'র দণ্ডী-পর্ব কাহিনী অবলম্বনে লেখা। ফলত কামিনীসুন্দরীর উচ্চমনীষা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু সেযুগে এই লেখা যে কোনো মেয়ে লিখতে পারেন এই নিয়ে ('রহস্য সন্দর্ভ' পত্রিকাতে) সন্দেহ শুরু হয়ে যায়। এই সন্দেহ, এই অবমূল্যায়ণ আমাদের বাঙালির 'অতীতের শিকড়স্পদ।' অবমূল্যায়িত 'শিকড়স্পদ'-এর স্মরণ আজকের দিনেও প্রয়োজন। আর এই অবমূল্যায়ণের উদ্যোক্তাদের তালিকা থেকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বাদ যান না। তিনিই বলছেন 'পুরুষের কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অর্থোপার্জন স্ত্রীলোকের কাজ না।' তিনি আরও বলছেন; 'নারীর আদর কালক্রমে আপনি বাড়িবে, সেজন্য নারীদিগকে কোমর বাঁধিতে হইবে না। বরঞ্চ আরও অধিক সুন্দর হইতে হইবে।' ভাবা যায়? বছর তিরিশের এই রবীন্দ্রনাথই পরবর্তীতে আঁকছেন 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যানীকে, বদনাম গল্পের সৌদামিনীকে, 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের লাবণ্যকে।

রবীন্দ্রনাথ যে বছর জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই বছর একটি বিশেষ কারণে গুরুত্বপূর্ণ। সেই বছরই বাঙালি নারী কর্তৃক প্রথম বাংলা ভাষায় প্রবন্ধপুস্তক লেখা হয়েছিল। লিখেছিলেন বামাসুন্দরী দেবী। 'কি কি সংস্কার তিরোহিত হইলে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে' শীর্ষক এই প্রবন্ধপুস্তক প্রমাণ করে তিনি ঠিক কতটা চিত্তশক্তির পাশাপাশি মেধার অধিকারী। হৃদয়ের সাথে মস্তিষ্কের সংমিশ্রণে তৈরি প্রবন্ধপুস্তক রচয়িতাদের পরিচয় বাংলা সাহিত্যে নেহাত খুব বেশি নেই। রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে এসে যোগমায়া এবং লাবণ্য চরিত্রকে কিছুটা বোধদীপ্তি অনুসারী করে তুলতে চেয়েছিলেন। যারা মননের সাথে মেধা-বুদ্ধির মিশ্রণে চলতে পারে। অথচ একই সময়ে লেখা 'যোগাযোগ' উপন্যাসে উচ্চশিক্ষিতা কুমুদিনীকে মননগ্রাহী করে তুললেন, নিজের মস্তিষ্কের কথা তাকে শুনতে দিলেন না। এ যেন দৈবের খেলা। মধুসূদনের সাথে বিবাহে সম্মতিপ্রদান এমনই এক দৈবপ্রথা হয়ে রইল বাংলা উপন্যাসের পাতায়। কিন্তু এমনটা না হলেও চলতো। আসলে রবীন্দ্রনাথ নারী চরিত্রাঙ্কণে অন্তঃপুরের মধ্যে চলতে থাকা রাজনীতিকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন অধিক। সেদিক থেকে সুচরিতা, এলা, বিমলা, দামিনীরা স্বতন্ত্র হলেও আরও কয়েকটা আনন্দময়ী, আরও কয়েকটা যোগমায়া, আরও কয়েকটা লাবণ্যকে দেখতে ইচ্ছে জাগে বারে বারে। অন্তত নারীর কলমের নিপুনতা তখন যথেষ্ট ডানা মেলেছে। শিশুকে গৃহকোণে শিক্ষা দেওয়া শুধু নয়, শিশুশিক্ষার বইও লিখছেন মেয়েরা। লিখছেব কামিনীসুন্দরী দেবী প্রথমবারের জন্য, রবীন্দ্রনাথও শিশুবয়সে তখন; সাত বছরের। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত কামিনীসুন্দরীর লেখা শিশুশিক্ষার সহযোগী গ্রন্থটির নাম 'বালাবোধিকা।' আর তার তিন বছর আগে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম নারীচরিত জীবনী গ্রন্থ 'নারীচরিত।' এগুলি বাংলা সাহিত্যের আকর সম্পদ। এই রচনা কোনোভাবেই মেয়েদের পিছিয়ে থাকার প্রামাণ্য দেয় না। বড্ড বেশি করেই আমাদের ভাবতে শেখায়, বুঝতে শেখায়। আর অবাকও করে নারীবীক্ষায় পুরুষের রচিত সাহিত্য আরও একটু কি গৌরবময় হতে পারতো না? হলে হয়তো আমাদের কবিতা সিংহ অবধি অপেক্ষা করতে হতো না।

'বামাবোধিনী' পত্রিকাকে ঘিরে নারীর লেখালেখির আকাশ যে ক্রমউন্মুক্ত হতে থাকে তা সকলের জানা। এই উন্মুক্ত মাঠ পেয়ে নারীরা যে ফসল ফলিয়েছিলেন সেই সময়, তা একান্তই ছিল তাদের আত্মযন্ত্রণার মাদলৌচ্চারণ, আত্মিক আনন্দের নপূর-নিক্কন, অন্তঃপুরের গৃহস্থবাসের খঞ্জুনি-নিনাদ। প্রকৃতি, বাৎসল্য আর পতিপ্রেম মুখ্য হলেও বিশ শতকে মেয়েদের কবিতা ক্রমশ পরিবর্তন হয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সংস্পর্শে। স্বদেশী কবিতার পাশে বলিষ্ঠ প্রতিবাদের কবিতা পাওয়া যায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে নারীর লেখা লিরিকের মধ্যে পিতৃতন্ত্রের প্রতি যে সুর ধ্বনিত হয়েছে; তা ফাঁদে পড়া ছিন্ন খঞ্জনার ডাকের মতো, তিরবিদ্ধ শ্যামার মতো। পিতৃতন্ত্রের ফাঁদের জালিক বিন্যাসকে, কিংবা ধাবিত তিরের উৎসমূল ধনুককে তাঁরা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেন নি, তুলেও ধরতে পারেননি তাঁদের কবিতায়। কিন্তু তা চিহ্নিত করে যাচ্ছেন। তাই গিরীন্দ্রমোহিনী বলছেন; 'দেখ, ইউরোপ খন্ডে যতেক কামিনী,/ বিদ্যাধন লভি সবে সদা আমোদিনী।' (বঙ্গমহিলাগণের হীনাবস্থা)। পিতৃতান্ত্রিক ইন্দ্রজালের এই চিহ্নায়ন উনিশ শতকে মেয়েরা করে দিয়েছিল বলেই কৃষ্ণভাবিনী দাস, জ্যোতির্ময়ী দেবী, বেগম রোকেয়া, আশাপূর্ণা দেবী, রাজলক্ষী দেবী, কবিতা সিংহদের অনেকটা সহজ হয়েছিল নতুন পথ গড়তে। এই নতুন পথ গড়াবার পূর্বে সমগ্র যাত্রাপথ ও রাস্তার সীমানা নির্দেশিত হয়েছিল যেটির দ্বারা তা হল তৎকালীন পত্রপত্রিকা। বামাবোধিনীর পাশাপাশি 'নবপ্রবন্ধ', 'অবোধবন্ধু', 'হিতসাধন', 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার ভূমিকাও কম নয়। ভূমিকা কম নয় নারীর শিক্ষাপ্রদান ও লিখনকর্মের পাশে থাকা প্রগতিশীল পুরুষদেরও। কারণ, ছাপার অক্ষরে লেখাপড়া শেখা প্রথম মহিলা সাহিত্যিক (সুকুমার সেনের মতে) কৈলাশবাসিনী দেবী। যিনি 'বিশ্বশোভা' নামক চম্পূকাব্য (প্রথম নারী লিখিত চম্পূকাব্য) লিখে জনপ্রিয় হচ্ছেন ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে। আসলে তিনি ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্রের ছোট ভাই সাংবাদিক কিশোরচাঁদ মিত্রের স্ত্রী। কিশোরচাঁদদের মতো স্বল্পকিছু মানুষদের উৎসাহ ও প্রেরণা কৈলাশবাসিনীদের জনপ্রিয় করে তুলতে পেরেছিল, ডানা মেলে নতুন আকাশ খুঁজে নিতে শিখিয়েছিল। আজও শত নিরাশার মাঝে দাঁড়িয়েও ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে গ্রাম থেকে মফঃস্বলে যেভাবে নারীর জাগরণকে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে তা আমাদের কাছে আলোকপথের নামান্তর।

লেখক: শব্দশ্রমিক।
গবেষক: সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মোদির অমৃত ভারত স্কিমে কেন নাম নেই ঐতিহ্যবাহী বিষ্ণুপুর স্টেশনের, উঠছে প্রশ্ন

বিজেপি সাংসদ, বিধায়কদের ব্যর্থতার দাবি তৃণমূলের

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: নরেন্দ্র মোদীর অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের আওতায় ঠাঁই মেলেনি বাঁকুড়ার ঐতিহ্যের নগর বিষ্ণুপুর স্টেশনের। ডিজিটাল দুনিয়াতে দাঁড়িয়ে মোদির এই স্বপ্নের স্কিমে রাজ্যের ৩৭ স্টেশনের বদলে যাবে চেহারা, পরিবর্তন হবে আর্থ সামাজিক চিত্রের, কিন্তু যে শহরে আর্থ সামাজিক পরিবর্তন এনেছে পর্যটন শিল্প, সেই স্টেশনকে এই স্কীমের তালিকায় আনা হল না কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে। যে শহরের মধ্যে মল্লরাজাদের নানান ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে, যার অলিগলিতে কান পাতলে শোনা যায় ধ্রুপদ, ধামার ও খেয়ালের সুরের মূর্ছনা, যেখানকার হস্তশিল্পের খ্যাতি বিশ্বজোড়া, যে নগরকে সকলেই চেনে টেরাকোটার শহর নামে, সারা বছর সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের নগর বিষ্ণুপুরে ছুটে আসেন দেশ-বিদেশের পর্যটকরা, সেই প্রাচীন মল্লরাজাদের নগরের বিষ্ণুপুর স্টেশনের নাম পাওয়া গেল না মোদির অমৃত ভারত রেলস্টেশন স্কিমের তালিকায়।

সর্বোপরি বিষ্ণুপুর স্টেশনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে জগতজননী বিশ্বজননী মা সারদার স্মৃতি। বিষ্ণুপুর স্টেশন থেকে মা সারদা কলকাতা যাতায়াত করতেন। সেই স্টেশনও জায়গা পেল না মোদির অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমে। কেন এই বঞ্চনা, তা নিয়ে সরব হয়েছেন বিষ্ণুপুরবাসীর একাংশ। প্রশ্ন তুলেছেন কেন তালিকায় নেই বিষ্ণুপুর স্টেশনের নাম।

তৃণমূল নেত্রী সুজাতা মণ্ডল জানান, বাঁকুড়া জেলায় দু'জন সাংসদের মধ্যে একজন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, সাতজন বিজেপি বিধায়ক থাকার পরেও অমৃত ভারত রেলস্টেশন স্কিমের তালিকায় নাম নেই বিষ্ণুপুরের। এটা বিজেপি সাংসদ ও বিধায়কদের ব্যর্থতা বলেই মত তাঁর। বিষ্ণুপুর সাংগঠনের জেলা বিজেপির সভাপতি ও বিধায়ক অমর নাথ শাখার দাবি, এটা ব্যর্থতা নয়, প্রথম পর্যায়ে নাম না থাকলেও দ্বিতীয় পর্যায়ের তালিকায় নাম থাকবে বিষ্ণুপুরের। তালিকায় তো রাজ্যের অনেক স্টেশন রয়েছে। আজ হয়নি আগামী দিনে নিশ্চয় হবে, আশ্বাস বিজেপি বিধায়কের।

ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা র‍্যালি পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান পুরসভার পক্ষ থেকে ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে জনসাধারণকে সচেতন করতে সচেতনতা র‍্যালি করা হয় মঙ্গলবার। এই র‍্যালিটি বর্ধমান শহরের টাউন হল থেকে উত্তর ফটক পর্যন্ত হয়। ডেঙ্গি সচেতনতা র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান পুরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার, ৩৫টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং সমস্ত কর্মীরা। এছাড়াও বিধায়ক খোকন দাস এই র‍্যালিতে পা মেলান।

চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার জানান, সাধারণ মানুষ যাতে আরও সচেতন হন ডেঙ্গি নিয়ে, তার জন্যই এই র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। তাঁদের পুরসভার কর্মীরা ডেঙ্গি নিধন করতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সাধারণ মানুষকে সচেতন করছেন তাঁরা। তার পাশাপাশি মাইকে প্রচার চালানো হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত ওয়ার্ডে নিকাশি নালার বেহাল অবস্থা, সেগুলি দ্রুত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হবে, যাতে মশা বংশবিস্তার করতে না পারে।

বিধায়ক খোকন দাস জানিয়েছেন, পুরসভার পক্ষ থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে। এরই সঙ্গে তাঁরা র‍্যালি করে পথচলতি মানুষদের ও এলাকার মানুষকে সচেতন করতে পথে নেমেছেন।

বৈঁক অঁফ ইংডিয়া BOI Bank of India Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
হোল্ডিং নং ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, সেক্টর -২এ, বিধান নগর, দুর্গাপুর - ৭১৩২১২
ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩, ইমেল - bardhaman.assetrecovery@bankofindia.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্দারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্ট অধীনে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে গৃহীত ঋণের মূল এবং সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণ অ্যাকাউন্টগুলি নন পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ২০০২ সাসের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় নোটিশ ইস্যু এবং প্রেরিত হয়েছিল কিন্তু নোটিশগুলি অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি মারফত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে অবগত করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	জামিনদত্ত/সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ / এনপিএ-র তারিখ	১. অনুমোদিত সীমা ২. বকেয়া পরিমাণ
শ্রীমতি জুথিকা সরকার (দে) এবং শ্রী কৌশিক দে শ্রী গণেশ অ্যাপার্টমেন্ট, রাঘবপুর মোড়, দেশবন্ধু রোড, পো. পুরুলিয়া, থানা - পুরুলিয়া (শহর), পিন - ৭২৩১০১, পশ্চিমবঙ্গ **(ঋণগ্রহীতা এবং সম্পত্তির মালিক)** **চুক্তি ঋণ এ/সি নং** ৪২৭০৭৫১১০০০০১৮৬, ৪২৭০৭৫১১০০০০২৯৯ শাখার নাম : **পুরুলিয়া**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং জি১, একতলায় শ্রী গণেশ অ্যাপার্টমেন্ট, মৌজা-রাঘবপুর, জেএল নং ২৬০/৬৬, আরএস/এলআর প্লট নং ৩৮৫৬, আরএস খতিয়ান নং ১১৯৪, ওয়ার্ড নং ১, হোল্ডিং নং ৩৯/ডি, পো-পুরুলিয়া, থানা-পুরুলিয়া (এম), জেলা - পুরুলিয়া, পিন- ৭২৩ ১০১, পরিমাণ এরিয়া ৭২৫ বর্গফুট।	১৫.০৫.২০২৩ / ৩০.০৪.২০২৩	১. চুক্তি ঋণ ১২,২০,০০০.০০ টাকা ৩,০০,০০০.০০ টাকা ২. ১৮,০৬,৯১৯.৬১ টাকা (আঠারো লাখ ছয় হাজার নশো উনিশ টাকা এবং একষট্টি পয়সা) টাকা ৩০.০৪.২০২৩ থেকে বার্ষিক ৮.৯৫ শতাংশ হারে পরবর্তী সুদ সহ

নোটিশ প্রেরণের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং/বা জামিনদাতাগণকে এই নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে ৬০ দিন অতিক্রান্তে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারারা উপধারা (৪) সংস্থান অধীনে।

তারিখ: ০৯.০৮.২০২৩
স্থান: পুরুলিয়া
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

কুলগাছিয়া দুর্ঘটনায় মৃত ৩ জনের মধ্যে ২ জন অধ্যাপিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: সোমবার সন্ধ্যায় উলবেড়িয়ার কুলগাছিয়া ফ্লাইওভারে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি প্রাইভেট কারের সঙ্গে ট্রেলারের মুখোমুখি ধাক্কায় তিন জনের মৃত্যু হয়। সোমবার গভীর রাতে ওই তিন মৃত তিন জনের পরিচয় জানা যায়। পুলিশ সূত্রে খবর মৃতদের মধ্যে দু'জন ছিলেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা। নন্দিনী ঘোষ মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের এবং মিশা রায় এনভারমেন্টাল সায়েন্স বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ছিলেন। নন্দিনী ঘোষের বাড়ি হুগলির উত্তরপাড়া এলাকায় এবং মিশা রায়ের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার সোদপুরে। তৃতীয় মৃত ব্যক্তির নাম বিশ্বজিৎ দাস। তিনি গাড়ির চালক ছিলেন। তাঁর বাড়ি উত্তরপাড়ার কানাইপুরে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, নন্দিনী ঘোষ বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রো বায়োলজি বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ছিলেন। তিনি প্রত্যেকদিন নিজের গাড়িতেই যাতায়াত করতেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোনোর সময় গতকাল বিকেল পাঁচটা নাগাদ বাড়িতে ফোন করে জানান তিনি বাড়ির ফিরছেন। কিন্তু আটটা বেজে গেলেও খোঁজ না পেয়ে তাঁর বাবা অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার সুদীপ ঘোষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁর মোবাইলে বারবার ফোন করেন। কিন্তু ফোন বেজে গেলেও তিনি কোনও সাড়া না পেয়ে লালবাজারে ১০০ নম্বরে ডায়াল করেন। এমনকী নবান্নতেও ফোন করেন। রাতে উলবেড়িয়া থানা থেকে দুর্ঘটনার খবর পান। সুদীপবাবু জানিয়েছেন নন্দিনী একাধিকবার ইউরোপ এবং আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাপত্র পড়তে গেলেও তিনি বিদেশে না থেকে এদেশে অধ্যাপনা করতে চেয়েছিলেন। মিশার মামাও জানিয়েছেন তিনি প্রতিদিন ট্রেনে যাতায়াত করলেও মাঝে মাঝে তাঁর সহকর্মীর সঙ্গে গাড়িতে ফিরতেন। সোমবারও তেমনই গাড়িতে ফিরছিলেন। তিনি বলেন, রাতে খড়দা থানাতে যোগাযোগ করলে কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরে রাতে উলুবেড়িয়া থানা থেকে ফোন পান। তখনই দুর্ঘটনার খবর জানতে পারেন। দুই পরিবারই জানিয়েছে দু'জনেই পরিবারের একমাত্র মেয়ে ছিলেন। দু'জনেই অবিবাহিত ছিলেন। বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জানিয়েছেন দুই অধ্যাপিকার মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল। দু'জনেই প্রতিভাবান গবেষক এবং শিক্ষিকা ছিলেন। তাঁদের মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র এবং শিক্ষকরা শোকস্তব্ধ। মঙ্গলবার সকালে উলুবেড়িয়া মর্গে হাজির ছিলেন অধ্যাপিকাদের অনুরাগীরা।

সারা বাংলা ইমাম মোয়াজ্জেম সম্মেলনের প্রস্তুতি সভা বসিরহাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: চলতি মাসের ২১ তারিখ কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সারা বাংলা ইমাম মোয়াজ্জেম সম্মেলন। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সোমবার উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট সাব ডিভিশনের ইমাম মোয়াজ্জেমদের উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন রাজারহাট-নিউটাউন মাঝেরআইট পীরডাঙা দরবার শরিফের অন্যতম পীরজাদা তথা হজের সেবক আলহাজ্ব একেএম ফারহাদ, জেলা ইমাম কো অর্ডিনেটর হাসানুজ্জামান, ছিলেন বাকিবিল্লাহ, আব্দুল্লাহ, বিশিষ্ট সমাজসেবী রেহান আহমেদ কুরেশি, মাওঃ জাহাঙ্গির, মাওঃ রবিউল ইসলাম, মাওঃ আরেফিন, মাওঃ হাফেজ সাজাহান, মাওঃ কুতুব, মাওঃ আসরাফুল, মাহমুদুল, কালাম, সফিউল্লাহ প্রমুখ।

আশুতোষ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড
CIN: L51109WB1981PLC034037
রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০৪৬

বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুযায়ী এজিএমে প্রস্তাবিত রেজোলিউশন রিমোট ই-ভোটিং (এনএসডিএল-এর) মাধ্যমে এবং এজিএমে ব্যালট ভোটের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।
২৪.০৮.২০২৩ (কাট-অফ তারিখ) অনুযায়ী সদস্যদের নামে নিবন্ধিত শেয়ারে ভোটের অধিকার কোরাম গণনা করা হবে এবং এই ধরনের সদস্যরা ই-ভোটিং বা এজিএমে ভোট দেওয়ার অধিকার পাবে। যে সদস্যরা ই-ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম এ উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু তারা আর একবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। ই-ভোটিং শুরু হবে ২৮.০৮.২০২৩, সকাল ৯:০০টা এবং শেষ হবে ৩০.০৮.২০২৩ বিকেল ৫:০০টায় যার পরে ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।
এজিএম এর নোটিস ০৮.০৮.২০২৩ তারিখে সকল সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যারা তাদের মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন এবং এটি এনএসডিএলের ই-ভোটিং ওয়েবসাইট, কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেখানে কোম্পানি তালিকাভুক্ত রয়েছে সেখানে পাওয়া যাবে। ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন উপলব্ধ হবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.asutosh.co.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জের www.bseindia.com ওয়েবসাইট -এ। যে সদস্যরা তাদের মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা ডিপোজিটর /আরটিএ -তে করতে পারেন।
এজিএম নোটিস পাঠানোর পর কিন্তু কাট-অফ তারিখের আগে কোম্পানির সদস্য হওয়া ব্যক্তিরা এনএসডিএল -কে evoting@nsdl.co.in -তে অথবা কোম্পানির কাছে asutosh@asutosh.co.in -তে ই-ভোটিংয়ের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডের জন্য লিখতে পারেন। এনএসডিএল এর ই-ভোটিংয়ে ইতিমধ্যে নিবন্ধিত সদস্যরা তাদের বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।
ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা এনএসডিএল এর ই-ভোটিং টিমের সাথে টোল ফ্রি নং ১৮০০২২২৯৯০ অথবা ই-মেইল আইডি evoting@nsdl.co.in -তে যোগাযোগ করতে পারেন।
এজিএমের উদ্দেশ্যে সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই ২৫.০৮.২০২৩ থেকে ৩১.০৮.২০২৩ (উভয়দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

আশুতোষ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্থান : কলকাতা **নারায়ণ বাহেতি**
তারিখ : ০৮.০৮.২০২৩ **কোম্পানি সেক্রেটারি**

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি,
৩য় তল, কলকাতা, পিন - ৭০০০১৭, ফোন নং - ০৩৩-৬৬৫৫৭৭২৫/৬১৩/৯৮৩০০৮১৪০৫/৭৯৮০৯২০২৫৩
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in, CIN : L65190MH2004GOI148838

[পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**,-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (২০০২-৫৪) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং সংশ্লিষ্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**,-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	১. ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম ২. অ্যাকাউন্ট নাম্বার	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	১. ঋণগ্রহীতা : **শ্রী দেবব্রত সাহা** সহ-ঋণগ্রহীতা : **শ্রী নিখিল কৃষ্ণ সাহা** ২. **১১৩৬৬৭৫১০০০০৩০২৫ এবং ১১৩৬৬৭৫১০০০০৩১৫৫**	**১. ৩১.০৫.২০২৩ ২. ০৫.০৮.২০২৩ ৩. ১৬,২৩,৩৮৩.০০ টাকা (যোলো লাখ তেইশ হাজার তিনশো তিরাশি টাকা)** ০৯.০১.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৫.৯২৬ শতক বা ২৫৮৬ বর্গফুট এবং ভবন অবস্থিত জেএল নং ২৪, হোল্ডিং নং ১৪৩১, আরএস দাগ নং ৬৬৩, এলআর দাগ নং ৬৬৩/১৭২১, আরএস খতিয়ান নং ৪৮৩,এলআর খতিয়ান নং ২৮৪৮, তৌজি নং ১২, মৌজা- যশরা, চাকদা পুরসভার ওয়ার্ড নং ২ অধীন, থানা এবং এডিএসআরও - চাকদহ,জেলা-নদিয়া, সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : মোতিলাল সাহা এবং মারণ সাহার খালি জমি এবং ভবন, দক্ষিণে : প্রফুল্লবালা সাহার খালি জমি এবং দানি জমি, পূর্বে : সুবোধ চক্রবর্তীর খালি জমি এবং ভবন, পশ্চিমে : পুর সড়ক সমন্বিত এবং জমিস্থিত একতলা নির্মাণ এবং যাবতীয় বর্তমান এবং ভবিষ্যতের নির্মাণ সমুদয়।

তারিখ : ০৯.০৮.২০২৩
স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক pnb punjab national bank
SASTRA Division, Circle Office : Kolkata South
11, Hemanta Basu Sarani, 9th Floor
Kolkata - 700 001, E-mail ID : cs4479@pnb.co.in

সংশোধনী

সংশ্লিষ্ট উল্লেখ্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ যা এই সংবাদপত্রে গত ০৭.০৮.২০২৩ তারিখের সংস্করণে ০১.০৯.২০২৩ এবং ১২.০৯.২০২৩ তারিখে সম্পাদিত হবে বলে প্রকাশিত হয়েছিল নিম্নোক্ত মতে পড়তে হবে :
ক) মেসার্স মায়া জুয়েলারি প্যালেস (ক্রম নং ৩) এর দাবি নোটিশ ২১.০১.২০২১ পড়তে হবে ১১.০১.২০১০ এর পরিবর্তে।
খ) মেসার্স রাধা স্টোর্স প্রাইভেট লিমিটেডের (ক্রম নং ১৯) সম্পত্তির বিবরণে শপ নং ৭ (এরিয়া ২৭৬ বর্গফুট) পড়তে হবে শপ নং ৭ এবং ৮ এর পরিবর্তে।
অবশিষ্ট বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত থাকবে। অনিচ্ছাকৃত অসুবিধা ঘটানোর কারণে দুঃখিত।

বেঙ্গল স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L70109WB1947PLC015087
রেজিস্টার্ড অফিস : "ট্রিনিটি প্লাজা", ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০৪৬

বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুযায়ী এজিএমে প্রস্তাবিত রেজোলিউশন রিমোট ই-ভোটিং (এনএসডিএল-এর) মাধ্যমে এবং এজিএমে ব্যালট ভোটের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।
২৪.০৮.২০২৩ (কাট-অফ তারিখ) অনুযায়ী সদস্যদের নামে নিবন্ধিত শেয়ারে ভোটের অধিকার কোরাম গণনা করা হবে এবং এই ধরনের সদস্যরা ই-ভোটিং বা এজিএমে ভোট দেওয়ার অধিকার পাবে। যে সদস্যরা ই-ভোট দিয়েছেন তারা এজিএমে উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু তারা আর একবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। ই-ভোটিং শুরু হবে ২৮.০৮.২০২৩ সকাল ৯:০০টা এবং শেষ হবে ৩০.০৮.২০২৩ বিকেল ৫:০০টায় যার পরে ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।
এজিএমের নোটিস ০৮.০৮.২০২৩ তারিখে সকল সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যারা তাদের মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন এবং এটি এনএসডিএলের ই-ভোটিং ওয়েবসাইট, কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেখানে কোম্পানি তালিকাভুক্ত রয়েছে সেখানে পাওয়া যাবে। ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন উপলব্ধ হবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.bengalsteel.co.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জ www.bseindia.com -তে। যে সদস্যরা তাদের মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা ডিপোজিটর /আরটিএ -তে করতে পারেন।
এজিএম নোটিস পাঠানোর পর কিন্তু কাট-অফ তারিখের আগে কোম্পানির সদস্য হওয়া ব্যক্তিরা এনএসডিএল -কে evoting@nsdl.co.in -তে অথবা কোম্পানির কাছে bengalsteel@bengalsteel.co.in -তে ই-ভোটিংয়ের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডের জন্য লিখতে পারেন। এনএসডিএল -এর ই-ভোটিংয়ে ইতিমধ্যে নিবন্ধিত সদস্যরা তাদের বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।
ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা এনএসডিএল এর ই-ভোটিং টিমের সাথে টোল ফ্রি নং ১৮০০২২২৯৯০ অথবা ই-মেইল আইডি evoting@nsdl.co.in -তে যোগাযোগ করতে পারেন।
এজিএমের উদ্দেশ্যে সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই ২৫.০৮.২০২৩ থেকে ৩১.০৮.২০২৩ (উভয়দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

বেঙ্গল স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড -এর পক্ষে
স্থান : কলকাতা **নেহা মেহরা**
তারিখ : ০৮.০৮.২০২৩ **কোম্পানি সেক্রেটারি**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank, इलाहाबाद ALLAHABAD)
জোনাল অফিস, কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, প্লট নং ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক-জিডি, সেক্টর III
সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬, ফোন - (০৩৩) ৪০২৫ ৯৭১৮

পরিশিষ্ট - IV { রুল-৮(১)} দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু:
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১৯.১১.২০২২** তারিখে **ঋণগ্রহীতা মেসার্স পবিত্র হোসিয়ারি** (এ/সি-৫০২৫০৭০১৬৫৪, ৭০৮৪৮৬৪২৩৬, ৫৮০০০৮৯৬০৭২, ৭১৭৩৪৮৫৪৮৬) এবং শ্রী মনোজ কুমার ভুনিয়া (এ/সি-৫০৪৮২৯২৯৯৯৪) আমাদের অরবিন্দ সরণি ব্রাঞ্চে, কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৫৪৯২২৭৫.০০ টাকা (চুয়ান্ন লাখ বিরানব্বই হাজার দুশো পঁচাত্তর টাকা)** টাকা নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৩ আগস্ট ২০২৩ তারিখে**।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নিকট বকেয়া **৬০৪৪৮৪৫.০০ টাকা (যাট লাখ চুয়াল্লিশ হাজার আটশ পঁয়তাল্লিশ টাকা) টাকা সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।** "ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা এবং সংশ্লিষ্ট রুল সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট একতলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫০৪ বর্গফুট শ্রী মনোজ কুমার ভুনিয়ার নামে এবং অবিভক্ত সম্পত্তি ২ কাঠা ৩ ছটাক ৬ বর্গফুট কমবেশি জমির যথাযথ ভাগ অংশ প্রেমিসেস নং ১৬/১এফ, বিপ্লবী বারিণ ঘোষ সরণি, কলকাতা - ৭০০০৬৭, থানা- মানিকতলা, কলকাতা পৌর সংস্থার অধীন জেলা- কলকাতা, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** সিঁড়ি, **দক্ষিণে :** ১০ চওড়া বিপ্লবী বারিণ ঘোষ সরণি, **পূর্বে :** ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি সাধারণের চলার পথ, **পশ্চিমে :** ৪ ফুট ৫ ইঞ্চি সাধারণের চলার পথ সমন্বিত এবং যৌথ প্লট এবং ভবনের চৌহদ্দি : **উত্তরে :** অন্যান্যের ভবন, **দক্ষিণে :**১০ ফুট চওড়া বিপ্লবী বারিণ ঘোষ সরণি, **পূর্বে :** বেলা রানি চ্যাটার্জির ভবন, **পশ্চিমে :** ভূষণ কুন্ডুর ভবন সমন্বিত।

তারিখ : ০৩.০৮.২০২৩, স্থান : কলকাতা স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বৈঁক ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra (भारत सरकार का उद्यम, एक परिवार एक बैंक)
জোনাল অফিস : কলকাতা
ম্যাকলিয়ড হাউস, ২য় তল, ৩ এন.এস. রোড, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন : ০৩৩ ৪০৩৭৪৯০৮, ইমেল : dzmkolkata@mahabank.co.in
প্রধান কার্যালয় : 'লোকমঙ্গল', ১৫০১, শিবাজি নগর, পুনে - ৪১১ ০০৫

[রুল - ৮(১)] দখল নোটিশ

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার (১২) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র নিকট নিম্নে উল্লিখিত বকেয়া আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/বন্ধকদাতা/আইনি উত্তরাধিকারীর নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী দাবি পরিমাণ
ঋণগ্রহীতাগণ : মেসার্স নিডস স্বত্বাধিকারী শ্রী উৎপল মন্ডল এবং শ্রীমতি প্রিয়াংকা রায় মন্ডল (জামিনদাতা) এর মাধ্যমে	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি পরিমাণ ১ কাঠা ৮ ছটাক ২৫ বর্গফুট (১.৫৩ কাঠা) এবং নির্মাণ অবস্থিত মৌজা -কোরা, জেএল নং ২৭, আরএস খতিয়ান নং ১৮২ এবং ১১২, এলআর খতিয়ান নং ১৮২৫ এবং ৮০৬ বর্তমান ৪৮৬৪, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৮১৭, হোল্ডিং নং ২৪/১১, কোরা বাবু পাড়া রোড মধ্যমগ্রাম, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১৩০ ঠিকানায় নির্মাণ প্লিন্থ এরিয়া ২০৫৩ বর্গফুট (বিল্ট আপ), মোট ৪ রুম জি-২ দুই তলা এবং সকল ফিক্সচার সংযুক্ত, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** এইচ চৌধুরী এবং কে চৌধুরীর সম্পত্তি, **পূর্বে :** প্লট নং ১, **পশ্চিমে :** ১০ ফুট চওড়া সড়ক (বাবুপাড়া দক্ষিণ), **দক্ষিণে :** অন্যান্যের সম্পত্তি।	ক) ২৪.০৪.২০২৩ খ) ০৪.০৮.২০২৩ গ) **১,৯৩,০৮,৮৮১.৬০ টাকা** (এক কোটি তিরানব্বই লাখ আট হাজার আটশ একাশি টাকা এবং ষাট পয়সা) টাকা চুক্তি মতে দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ।
ঋণগ্রহীতাগণ : শ্রীমতি সুমিতা সাহা এবং **শ্রী শংকর সাহা**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি পরিমাণ ২০২৬ বর্গফুট (আনুমানিক) নির্মাণ অবস্থিত প্রেমিসেস নং পি৬ সিআইটি হাউসিং স্কিম ১৫, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৩৩ অধীন, থানা- বেলিয়াঘাটা, কলকাতা -৭০০০১০, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** আইডি হাসপাতাল (৫৭, বেলিয়াঘাটা মেন রোড), **পূর্বে :** প্লট নং ৭, সিআইটি হাউসিং স্কিম ১৬, **পশ্চিমে :** প্লট নং ৫, সিআইটি হাউসিং স্কিম ১৬, **দক্ষিণে :** ৭.৩২ মিটার চওড়া চলার পথ সিআইটি স্কিম XVI সমন্বিত।	ক) ২৪.০৪.২০২৩ খ) ০৩.০৮.২০২৩ গ) **১,৪১,০০,১৯৮.০০ টাকা** (এক কোটি একচল্লিশ লাখ একশো আটানব্বই টাকা) টাকা চুক্তি মতে দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ।

তারিখ : ০৯.০৮.২০২৩, স্থান : কলকাতা ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র'এর পক্ষে অনুমোদিত অফিসার

মোকাম ১ নং এডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট জজ হাওড়া
মেট্রিমনিয়াল স্যুট নং- ৬৫০/২০২২
শ্রী সৈকত ব্যনার্জী..............বাদী/স্বামী
বনাম
শ্রীমতী সর্বাণী ব্যনার্জী......... বিবাদী/স্ত্রী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণ কে জানানো যাইতেছে যে উপরিউক্ত মামলার বাদী শ্রী সৈকত ব্যনার্জী পিতা শ্রী দীনবন্ধু ব্যনার্জী ধর্ম- হিন্দু পেশা চাকুরী সাং গ্রাম- মাকরদহ, ব্যনার্জীপাড়া, পোষ্টঃ-মাকরদহ, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া,পিন নং-৭১১৪০৯, তাহার স্ত্রী শ্রীমতী সর্বাণী ব্যনার্জী (অধিকারী) স্বামী শ্রী সৈকত ব্যনার্জী, পিতা-অমর অধিকারী ধর্ম-হিন্দু, বর্তমান সাং মাকরদহ বেনেরজোল/(পঁচিশ কাঠা), পোষ্টঃ- মাকরদহ,থানা- ডোমজুড়, জেলা হাওড়া, পিন নং-৭১১৪০৯, এনার বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করিয়াছেন। এই মামলায় অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ(৩০) দিনের মধ্যে বিবাদী স্বয়ং অথবা নিযুক্ত উকিল বাবুর মাধ্যমে হাজির হইয়া জবাব দাখিল না করেন তবে এই মামলায় এক তরফা শুনানি হইবে।

অনুমত্যানুসারে
অভিজিৎ মন্ডল
সেরেস্তাদার
মোকাম ১ নং এডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট জজ হাওড়া,
২৭/০৭/২০২৩

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

পশ্চিম বঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্ক
(একটি সরকারী সংস্থা)
PASCHIM BANGA GRAMIN BANK
(A Govt of India Enterprise)

প্রধান কার্যালয়- নটবর পাল রোড, চ্যাটার্জি পাড়া মোড়, টিকিয়াপাড়া, হাওড়া , ৭১১১০১
বর্ধমান আঞ্চলিক অফিস
চৌধুরী মার্কেট, বাদামতলা, কালনা রোড, বর্ধমান-৭১৩১০১
ফোন- (০৩৪২)২৬৬২৮৯০,২২৬৬৩৩৯৫,২৬৬৩৪১২,২৬৬৩৪২৫,২৬৬৩৪৩০,২৬৬২৯৮৭ ফ্যাক্স- (০৩৪২) ২৫৬১১৮১, আমাদের ইমেল করুন: burdwanro.rm@mail.pbgb.co.in -তে
দখল বিজ্ঞপ্তি [রুল-৮(১) পরিশিষ্ট- ৪] (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী পশ্চিম বঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্ক, হাওড়া আঞ্চলিক অফিস এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪ নং) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৯-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নেবর্ণিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক নিম্নোক্ত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক, উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহনের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর ফেরত দিতে বলেন। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদার-কে বিশেষভাবে ও জনগণকে সাধারণভাবে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন উক্ত রুলের রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সাব সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, নীচে বর্ণিত তাঁদের নামের সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন ও এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নীচে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক ও তদুপরি সুদ পশ্চিম বঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্কের ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	দাবি বিজ্ঞপ্তির এবং দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)
১.	**ঋণগ্রহীতা :- জনাব আব্দুল লাহিল মারুফ কাদেরী,** পিতা- মরহুম আশরাফুদ্দিন, গ্রাম ও পোস্ট- চাকতা, থানা- কেতুগ্রাম, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১২৯ (পঃবঃ)। **জামিনদার :- ১) মিসেস সামসুন্নিহার বেগম,** স্বামী- মরহুম আসরাফুদ্দিন, গ্রাম ও পোস্ট- চাকতা, থানা- কেতুগ্রাম, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১২৯ (পঃবঃ) **এবং ২) জনাব মহঃ আফাজউদ্দিন সেখ,** পিতা- মরহুম আসরাফুদ্দিন, গ্রাম ও পোস্ট- চাকতা, থানা- কেতুগ্রাম, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১২৯ (পঃবঃ)	জনাব আব্দুল লাহিল মারুফ কাদেরী, পিতা- মরহুম আশরাফুদ্দিন, গ্রাম + পোস্ট- চাকতা, থানা- কেতুগ্রাম, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১২৯ -এর নামে বাস্তু জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, এলাকা- ৭ সেন্ট, দাগ নং- ২৭৪৪ এর অধীনে, খতিয়ান নং (এলআর)- ২৪২৮, জেএল নং- ০২, মৌজা- চাকতা, দলিল নং আই-৪৫৬০ সাল- ২০০৯ এবং ০২১৩০০০৩৮ সাল- ২০১৬। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** পূর্ব- মরহুম আসরাফুদ্দিনের সম্পত্তি, পশ্চিম- ৮ ফুট চওড়া রাস্তা, উত্তর- মরহুম আসরাফুদ্দিনের সম্পত্তি, দক্ষিণ- গ্রামের রাস্তা দ্বারা।	০১/০৯/২০১৭ এবং ০৮/০৮/২০২৩	**১০,১৪,৬৫৩.০০/- টাকা (দশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার ছয়শো তিপান্ন টাকা মাত্র) ৩০/০৬/২০১৭ অনুযায়ী (৩০.০৬.২০১৭ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ)** + প্রযোজ্য সুদ, খরচ এবং চার্জ।

তারিখ: ০৮.০৮.২০২৩
স্থান: বর্ধমান
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
পশ্চিম বঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, বর্ধমান আঞ্চলিক অফিস

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank, इलाहाबाद ALLAHABAD)
জোনাল অফিস চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়,
ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ইমেল - zochinsurah@indianbank.co.in

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/ শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখলের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**অ্যাকাউন্ট : অতনু সাঁতরা এবং আশালতা সাঁতরা** **ঋণগ্রহীতা :** শ্রী অতনু সাঁতরা পিতা প্রয়াত নীরাপদ সাঁতরা গ্রাম - পিয়ারপুর সাহেব বাগান পো. শেওরাফুলি পিয়ারাপুর থানা - শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলি ৭১২২২৩, প.ব.। **শ্রীমতি আশালতা সাঁতরা** স্বামী প্রয়াত নীরাপদ সাঁতরা গ্রাম - পিয়ারপুর সাহেব বাগান পো. শেওরাফুলি পিয়ারাপুর থানা - শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলি ৭১২২২৩, প.ব. **শাখা :** বারুইপাড়া ১	১১.০৫.২০২৩ এবং ০৫.০৮.২০২৩	**৯৭২৩৭৫ টাকা** (নয় লাখ বাহাত্তর হাজার তিনশো পঁচাত্তর টাকা) টাকা ১১.০৫.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সম্মত চুক্তির হার অনুযায়ী ১২.০৫.২০২৩ থেকে সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত চার্জ এবং শুল্ক সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং শেড পরিমাণ ১ কাঠা ৮ ছটাক ২১ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা - শেওড়াফুলি, জেএল নং ৬, হোল্ডিং নং ২০ (৯৬/১), এলআর দাগ নং ১৫৫০, আরএস খতিয়ান ১৫৩৩, সাবেক এলআর খতিয়ান নং ৮৬৮৭, বৈদ্যবাটি পুরসভা অধীন, থানা -শ্রীরামপুর, জেলা -হুগলি রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর শ্রীরামপুর উল্লেখ্য দলিল নং ৪৭০৭-২০১৯ সালের, তারিখ ২৯.১১.২০১৯, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ০৬০৫-২০১৯, পৃষ্ঠা - ১৩৬৯৬০ থেকে ১৩৬৯৭৮, শ্রী অতনু সাঁতরার নামে সমুদয় সম্পত্তি, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** শম্ভু শাউ এবং জবা রায়ের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** ৩ ফুট চওড়া ব্যক্তিগত চলার পথ এবং অনিল দাসের সম্পত্তি, **পূর্বে :** ৮ ফুট চওড়া পুর সড়ক, **পশ্চিমে :** নিকাশি সমন্বিত।
২.	**অ্যাকাউন্ট : শ্রী অভিজিৎ দাস** **ঋণগ্রহীতা :** শ্রী অভিজিৎ দাস পিতা শ্রী অশোক কুমার দাস বাসুদেবপুর, উমা পল্লী, পো - ত্রিবেণী, থানা - মগরা, জেলা - হুগলি, ৭১২৫০৩, প.ব. শ্রীমতি অমৃতা দত্ত দাস (জামিনদাতা) স্বামী শ্রী অভিজিৎ দাস, বাসুদেবপুর উমা পল্লী, পো-ত্রিবেণী, থানা - মগরা, জেলা - হুগলি, ৭১২৫০৩, প.ব. **শাখা :** ব্যান্ডেল বাজার	১১.০৫.২০২৩ এবং ০৪.০৮.২০২৩	**২৭১০০৫৬ টাকা** (সাতাশ লাখ দশ হাজার ছাপান্ন টাকা) টাকা ১১.০৫.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সম্মত চুক্তির হার অনুযায়ী ১২.০৫.২০২৩ থেকে সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত চার্জ এবং শুল্ক সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং দ্বিতল ভবন পরিমাণ ১ কাঠা ১১ ছটাক ১৫ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা- আমোদঘাটি, জেএল নং ৪০, এলআর খতিয়ান নং ৩১৬২, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৫৯৩ মগরা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর-১ হুগলি, উল্লেখ্য দলিল নং ০৬০১-১০৫১৪/২০১৭ তারিখ ০২.১১.২০১৭ বুক নং ১, ভল্যুম নং ৬০১, পৃষ্ঠা ১৪৮৮৭৮ থেকে ১৪৮৮৯১, অভিজিৎ দাসের নামে সমুদয় সম্পত্তি, **চৌহদ্দি : উত্তরে** দাগ নং ৫৯৪ সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** ১০ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত সড়ক, **পূর্বে :** অন্যান্যের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** দাগ নং ৫৯৩ সম্পত্তি সমন্বিত।

তারিখ : ০৯.০৮.২০২৩, স্থান : ব্যান্ডেল স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

গঙ্গায় তলিয়ে গিয়েছে পুলিশ ক্যাম্প, প্রবল আতঙ্কে বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গঙ্গার ভাঙনে এবার তলিয়ে গেল রতুয়া থানার মহানন্দাটোলা এলাকার আস্ত একটি পুলিশ ক্যাম্প। সোমবার রাতের ঘটনায় মঙ্গলবার সকাল থেকেই রতুয়া ১ ব্লকের মহানন্দাটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের গঙ্গার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যে বহু পরিবার গঙ্গার ভাঙনের জেরে বাড়ির আসবাবপত্র নিয়ে অন্যত্র সরে গিয়েছে। পুলিশ ক্যাম্পের কর্মীরাও বিপদের আশঙ্কায় আগে থেকেই জিনিসপত্র নিয়ে স্থানীয় একটি ফ্লাড সেন্টারে চলে গিয়েছিলেন। তবে যেভাবে গঙ্গার ভাঙন রতুয়ায় শুরু হয়েছে, তাতে যে কোনও মুহূর্তে বড় ধরনের বিপদ ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন গ্রামবাসীরা। রতুয়ার এই পরিস্থিতি তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দুষছেন স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়। অন্য দিকে, সেচ দপ্তরের উদাসীনতার জন্য এই ভাঙন মন্তব্য করেছেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের জেরে রাজনৈতিক শোরগোল শুরু হয়েছে। কিন্তু এখন ভাঙন পরিস্থিতি ঠেকানোর বিষয়ে জরুরী কালীন ভিত্তিতে কাজের দাবিও করছেন স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা।

উত্তর মালদার চাঁচল মহকুমার রতুয়া ১ ব্লকের মহানন্দাটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীকান্তটোলা, জিতুটোলা, মনিরামটোলা, পটলডাঙা, বুধারামটোলা সহ আরো বেশ কয়েকটি গ্রামের গঙ্গা তীরবর্তী এলাকায় ব্যাপক ভাঙন শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে ওইসব গ্রামের ৫০ বিঘা জমি গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। নদীর ভাঙন ধীরে ধীরে জনবসতির দিকে এগিয়ে আসছে বলেও গ্রামবাসীদের অভিযোগ। তবে মহানন্দাটোলায় দীর্ঘদিনের পুরনো যে পুলিশ ক্যাম্পটি ছিল। তা সোমবার রাতের ভাঙনে পুরোটাই গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। যার ফলে নতুন করে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে কয়েক হাজার বাসিন্দাদের মধ্যে।

এদিকে মঙ্গলবার বৃষ্টির মধ্যে মহানন্দাটোলা এলাকায় গঙ্গার ভাঙন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন জেলা সেচ দপ্তরের অফিসারেরা।

মহানন্দাটোলা গ্রামের বাসিন্দা, মুকেশ মণ্ডল, দিবাকর মণ্ডলদের বক্তব্য এই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই অল্প বিস্তার ভাঙন হয়ে আসছে। কিন্তু এবারে বর্ষার মরশুমে ব্যাপক হারে গঙ্গার ভাঙন শুরু হয়েছে। রাজ্য হোক বা কেন্দ্র, কোনও দপ্তরের ভাঙন প্রতিরোধ নিয়ে নজর নেই। ক্রমাগত ভাঙন চলতে থাকলে কয়েক হাজার পরিবারকে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে। গঙ্গার ভাঙন দ্রুতগতিতে গ্রামের জনবসতীর দিকে এগিয়ে আসছে। অবিলম্বে ভাঙন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। নইলে পরিস্থিতি ভয়ানক হয়ে দাঁড়াবে।

রতুয়ার তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, গঙ্গার এপারে যেমন মালদা জেলা রয়েছে। ওপারে রয়েছে বিহার এবং ঝাড়খণ্ড। ভাঙনের জেরে শুধু মালদা নয়, ওই দুটি রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষও ক্ষতির মুখে পড়েছে। গঙ্গা একটি জাতীয় নদী। এতদিন তো কেন্দ্রের অন্তর্গত ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ ভাঙন প্রতিরোধের কাজ করে এসেছিল। গত কয়েক বছরে আচমকা ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ ভাঙন প্রতিরোধের কাজ বন্ধ করে দেয়। আর তার ফলে এখন হাজার হাজার মানুষকে দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয়েছে। আমি নিজে রাজ্য প্রশাসনকে রতুয়ার ভাঙনের ব্যাপারে জানিয়েছি। ইতিমধ্যে সেচ দপ্তরের অফিসারেরা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছে এবং ভাঙ্গন ঠেকানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন। যে কাজ কেন্দ্রকে করা উচিত ছিল, সেই কাজ এখন জেলা প্রশাসনকে করতে হচ্ছে।

উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, ‘একটা সময় পর্যন্ত ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ গঙ্গার ভাঙন প্রতিরোধের কাজ করে এসেছে। কিন্তু এই সব এলাকায় এতটাই তৃণমূলের তোলাবাজি হয় যে সেখানে সঠিকভাবে কাজ করা যায় না। গত কয়েক বছর ধরে ভাঙন প্রতিরোধের কাজ সেচ দপ্তর করছে। কিন্তু সেই কাজেও দুর্নীতি হয়েছে বলে মনে করছি। যার ফলে এখন সাধারণ মানুষকে সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে।’

রতুয়া থানার আইসি সঞ্জয় দত্ত জানিয়েছেন, মহানন্দাটোলায় পুলিশ ক্যাম্পটি গঙ্গার ভাঙনে তলিয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে ওই পুলিশ কর্মীদের স্থানীয় ফ্লাড সেন্টারে সরিয়ে আনা হয়েছে। তবে গ্রামে নিরাপত্তার কোন সমস্যা নেই। যেভাবেই সংশ্লিষ্ট ক্যাম্পে পুলিশ অফিসার, কর্মীরা কাজ করছিলেন। সেই ভাবে কাজ করে চলেছেন। আপাতত একটি অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরির চিন্তাভাবনা করা হয়েছে।

হাসপাতাল চত্বরে বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্টের স্তূপ, ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ, রোগ জীবাণুর আশঙ্কা রোগীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল চত্বরে মূল দরজার পাশেই হাসপাতালে ব্যবহৃত ক্ষতিকারক বায়ো মেডিক্যাল ওয়েস্টের আবর্জনার স্তূপ হয়ে রয়েছে। ফলে হাসপাতাল জুড়ে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ, এই আবর্জনা থেকে রোগ জীবাণু ছড়ানোর আশঙ্কা করছেন রোগীর আত্মীয়রা। দ্রুত পরিষ্কারের দাবি আত্মীয়দের। যে এজেন্সি এটা নিত, তাদের ওয়ার্ক অর্ডার সংক্রান্ত সমস্যা মিটে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল সুপার।

হাসপাতালে ব্যবহৃত ইনজেকশন সিরিঞ্জ, রক্তমাখা গজ, তুলো, স্যালাইনের বোতল, ব্লাড পাউচ, চিকিৎসকদের ব্যবহার করা হ্যান্ড গ্লাভস, ব্লাড টেস্টের ভায়েল, সমস্ত কিছু পড়ে রয়েছে এই আবর্জনা স্তূপে। এই বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট কোনও রকম খোলা জায়গায় বা কোনও ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলা যায় না, সেখানে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল চত্বরের ভেতরেই রয়েছে এই ক্ষতিকারক বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্টের আবর্জনা, স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনও একটি সংস্থাকে বরাত দেওয়া হয় প্রত্যেকটি হাসপাতাল থেকে এই বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্টগুলি সংগ্রহ করার জন্য।

জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট সংগ্রহ করা হয়নি বলে দাবি। যে কারণেই হাসপাতাল চত্বরে পড়ে রয়েছে এই আবর্জনা, তবে কেন পরিষ্কার করা হয়নি, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন? রোগীর আত্মীয়দের দাবি, দ্রুত এই আবর্জনা পরিষ্কার করা হোক হাসপাতাল চত্বর থেকে।

বিষ্ণুপুর হাসপাতালের সুপার শুভঙ্কর কয়াল জানান, বায়োমেডিকেল ওয়েস্ট নিয়ে তাঁদের একটি সমস্যা ছিল, সেটা মিটে গিয়েছে। যে এজেন্সি এটা নিত, তাদের ওয়ার্ক অর্ডার সংক্রান্ত নিয়ে একটি সমস্যা ছিল, তবে ইতিমধ্যেই ওই সংস্থার কাজ করতে শুরু করেছে।

হাসপাতালে কাজের দাবি মিছিল ও অবস্থান বিক্ষোভ আরামবাগের কোভিড যোদ্ধাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি জেলার আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে হাসপাতাল চত্বরেই অবস্থান বিক্ষোভ কোভিড যোদ্ধাদের। নতুন যে মেডিক্যাল কলেজে হয়েছে তাতে ৩৫০ জন কর্মী নেওয়া হবে ধাপে ধাপে। সেই কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছে ই টেন্ডার পাওয়া ঠিকাদারি সংস্থা। অভিযোগ যারা করোনার সময় হাসপাতালে হয়ে কাজ করেছে তাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, মেডিক্যাল কলেজে কর্মী নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কিন্তু তাদের না জানিয়েই কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি দুর্নীতিরও অভিযোগ ওঠে। এই নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ টাকা নিয়েই চাকরি দেওয়া হচ্ছে। এদিন কাজের দাবিতে কোভিড যোদ্ধারা পথে নেমে আন্দোলন শুরু করে। সারা বিশ্বজুড়ে যখন করোনার প্রকোপ দেখা গিয়েছিল তখন আরামবাগের কোভিড যোদ্ধারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছিল। কিন্তু আরামবাগের এই সব কোভিড যোদ্ধারা কাজ হারিয়ে বড় অসহায় ভাবে দিন কাটাচ্ছেন। সংসার চালাতে না পেরে হতাশার মধ্যে জীবন যাপন করছে এই সমস্ত কোভিড যোদ্ধারা। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের আন্দোলন করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অস্থায়ীভাবে কর্মী নিয়োগ চলছে। কিন্তু তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে না। অথচ কোভিড পরবর্তী পরিস্থিতিতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ হলে কোভিড যোদ্ধাদের নিয়োগের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে। কিন্তু কেউ কথা রাখেনি। তাই বাধ্য হয়ে এদিন আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কাজের দাবিতে মিছিল ও অবস্থানে বসে কোভিড যোদ্ধারা। এমনই বক্তব্য কোভিড যোদ্ধাদের। অপরদিকে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ রমাপ্রসাদ রায় বলেন, এই বিষয়টির সঙ্গে কলেজের কোনও সম্পর্ক নেই। মেডিক্যাল কলেজ ই টেন্ডারের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করবে। ঠিকাদার সংস্থা ই টেন্ডারের মাধ্যমে বরাত পেয়েছে। তারা বিষয়টি দেখবেন। এসডিও, বিডিও থেকে শুরু করে প্রশাসনের সকলকে জানিয়ে ই টেন্ডার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে যে সব কোভিড যোদ্ধাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা কি পূরণ হবে। তাদের অসহায় জীবন থেকে কিভাবে স্বাভাবিক জীবনে ফেরানো যাবে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা দেখা দিয়েছে। এখন দেখার তাদের স্বার্থে প্রশাসন কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

শ্রমিক নিয়োগে স্থানীয়দের প্রাধান্যের দাবিতে বিক্ষোভ আইএনটিইউসির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দ্বারিকা শিল্পতালুকে বন্ধ থাকা কারখানা খোলা ও দক্ষতার ভিত্তিতে স্থানীয়দের নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়ার দাবিতে মঙ্গলবার বাঁকুড়ার দ্বারিকা শিল্পতালুকের টাটা স্টিল মাইনিং লিমিটেড কারখানার সামনে বিক্ষোভে সামিল হল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসি। নিয়োগের বিষয়টি রাজনৈতিক বিষয় নয়, কারখানা কর্তৃপক্ষ যোগ্যতার ভিত্তিতে এই নিয়োগ করছে পালটা দাবি তৃণমূলের।

বাঁকুড়ার দ্বারিকা শিল্পতালুক একসময় শিল্পে সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসাবে পরিচিত থাকলেও, বর্তমানে ওই শিল্পতালুকের অধিকাংশ কারখানার গেটে তালা পড়েছে। কর্মহীন হয়েছেন ওই কারখানাগুলিতে কর্মরত স্থানীয় অসংখ্য শ্রমিক। সম্প্রতি একটি কারখানা খোলার জন্য নতুন করে শ্রমিক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের দাবি, রাজ্যের শাসকদলের মদতপুষ্ট একশ্রেণির দালালের মাধ্যমে কারখানা কর্তৃপক্ষ বহিরাগত শ্রমিকদের নিয়োগ করছে। সেক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছেন স্থানীয় কর্মহারা শ্রমিকরা।

অবিলম্বে শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয়দের অগ্রাধিকার দেওয়ার দাবিতে এদিন স্থানীয় বঞ্চিত শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে দ্বারিকা শিল্পতালুকের টাটা স্টিল মাইনিং লিমিটেড কারখানার গেটে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে আইএনটিইউসি। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে কংগ্রেসের ওই শ্রমিক সংগঠন। এ বিষয়ে তৃণমূলের দাবি, কারখানায় শ্রমিক নিয়োগের সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই। যোগ্যতার ভিত্তিতে কারখানা কর্তৃপক্ষ কোনও শ্রমিককে নিয়োগ করবে, তা একান্ত ভাবেই কারখানা কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যাপার।

র‍্যাঙ্ক কার্ড এডিট করে এমবিবিএসে ভর্তি হতে আসার অভিযোগে ধৃত ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: জয়েন্টের র‍্যাঙ্ক কার্ড এডিট করে এমবিবিএসের প্রথম বর্ষে ভর্তি হতে আসার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন এক ছাত্রী। নদিয়ার কল্যাণীর কলেজ অফ মেডিসিন অ্যান্ড জেএনএম হাসপাতালের ঘটনা।

সূত্রের খবর, গতকাল শ্রেয়া হালদার নামে কল্যাণী থানার আনন্দনগরের বাসিন্দা এমবিবিএস কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে ভর্তি হতে আসেন বলে অভিযোগ। কাগজপত্র পরীক্ষা করার সময় দেখা যায় জয়েন্টের র‍্যাঙ্ক কার্ডের কিউআর কোড স্ক্যান করলে অন্য তথ্য আসছে। জয়েন্ট পরীক্ষায় শ্রেয়া অল ইন্ডিয়ায় র‍্যাঙ্ক করে ৪৪৫৯৭৩। কিন্তু যে অ্যালটমেন্ট কার্ড নিয়ে এসেছে, তাতে রয়েছে ৪৪৫৭৩। মাঝের ৯ সংখ্যাটি তুলে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি তখনই ছাত্রী ও তাঁর বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা অস্বীকার করেন বলে অভিযোগ। সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণী কলেজ অফ মেডিসিন অ্যান্ড জেএনএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সেখান থেকেও পরীক্ষা করে জানা যায় পুরো বিষয়টি ভুল।

ইতিমধ্যেই কল্যাণী মেডিক্যাল কলেজের পক্ষ থেকে কল্যাণী থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। কল্যাণী থানার পুলিশ গতকাল রাতে ছাত্রীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। পরে রাতে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ছাত্রীকে মঙ্গলবার কল্যাণী আদালতে পেশ করা হয়। যদিও এই বিষয়ে মুখ খোলেননি ছাত্রী ও তাঁর বাবা।

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: নির্মীয়মাণ রিসর্ট থেকে উদ্ধার হল শ্রমিকের দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট মহকুমার বামনপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজেন্দ্রপুর এলাকায়। মৃতের নাম বিকাশ হালদার (৩৫)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে হাবড়া থানার গুমা এলাকায় বাড়ি তাঁর। মিনাখাঁর রাজেন্দ্রপুর এলাকায় নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতে এসেছিলেন। প্রতিদিনের মতো সোমবার রাতেও খাওয়া-দাওয়া করে নির্মীয়মাণ রিসর্ট-এর একটি ঘরে ঘুমিয়েছিলেন। তারপর সকালে সবাই উঠে অন্যরা কাজে গেলেও তিনি আর ওঠেননি। তারপর ডাকাডাকি করলেও তার কোনও সাড়াশব্দ না মেলায় মিনাখাঁ থানায় খবর দেওয়া হয়। মিনাখাঁ থানা পুলিশ এসছে তাকে নিথর অবস্থায় উদ্ধার করে মিনাখাঁ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। ইতিমধ্যে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানোর পাশাপাশি একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলার রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মিনাখাঁ থানার পুলিশ। পুলিশ জাগিয়েছে ময়নাতদন্তের পরেই জানা যাবে মৃত্যুর আসল কারণ।

লরির ধাক্কায় জখম দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া ও তার বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বেহালার পর এবার হুগলির ডানকুনি। আবারও দুর্ঘটনার কবলে স্কুল পড়ুয়া। এবারও বেপরোয়া লরির ধাক্কা। দুটো লরির মাঝে পড়ে যায় বাবা ও পড়ুয়া। ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় এবার হুগলির ডানকুনির কালীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ শিশুতীর্থ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া ও তার বাবা দেবাশিস বেরার অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সাড়ে দশটা নাগাদ কালীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ শিশুতীর্থ স্কুল থেকে মেয়েকে নিয়ে বাইকে চণ্ডীতলায় গরলগাছায় বাড়িতে ফিরছিলেন বাবা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কালীপুর মোড়ে দু'টি লরির মাঝে পড়ে যায় বাইকটি। খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় বাবা- মেয়েকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করে। ছাত্রীটি সুস্থ থাকলেও, তার বাবা দেবাশিসের আঘাত গুরুতর বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

দু'জনকেই কলকাতার পিজি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পর্যাপ্ত ট্র্যাফিক ব্যবস্থা না থাকার কারণে কালীপুর মোড়ে সবসময়েই ভিড় থাকে। যান নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনও ট্র্যাফিক পুলিশ মোতায়েন থাকে না। ওই এলাকায় এর আগেও একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। এদিনের দুর্ঘটনার একঘণ্টা পরই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি প্রাইভেট গাড়িও। এ বিষয়ে হুগলি জেলা পূর্ত ও পরিবহণ দপ্তরের বিদায়ী কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখোপাধ্যায় জানান, দুর্ঘটনার পর যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ছাত্রীটি সুস্থ রয়েছে, তবে বাবার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ট্র্যাফিফ ব্যবস্থা যথেষ্ট আছে। তবে কালীপুর মোড়ের মাটির অবস্থা খুব একটা ভালো না হওয়ার কারণে বার বার মেরামত করার পরও ওই এলাকাটি ভাঙাচোরা অবস্থায় থাকে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বৈদ্যবাটিতে গঙ্গায় ভাঙনে কয়েকটি বাড়িতে ফাটল, আতঙ্কে বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বৈদ্যবাটি: বৈদ্যবাটিতে গঙ্গার পার ভাঙনের ফলে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে গঙ্গা। আর তার জেরেই বেশ কয়েকটি বাড়িতে দেখা দিয়েছে ফাটল। ঘটনা হুগলির বৈদ্যবাটির ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের রাজবংশী পাড়ার। ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক বাড়ি। রাজবংশী পাড়ায় গঙ্গার পাড়ে বাস করা শতাধিক পরিবারের মধ্যে অনেকেই মৎস্যজীবী। ইতিমধ্যে সাত থেকে আটটি বাড়ি ভাঙনের ফলে তলিয়ে যেতে বসেছে বলে দাবি। যে ভাবে ভাঙন শুরু হয়েছে, তাতে একটু একটু করে পাড় ভাঙতে ভাঙতে প্রায় ২০ থেকে ২৫ ফুটের নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। গঙ্গার পাড় ভাঙনের ফলে ঘাটে থাকা বাড়িগুলোতে ফাটল ধরেছে। শুধু বাড়িই নয়, গঙ্গার পাড়ে থাকা বড় বড় গাছও তলিয়ে যাচ্ছে। বিপদজনক হয়ে উঠেছে বাড়িগুলি। খবর পেয়ে মঙ্গলবার ওই এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলি ঘুরে দেখলেন বৈদ্যবাটি পুরসভার পুরপ্রধান পিন্টু মাহাতো। এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে যত দ্রুত সম্ভব সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন তিনি।

যদিও স্থানীয় বাসিন্দা রামপ্রসাদ মল্লিক বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরেই আমরা এখানে বসবাস করি। কিন্তু যে ভাবে গঙ্গার ভাঙন শুরু হয়েছে, তাতে থাকা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ পরিবার মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। গঙ্গায় বাণ এলে শুধু বাড়িগুলিই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, নৌকোরও ক্ষতি হয়। মঙ্গলবার বৈদ্যবাটির পুরপ্রধান এসেছিলেন। এর আগে বিধায়ক এসেছিলেন, এসডিও এসেছিলেন, বারংবার আসছেন আর যাচ্ছেন, কিন্তু আমরা কোনও সুরাহা পাচ্ছি না। আমরা বৈদ্যবাটি পুরসভাকেও জানিয়েছিলাম। আমরা চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটা হোক।’

পুরপ্রধান পিন্টু মাহাতো বলেন, ‘পার্শ্ববর্তী যে ঘাটগুলি রয়েছে, সেগুলি গঙ্গার গ্রাসে তলিয়ে যায়, তখন আমরা পুরসভা ও বিধায়ক মিলে সেচ দপ্তর এবং কেএমডিএকে চিঠি করি। তারা ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়ে এলাকা পরিদর্শন করে গেলেও, কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এখন যা অবস্থা তাতে অস্থায়ীভাবে রোধ করা না গেলে, সাতটি বাড়ি যে কোনও সময় জলের তলায় তলিয়ে যেতে পারে। যত দ্রুত সম্ভব বাঁশ, ইট দিয়ে ওই জায়গাটির ভাঙন যাতে রোধ করা যায় তার ব্যবস্থা করছি। প্রয়োজনে মন্ত্রী, বিধায়করা মিলে সেচ দপ্তরের মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব, যাতে স্থায়ীভাবে ভাঙন রোধ করা যায়। গঙ্গার পাড়ে যে সমস্ত পরিবারগুলি রয়েছে, তারা দিন আন দিন খাওয়া, মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। তাই তাদের অন্যত্র সরে যেতে বললে হবে না। তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে সেচ দপ্তরকে।’

স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড সহ নানা সমস্যা সমাধানে ক্যাম্প কাঁকসা বিডিও অফিসে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় শিল্পের সমাধানে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড সহ যে সমস্ত শিল্প উদ্যোগী মানুষরা রয়েছেন, তাঁরা কী ভাবে ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ সংগ্রহ বা আবেদন করবেন সেই বিষয়ে সমস্যার সমাধানে কাঁকসা বিডিও অফিসে শুরু হয়েছে বিশেষ ক্যাম্প। শিল্পের সমাধানে এমএসএমই দপ্তরের সহযোগিতায় গত ৭ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে কাঁকসার বিডিও অফিসে ক্যাম্প। এই ক্যাম্প চলবে আগামী ১১ তারিখ পর্যন্ত। এই ক্যাম্পে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড সহ ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড, এছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরে যে সমস্ত লোনের আবেদন করতে আসেন স্কুল কলেজের পড়ুয়া থেকে শুরু করে বেকার যুবক-যুবতীরা তাঁরা যাতে সহজেই লোন পেতে পারেন, সেই বিষয়ে সহযোগিতা করার জন্য বিডিও অফিসে বিশেষ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। যেখানে এমএসএমই দপ্তর সহ বিভিন্ন ব্যাংকের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। মঙ্গলবার সকাল থেকে বিকেল চারটে পর্যন্তই পড়ুয়ারা তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য ক্যাম্পে ভিড় জমান। পড়ুয়ারা জানিয়েছেন, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ফর্ম ফিলাপ থেকে শুরু করে কী ভাবে এবং কোথায় তাঁরা আবেদন করবেন, সেই বিষয়ে নানান সমস্যায় পড়তে হয়েছিল তাঁদের। সেই কারণে ক্যাম্পের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করার জন্যই তাঁদের ডাকা হয়। যদিও এই বিষয়ে কোনও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন পড়ুয়ারা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস পালন আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মঙ্গলবার হুগলির আরামবাগে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস পালিত হল। এটি আরামবাগের সবুজায়নের পক্ষ থেকে পালন করা হয়। এদিন রবীন্দ্রভবনে সবুজায়নের কর্ণধার ড. মনোজিৎ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মমতা মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, শিক্ষাবিদ আশিস সামন্তসহ বিশিষ্টজনরা। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবসকে সামনে রেখে আরামবাগের বিশিষ্ট চিকিৎসক মনোজিৎ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ও স্টেশন চত্বরে শতাধিক বৃক্ষরোপণ করা হয়। এর পাশাপাশি রবীন্দ্রভবনে সবুজায়নের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় রক্তদান শিবিরের। এদিন প্রায় ৬০ জনেরও অধিক মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। প্রত্যেক রক্তদাতাদের সবুজানের পক্ষ থেকে একটি করে চারা গাছ তুলে দেওয়া হয়। এই বিষয়ে সবুজায়নের কর্ণধার ডা. মনোজিৎ মুখোপাধ্যায় জানান, রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবস পালন করা হচ্ছে নিজেদের দায়িত্বে ও কর্তব্যের মধ্য দিয়ে। সবুজায়ন ২২ শ্রাবণ অনেক দিন থেকেই পালন করে আসছে। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে ভালবাসতেন। মানুষের থেকে তিনি প্রকৃতিকে বেশি স্থান দিতেন। তিনি বলতেন, মানুষ প্রকৃতির একটা সভ্য মাত্র তার বেশি কিছু নয়। তিনি বলেন, ‘আজকে আমরা তাঁকে স্মরণ করলাম বৃক্ষরোপণের মধ্য দিয়ে।’ পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয় ২২ শ্রাবণ বিশ্ব কবির প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে।

আরবের খেজুর বাংলার মাটিতে, নয়া দিশা দেখাচ্ছেন আব্দুল হামিদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বাংলার মাটিতে ফলছে আরবের মরিয়ান খেজুর। মরু রাজ্যের স্বাদু খেজুর গ্রামে চাষ করে তাক লাগিয়েছেন মোটর মেকানিক আব্দুলহামিদ মণ্ডল। তিন বছরে গাছে ভালো ফল আসায়, তাঁর আশা খেজুর বিক্রি করে লাভের টাকা ঘরে আসবে এবার। আর আব্দুল আর্থিকভাবে লাভবান হলে, তিনি যে অন্যান্য চাষিদের কাছে পথিকৃত হয়ে উঠবেন তা বলাই বাহুল্য।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের হাসনাবাদ ব্লকের পাটুলি খানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেনা গ্রামের বাসিন্দা আব্দুলহামিদ মণ্ডল। তার ছোট থেকে স্বপ্ন ছিল ব্যতিক্রমী কিছু করার। সেই কাজই করে দেখিয়েছেন তিনি। গাড়ি মেকানিক আব্দুল। আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না পরিবারে। তারপরেও সংসারের টাকা বাঁচিয়ে সেই টাকায় হাজিদের মাধ্যমে আরব দেশ থেকে সুস্বাদু ও খাদ্যগুণে ভরপুর মরিয়ান খেজুর গাছের বীজ এনে চাষ শুরু করেছিলেন। তার আপ্রাণ চেষ্টায় অবশেষে ৩ বছর ২ মাস পর সেই খেজুর গাছে ফল আসতে দেখে খুশিতে আত্মহারা আব্দুল হামিদ। বহুদিন পর তার স্বপ্নপূরণ হওয়াতে পরিবার ও স্থানীয় লোকজনও খুশি। আব্দুল হামিদ মণ্ডল জানান, তিনি অটো গ্যারেজে কাজ করতেন। হাজি সাহেবের মাধ্যমে বীজ নিয়ে এসে চারা তৈরি করেন। তিনি গ্যারেজের কাজ কম করে, খেজুর গাছের দিকে বেশি সময় দিতেন। তার স্ত্রী জানান সংসার চালানোর টাকা সরিয়ে খেজুর গাছের সরঞ্জাম যেমন তেল, সার প্রভৃতি কিনে আনতেন। প্রচুর পরিশ্রম করে ৩০টির বেশি খেজুর গাছ লাগন। তিন বছর দুই মাস পর গাছে ফলন দেখা দেয় এতে খুশি হন আব্দুল হামিদ মন্ডল ও তার পরিবারের লোকজন। এখন দূর দুরান্ত থেকে এই খেজুর দেখার জন্য ভিড় জমাচ্ছেন তার বাড়িতে। গ্রামবাসীর এই খেজুর খেয়ে খুব প্রশংসা করলেন। বাড়ির সবাই জানালেন আমাদের খেজুর গাছে ফলন ধরার পর আমরা সকলেই ভীষণ খুশি।

জানা গিয়েছে আরবের খেজুরের স্বাদ, মিষ্টত্বের জন্যই এর জগৎজোড়া খ্যাতি। স্বাভাবিকভাবে খেজুরের দামও খোলা বাজারে বেশ ভালো। গুণগত মানের ওপর এর দাম নির্ভর করলেও মোটামুটি ৭০০-১০০০ কেজি প্রতি এর দাম হয়। আশা, আব্দুল এত কষ্ট শেষে লাভের মুখ দেখবেন। তাঁর সাফল্য বাংলায় খেজুর চাষে নয়া দিশা দেখাবে।

তুঘলক লেনের সরকারি বাংলো ফিরে পাচ্ছেন রাহুল

নির্দেশিকা লোকসভা সচিবালয়ের

নয়াদিল্লি, ৮ অগস্ট: সাংসদ পদ ফিরে পেয়েছিলেন সোমবার। রাহুল গান্ধিকে এ বার লোকসভার সচিবালয় তাঁর ১২ তুঘলক লেনের পুরনো বাংলো ফিরিয়ে দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি হয়েছে বলে, লোকসভা সচিবালয়ের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে। গত ২৩ মার্চ গুজরাতের সুরাত ম্যাজিস্ট্রেট আদালত জেলের সাজা ঘোষণার পরেই ওই বাংলো থেকে রাহুল তাঁর মালপত্র সরানো শুরু করেছিলেন। ২০ এপ্রিল সুরাতের দায়রা আদালত মোদি পদবি নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্যের দায়ে সাজা বহাল রাখার পরেই সাংসদ হিসাবে পাওয়া দিল্লির বাংলো ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি।

শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট সেই সাজায় স্থগিতাদেশ দেওয়ার পরে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা ওয়েনাদের সাংসদকে তাঁর পদ ফিরিয়ে দেন। আর সেই সঙ্গেই ১২ নম্বর তুঘলক লেনের সেই সরকারি বাংলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হয় জল্পনা। যদিও রাহুল সোমবার বাংলো ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'মায়ের সঙ্গে তাঁর বাংলোয় থাকতে আমার অসুবিধা হচ্ছে না। এটাও চাইলে ছিনিয়ে নিতে পারে। আমি জানি, ভারতের মানুষ আমাকে মাথা গোঁজার ঠাঁই দেবেন।' কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নরেন্দ্র মোদি সরকার তাঁর সঙ্গে সংঘাতের রাস্তায় হাঁটতে রাজি নয় বলেই বিজেপির একটি সূত্রে জানা গিয়েছে।

গত প্রায় দু'দশক ধরে রাহুল গান্ধির ঠিকানা ছিল ল্যুটিয়েন্স দিল্লির ১২ নম্বর তুঘলক লেনের সরকারি বাংলো। ২২ এপ্রিল সেই বাংলো ছেড়ে দিয়েছেন ওয়েনাদের সাংসদ। আপাতত মা সোনিয়ার জন্য বরাদ্দ ১০ জনপথের সরকারি বাংলোই তাঁর ঠিকানা। উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলীর সাংসদ হিসাবে ওই বাংলোটি বরাদ্দ প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়ার জন্য। লোকসভার হাউজিং কমিটি ২২ এপ্রিল পর্যন্ত ১২ তুঘলক লেনের সরকারি বাংলো ছাড়ার সময়সীমা দিয়েছিল চার বারের সাংসদ রাহুলকে। লোকসভার সচিবালয়ের উপসচিব মোহিত রজন চিঠি পাঠিয়ে সে কথা জানিয়েছিলেন বরখাস্ত সাংসদকে। তা মেনেই নির্দিষ্ট সময়ে বাংলো ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি।

রাহুলের আগে তাঁর বোন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরাকেও লোদি এস্টেটের সরকারি বাংলো থেকে উৎখাত করেছিল মোদি সরকার। তিনি এখন বেসরকারি আবাসনে থাকেন। রাহুল ভারত জোড়ো যাত্রায় বলেছিলেন, ৫২ বছর বয়স হয়ে গেলেও তাঁর নিজস্ব বাড়ি নেই। কংগ্রেস সূত্রের খবর, দিল্লির প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতের ছেলে সন্দীপ, তাঁর নিজের একটি বাড়ি রাহুলকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটি 'জেড প্লাস' নিরাপত্তা পাওয়া রাহুলের উপযুক্ত নয় বলে জানিয়েছিলেন তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা অধিকারিকেরা। এই পরিস্থিতিতে সাংসদ পদ ফিরে পাওয়ায় সেই সমস্যা মিটল বলেই মনে করা হচ্ছে। বস্তুত, রাহুল ছেড়ে দেওয়ার পরেও ১২ তুঘলক লেনের বাংলোটি কাউকে বরাদ্দ করেনি লোকসভার সচিবালয়। প্রায় সাড়ে তিন মাস পরে সেই বাংলোই তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ওয়েনাদে যাচ্ছেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ৮ অগস্ট: সদ্য সাংসদ পদ ফিরে পেয়েছেন তিনি। এবার ২ দিনের সফরে ওয়েনাদে যাচ্ছেন রাহুল গান্ধি। আগামী ১২ ও ১৩ অগস্ট তিনি তাঁর লোকসভা কেন্দ্রে যাবেন বলে জানা গিয়েছে। এই সফরে তাঁকে বিরাট অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত হচ্ছে কেরল কংগ্রেস। কংগ্রেস নেতা কে সি বেণুগোপাল টুইটারে লিখেছেন, '১২-১৩ অগস্ট রাহুল গান্ধি তাঁর লোকসভা কেন্দ্র ওয়েনাদে যাবেন। ওয়েনাদের মানুষরা উল্লসিত তাঁদের গণতন্ত্র, সংসদে তাঁদের কণ্ঠ ফিরে এসেছে দেখে। রাহুলজি কেবল সাংসদ মাত্র নন। তিনি ওখানকার পরিবারের একজন সদস্য।'

মণিপুরের একাংশ থেকে অসম রাইফেলসকে সরাল প্রশাসন

ইম্ফল, ৮ অগস্ট: স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে নৃশংস আচরণ করার অভিযোগ উঠেছিল মণিপুরে মোতায়েন করা অসম রাইফেলসের জওয়ানদের বিরুদ্ধে। মূলত মেইতেই অধ্যুষিত জেলাগুলি থেকে অসম রাইফেলসকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি উঠেছিল। কুকি জনগোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাত দেখানোর অভিযোগেও সরব হয়েছিলেন কেউ কেউ। এই পরিস্থিতিতে মণিপুরের বিষ্ণুপুর জেলার মোইরাং লামখাইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পুলিশ চৌকি থেকে সরিয়ে দেওয়া হল অসম রাইফেলসের জওয়ানদের।

মণিপুর পুলিশের ডিজির তরফে প্রকাশিত একটি নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, দ্রুততার সঙ্গে ওই পুলিশ চৌকিতে অসম রাইফেলসের পরিবর্তে দায়িত্ব নেবেন সিআরপিএফ জওয়ানেরা। তাঁদের সঙ্গে থাকবেন মণিপুর পুলিশের আধিকারিকেরাও। হিংসাকবলিত মণিপুরে সাম্প্রতিক অতীতে একাধিক বার অসম রাইফেলসের বিরুদ্ধে নৃশংস আচরণ করার অভিযোগে প্রতিবাদ বিক্ষোভ হয়েছে। বিষ্ণুপুর এবং চূড়াচাঁদপুর জেলায় এই বাহিনীর বিরুদ্ধে মিছিলও হয়েছে।

কয়েক দিন আগে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিয়োতে দেখা যায়, অসম রাইফেলসের কাজের ধরন নিয়ে প্রকাশ্যেই প্রতিবাদ জানাচ্ছেন মণিপুর পুলিশের কয়েক জন কর্তা। অভিযোগের প্রেক্ষিতে অসম রাইফেলসের বক্তব্য, তারা কোনও অন্যায় কাজ করেনি। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতেই যাবতীয় পদক্ষেপ করেছে।

প্রসঙ্গত, গত ৩ মে জনজাতি ছাত্র সংগঠন 'অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফ মণিপুর' (এটিএসইউএম)-এর কর্মসূচি ঘিরে মণিপুরে অশান্তির সূত্রপাত। মণিপুর হাইকোর্ট মেইতেইদের তফসিলি জনজাতির মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারকে বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছিল। এর পরেই জনজাতি সংগঠনগুলি তার বিরোধিতায় পথে নামে। আর সেই ঘটনা থেকেই সংঘাতের সূচনা হয় সেখানে। মণিপুরের আদি বাসিন্দা হিন্দু ধর্মাবলম্বী মেইতেই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কুকি, জো-সহ কয়েকটি তফসিলি জনজাতি সম্প্রদায়ের (যাদের অধিকাংশই খ্রিস্টান) সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত প্রায় দু'শো জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘরছাড়ার সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার।

আমেরিকায় জাতীয় উৎসব পালন হবে ১৫ অগস্ট

লন্ডন, ৮ অগস্ট: ভারতের স্বাধীনতা দিবসে শামিল হবে আমেরিকাও। এবার ১৫ অগস্টে মার্কিন মুলুকে জাতীয় উৎসব উদযাপনের প্রস্তাব দেওয়া হল মার্কিন কংগ্রেসে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত আইন প্রণেতা শ্রী থানেদার এই প্রস্তাব দিয়েছেন। মার্কিন মুলুকে যদি ১৫ অগস্ট জাতীয় উৎসব উদযাপনের দিন হিসাবে ঘোষিত হয় তাহলে নিঃসন্দেহে ভারতের মুকুটে নতুন পালক যুক্ত হবে।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতীয় বংশোদ্ভূত আইন প্রণেতা শ্রী থানেদার মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে আরজি জানিয়েছেন, ভারতের স্বাধীনতা দিবসকে যেন আমেরিকার জাতীয় উৎসব উদযাপনের দিন হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তাঁর প্রস্তাবের পক্ষে তিনি ভারতের সঙ্গে আমেরিকার মজবুত সম্পর্কের ব্যাখ্যা দেন। দু'দেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির কথাও তুলে ধরেন। ১৫ অগস্ট জাতীয় উৎসব উদযাপনের দিন ঘোষণা করার পক্ষে থানেদারের সমর্থন জানিয়েছেন মার্কিন কংগ্রেসের অন্য দুই সদস্য বাডি কার্টার ও ব্রাড শারমন।

উল্লেখ্য, আমেরিকা বিশ্বের প্রাচীনতম গণতান্ত্রিক দেশ। আবার ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। অন্যদিকে, ওয়াশিংটনের সঙ্গে নয়া দিল্লির যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে তা অজানা নয় অন্যান্য দেশগুলির কাছে। গত জুনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্কিন সফরে বাইডেন তাকে যে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন তার সাক্ষী থেকেছে গোটা বিশ্ব। ভারতকে সম্মান জানিয়ে তেরঙ্গার রঙে সেজে উঠেছিল নিউ ইয়র্কের ঐতিহাসিক এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং।

বিশ্বের বৃহত্তম দুই গণতান্ত্রিক দেশের এই মিত্রতার কথা মাথায় রেখে ১৫ অগস্ট আমেরিকায় জাতীয় দিবস উদযাপনের স্বীকৃতি চান মার্কিন কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্য। তাঁদের এই প্রস্তাব যদি গৃহীত হয় তাহলে ভারতের এই বিশেষ দিনে আনন্দে মেতে উঠবে আমেরিকাবাসীও।

দিল্লিতে ১০ মিনিটে পর পর ডাকাতি

নয়াদিল্লি, ৮ অগস্ট: ১০ মিনিটের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লিতে পর পর তিনটি ডাকাতির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াল রাজধানীতে। এই প্রবণতাকে অত্যন্ত বিপজ্জনক হিসাবেও দেখছে দিল্লি পুলিশ। এত অল্প সময়ের মধ্যে একই অঞ্চলে তিন তিনটি ডাকাতির ঘটনা বেশ চিন্তায় ফেলেছে তাদের। এমনিতেই মাস দুয়েক আগে পর পর ব্যবসায়ীদের টাকা লুট করার ঘটনায় রাজধানীর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এ ছাড়া প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল পুলিশকেও।

সেই ঘটনার ক্ষত সারতে না সারতেই রাজধানীর একই অঞ্চলে পর পর ডাকাতির ঘটনা এবং একটি ঘটনায় এক বৃদ্ধের মৃত্যুতে আবারও প্রশ্নের মুখে দিল্লি পুলিশ। যদিও ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মধ্যপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রীর রোড-শো চলাকালীন ভেঙে পড়ল মঞ্চ

আহত বেশ কয়েকজন

ভোপাল, ৮ অগস্ট: মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের রোড শো চলাকালীন বিজেপি কর্মী, সমর্থকদের নিয়ে ভেঙে পড়ল রাস্তার পাশের একটি মঞ্চ। আর তাতেই জখম হলেন বেশ কয়েক জন। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের নিমাচে।

সামনেই বিধানসভা ভোট। তাই বিভিন্ন জেলায় ভোট প্রচারে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ। পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার মানসা শহরে মুখ্যমন্ত্রীর একটি রোড শোয়ের আয়োজন করা হয়েছিল দলের তরফে। সেই উপলক্ষে তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য রাস্তার ধারে বেশ কয়েকটি মঞ্চ বানানো হয়। সেই মঞ্চ থেকে তাঁকে ফুল এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছিলেন কর্মী, সমর্থকেরা। গাড়িতে বসে ছিলেন শিবরাজ। রাস্তার ধারের একটি মঞ্চের কাছে তাঁর গাড়ি আসতেই স্বাগত জানাতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। মঞ্চের উপর একসঙ্গে উঠে পড়েন ৪০-৫০ জন লোক। হুড়োহুড়ি করার ফলে সেই ভার নিতে না পেরে ভেঙে পড়ে মঞ্চ।

সেই ঘটনার একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, হুডখোলা একটি গাড়ির উপর বসে আছেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ। তাঁকে ঘিরে রয়েছেন কয়েকশো কর্মী এবং সমর্থক। উৎসাহী মানুষের ভিড় সামলাতে প্রচুর পুলিশও মোতায়েন করা হয়েছিল। রাস্তার পাশে তৈরি একটি মঞ্চের দিকে নজর যেতেই শিবরাজ তাঁদের উদ্দেশ করে হাত নাড়ান। তখনই তাঁকে স্বাগত জানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন মঞ্চে উপস্থিত লোকজন। যত জন মঞ্চে থাকার কথা ছিল, তার চেয়ে বেশি লোকজন আচমকাই উঠে পড়েন। আর তাতেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে মঞ্চটি। এই ঘটনায় পাঁচ জন আহত হয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

'হাত বাড়ালেই চাঁদ'

চন্দ্রযান-৩ এর অবতরণ আর কয়েকদিনের অপেক্ষা

শ্রীহরিকোটা, ৮ অগস্ট: এবার হাত বাড়ালেই ছুঁবো চাঁদ। এমন আবেগের সাধ অনেক সাহিত্যে মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। এবার সেই সাধ পূরণ করতে চলেছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ইসরোর পাঠানো চন্দ্রযান-৩। উৎক্ষেপনের পর থেকে চন্দ্রযান-৩ ইতিমধ্যেই মোট দূরত্বের ২.৫ লাখ কিমি অতিক্রম করেছে বলেই ইসরো জানিয়েছে। মোট পাঁচ ধাপে আরও এগিয়ে ৯ অগস্ট অর্থাৎ আজ চাঁদের দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশ করবে চন্দ্রযান-৩। এরপর নিজের কক্ষপথকে বড় থেকে ছোট কক্ষপথে নামবে এই মহাকাশ যান। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই চন্দ্রযান-৩-এর গতি কমাবেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা।

চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে ১০০ কিমি দূরত্বে পৌঁছনোর মুহূর্তে বন্ধ করে দেওয়া হবে চন্দ্রযান-৩ -এর প্রোপালশন মডিউলের ইঞ্জিন। যাতে সুরক্ষিত ল্যান্ডিং করতে কোনও সমস্যা তৈরি না হয়। ইসরো জানিয়েছে চাঁদের পৃষ্ঠের ৩০ কিলোমিটার উপর থেকে একেবারে পালকের মতো 'সফট ল্যান্ডিং' করাতে ইসরো এবারে সব রকম অত্যাধুনিক ব্যবস্থা করেছে। ইসরোর তরফে জানানো হয়েছে, চাঁদের পৃষ্ঠের দক্ষিণ মেরুতে ৭০ ডিগ্রি দ্রাঘিমায় ল্যান্ডার বিক্রম অবতরণ করবে। এরপরই ল্যান্ডার বিক্রমের পেট থেকে রোভার প্রজ্ঞান বেরিয়ে আসবে। এই রোভার প্রজ্ঞান চাঁদের পৃষ্ঠে ঘুরবে ও সেখান থেকে ছবি তুলে পাঠাবে। এছাড়াও চাঁদের পৃষ্ঠের পাথর থেকে বহু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে তার তথ্য ইসরোকে পাঠাবে বলেই সূত্রের খবর। ইতিমধ্যেই চন্দ্রযান-৩ চাঁদের পৃষ্ঠের ছবি তুলে পাঠিয়েছে ইসরোকে। যে ছবি দেখে গর্বে বুক ভরেছে ভারতবাসীরা। এখন আপামর দেশবাসী চন্দ্রযান-৩ এর চাঁদের পৃষ্ঠে সফল অবতরণের অপেক্ষাতে দিন গুনছে।

উল্লেখ্য, ৩ হাজার ৯০০ কেজি ওজনের চন্দ্রযান-৩ তৈরিতে খরচ হয়েছে ৬১০ কোটি টাকা। চন্দ্রযানের সঙ্গে রয়েছে ১ হাজার ৫০০ কেজি ওজনের ল্যান্ডার 'বিক্রম' এবং রোভার 'প্রজ্ঞা' যার ওজন ২৬ কেজি।

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites Quotation vide memo no. **WBMAD/ CM/ ELEC/ NIQ-6(2ND)/2023-24, Tender Id-2023_MAD_555321_1** for supplying and delivery of electrical materials. For further information please visit www.wbtenders.gov.in

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং ঃ আরএসও-কেজিপি-মিল-এডিএল-২৩, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/ওপি/খড়গপুর, ডিআরএম বিল্ডিং, ২য় তল, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১ ৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** (০২) দুই বছরের মেয়াদের জন্য বাইরের এজেন্সি দ্বারা আন্দুল রানিং রুম-এর আবাসিকদের জন্য রেশন খাবার প্রস্তুতি ও পরিবেশন করা সহ রানিং রুম রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,২৮,৭২,৬৫৩.৪৮ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,১৪,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ৫,০০০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** ৩০.০৮.২০২৩। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০২ বছর (৭৩০ দিন)। **দাখিল করার তারিখ ঃ** ৩০.০৮.২০২৩ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। (PR-486)

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন–মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-36/2023-24

Exe. Engr.(Civil), ADDA invites Percentage Rate Tender (Online Bid System) for the works **(1)** Construction of Shed at Ukhra Gouranga Moth, Andal P.S.(2nd Call); Est. Amt. Rs. 15,56,425.00; Tender ID No. 2023_ADDA_555559_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in or contact Exe. Engr. ADDA. Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১
দূরভাষ: ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৬৪১-০৮৩০
ওয়েবসাইট দেখুন: www.hmcgov.in
অ্যাসিস্টেন্ট ডিপার্টমেন্ট

হাওড়া পৌর নিগমের ৮নং ওয়ার্ডের অর্ন্তগত ২১৭ পি বেনারস রোড হোল্ডিং-এ শ্রী সমর মুখার্জী ও শ্রীমতি বর্নালী মুখার্জী (ক্রয়কৃত জমির পরিমান ২ কাঠা - ২ ছটাক- ৪০ বঃ ফুট) এবং শ্রী অরুন কোলে ও শ্রীমতি রেশমা কোলে (ক্রয়কৃত জমির পরিমান ১ কাঠা-৪ ছটাক ০ বঃ ফুট) এল. আর. দাগ নং ১০৫, ১০৪, এল. আর. খতিয়ান নং ১৬৩৮, ১৬৩৭, ১৬৪৭, ১৬৪৬, জে, এল নং- ১০৮, মৌজা বেলগাছিয়া এ জমি ক্রয় করিয়াছেন ও নিয়মানুয়ায়ী হাওড়া পৌর নিগমের কাছে নাম পত্তনের (মিউটেশন) আবেদন জানিয়েছেন। উক্ত নাম পত্তনের ব্যাপারে যদি কারো কোনো আপত্তি থাকে তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে লিখিতভাবে আপত্তি জানাতে হবে, অন্যথায় নিয়মানুয়ায়ী উক্ত নাম পত্তনের আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
১১৪(১)/ ২৩-২৪
৮.৮.২৩
কমিশনার হাওড়া পৌর নিগম।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/পিওএইচ,** দমদম কার ডিপো কমপ্লেক্স, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা–৭০০ ০৯০ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই–টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** আইপি বেসড্ ক্লোজড্ সার্কিট টেলিভিশন (সিসিটিভি) সার্ভেল্যান্স সিস্টেম সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং চালুকরণ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ৭,৯১,২৯,৯৭২.৫৮ টাকা। **বিড সিকিউরিটিঃ** ৫,৪৫,৭০০ টাকা। **প্রি–বিড কনফারেন্সের তারিখ এবং সময়ঃ** ১০.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে (আইএসটি)। **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ৩০.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে (আইএসটি)। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানাঃ** উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/আরএস–এর অফিসে। **ওয়েবসাইট বিবরণঃ** https://www.ireps.gov.in
টেন্ডার নং. এমআর–পিওএইচ–৭৪–১৫৯
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

কানোরিয়া কেমিকেলস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
"কেসিআই প্লাজা", ৭ম তল, ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরি এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৯
CIN: L24110WB1960PLC024910
ফোন নং: +৯১ ৩৩ ৪০৩১ ৩২০০ ওয়েবসাইট: www.kanoriachem.com

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ
(লাখ টাকায়)

ক্রম. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত 30.06.2023 অনিরীক্ষিত	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত 30.06.2022 অনিরীক্ষিত	কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত 30.06.2023 অনিরীক্ষিত	কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত 30.06.2022 অনিরীক্ষিত
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৫,৩৭১	১৮,৫২৮	৪০,১৫০	৩৮,৬৩১
২.	অর্থ ব্যয়, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ, ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পূর্ব লাভ/(ক্ষতি)	১,৫৩৩	২,২১৮	২,৫৯৭	৩,৪০১
৩.	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)(কর এবং ব্যতিক্রমী দফার পূর্বে)	৬৭৮	১,৪৯৫	(৫৭)	১,২১৯
৪.	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী দফার পরে)	৪০৭	১,৪৯৫	(৩২৮)	১,২১৯
৫.	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফার পরে)	৩৭৯	১,০১৫	(৩৮৪)	৮৫৮
৬.	সময়কালের জন্যমোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	৩৮৪	১,০০৭	(১৫৩)	১,৬৫৬
৭.	সময়কালের জন্যমোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে) অনিয়ন্ত্রিত সুদের পর]	৩৮৪	১,০০৭	(১৩৮)	১,৬৩৬
৮.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২,১৮৫	২,১৮৫	২,১৮৫	২,১৮৫
৯.	রিজার্ভ	-	-	-	-
১০.	শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু ৫/- টাকা প্রতিটি) - মৌলিক এবং মিশ্রিত	০.৮৭	২.৩২	(০.৬০)	১.৮৯

দ্রষ্টব্য ঃ
১. প্রতিবেদনে কোম্পানির কোনও অতিরিক্ত দফা নেই।
২. সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের নির্যাস উপরোক্তটি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ www.bseindia.com, www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kanoriachem.com-তেও পাওয়া যাবে।

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ : ৮ অগস্ট, ২০২৩

বোর্ডের পক্ষে
আর. ভি. কানোরিয়া
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN: 00003792)

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এনআইটি/০২/২৩/৩৩ তারিখঃ ০৭.০৮.২০২৩। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ফেয়ারলি প্লেস, ৩য় তল, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সরবরাহ করার জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্রম নং ও টেন্ডার নং; বিবরণ; প্রদেয় বায়না অর্থ** যথাক্রমে ঃ (১) **১২২৩৫১৭৯এ**; ট্র্যাক মেশিন স্পেয়ার্স সংগ্রহের কাজ; ₹ ৫৫,১৩০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ২২.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ১টা ৩০মিনিটে। (২) **০৪২৩৫০৩৯**; পরিশিষ্ট-II অনুসারে পুরোনো ডিজাইনের ক্রেন-এর হয়েস্ট ও গিয়ার অ্যাসেম্বলি সংগ্রহের কাজ; ₹ ১৬,১২,৬৯০; (৩) **১০২২২১৪৮বি**; নিউম্যাটিক গেজ-এর সেট; ₹ ২,১৭,৫০০; (৪) **১৪২৩১০১৮**; আরডিএসও/এসপিএন/১৭৭/২০১২ (ভার.৩) সাম্প্রতিকতম সংস্করণ এবং যদি কোনো আধুনিকতম পরিমার্জনা থাকে সেটি সমেত, স্পেসিফিকেশন (সেন্ট্রাল ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড-এর উপযোগী, নির্মাতা- এসএসডিএসি ফেজ রিভার্সাল ধরনের) প্রভৃতি অনুসারে সিঙ্গল সেকশন ডিজিটাল টাইপ অ্যাক্সেল কাউন্টার-এর জন্য রিলে ড্রাইভার কার্ড সংগ্রহের কাজ ইত্যাদি; ₹ ৫১,৬৮০; (৫) **১৪২৩১০১৯**; আরডিএসও/এসপিএন/১৭৭/২০১২ (ভার.৩) সাম্প্রতিকতম সংস্করণ এবং যদি কোনো আধুনিকতম পরিমার্জনা থাকে সেটি সমেত, স্পেসিফিকেশন (সেন্ট্রাল ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড-এর উপযোগী, নির্মাতা- এসএসডিএসি ফেজ রিভার্সাল ধরনের) প্রভৃতি অনুসারে সিঙ্গল সেকশন ডিজিটাল টাইপ অ্যাক্সেল কাউন্টার-এর জন্য মোডেম কার্ড সংগ্রহের কাজ; ₹ ৯৯,১৩০; (৬) **১৪২৩১০২০**; আরডিএসও/এসপিএন/১৭৭/২০১২ (ভার.৩) সাম্প্রতিকতম সংস্করণ এবং যদি কোনো আধুনিকতম পরিমার্জনা থাকে সেটি সমেত, স্পেসিফিকেশন (সেন্ট্রাল ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড-এর উপযোগী, নির্মাতা- এসএসডিএসি ফেজ রিভার্সাল ধরনের) প্রভৃতি অনুসারে সিঙ্গল সেকশন ডিজিটাল টাইপ অ্যাক্সেল কাউন্টার-এর জন্য সিগন্যাল কন্ডিশনার কার্ড (এসসিসি ১=৫০% এবং এসসিসি ২=৫০%) সংগ্রহের কাজ ইত্যাদি; ₹ ১,২০,৫১০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ক্র. নং ২ থেকে ৬ পর্যন্ত ২৩.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ১টা ৩০মিনিটে। (৭) **০৫২৩১২৮৩**; সার্ভোপ্লেক্স এসএইচসি (আইওসিএল) গ্রিজ সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,৯৯,৭১০; (৮) **১১২৩১১১৮**; এয়ার স্প্রিং বেলো ইত্যাদি; ₹ ৪,৬৪,৮০০; (৯) **২১২৩১৩৯৩**; ফ্রেট স্টক প্রভৃতির জন্য নন অ্যাসবেস্টস এল টাইপ কম্পোজিশন ব্রেক ব্লক-এর সংগ্রহের কাজ; ₹ ৫,১৩,৬৯০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ক্র. নং ৭ থেকে ৯ পর্যন্ত ২৫.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ১টা ৩০মিনিটে। (১০) **১০২২২৪৬৬এ**; ড্রাইভারের সিট এবং পেডেস্টাল অ্যাসেম্বলি জি৯/পি৭-এর জন্য ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,৮৭,৪৬০; (১১) **১৪২২১০৩৩এ**; ট্র্যাক ফিড ব্যাটারি চার্জার সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,০১,৪৬০; (১২) **২০২৩১১২৩**; ইএমইউ কোচ-এর সিট কাম ব্যাক রেস্ট প্রেসিং ইত্যাদি; ₹ ৫৮,৩৩০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ক্র. নং ১০ থেকে ১২ পর্যন্ত ২৮.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ১টা ৩০মিনিটে। (১৩) **০৭২৩১০০১**; ম্যানুয়াল মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড, ক্লাস-এ২ (রুটাইল টাইপ) সংগ্রহের কাজ, কোটিং-এর ধরনঃ মিডিয়াম যা আইআরএস স্পেসিফিকেশন অনুসারেঃ এম-২৮/২০২০ এবং এসটিআরঃ আরডিএসও এমসি এসটিআর ডব্লু ০১ রেভ ০৩, আইএস অনুযায়ী কোডঃ- ৮১৪- ২০০৪ (আর ২০১৬), আকৃতি- ৩.১৫ মিমি x ৩৫০ মিমি; ₹ ৬১,৩৬০; (১৪) **১১২৩১০৭৮**; ইউএইচএমডব্লুপিই প্যাকিং রিং ইত্যাদির জন্য কিট; ₹ ১,৪২,৪৮০; (১৫) **২০২৩১০০৯**; এমইএমইউ-তে পার্কিং ব্রেক সিস্টেম-এর জন্য পার্কিং ব্রেক রিলিজ লিভার সংগ্রহের কাজ; ₹ ০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ক্র. নং ১৩ থেকে ১৫ পর্যন্ত ৩০.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ১টা ৩০মিনিটে। (১৬) **১১২৩১৪৮৫**; প্রাইমারি বাম্প; ₹ ০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ৩১.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ১টা ৩০মিনিটে। (১৭) **০৫২৩১১০০**; অয়েল শেল ডায়ালা ডিএক্স সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,২৫,৫৭০; (১৮) **১০২৩১২৮৭**; লো প্রেশার সিলিন্ডার সংগ্রহের কাজ ইত্যাদি; ₹ ০; (১৯) **১০২৩১৪২১এ**; সাসপেনশন স্প্রিং আউটার; ₹ ৩,৮২,৫৭০; (২০) **১০২৩২৪৬৮**; উইন্ড স্ক্রিন ওয়াইপার অ্যাসেম্বলি সংগ্রহের কাজ; ₹ ০; (২১) **১১২৩১১৬০**; ডাম্প ভালভ ইত্যাদি; ₹ ৭০,৪৫০; (২২) **২১২৩১০১৫**; কাসনব বগি ইত্যাদির জন্য ওয়েজ সংগ্রহের কাজ; ₹ ৬৬,১৯০; (২৩) **২১২৩১০১৯এ**; শ্যাকেল লক এবং লক পিন ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹ ৬৪,৩৪০; (২৪) **২১২৩১০৭২**; বিওএক্সএন এইচএল-এর জন্য বগি সেন্টার পিভট টপ সংগ্রহের কাজ ইত্যাদি; ₹ ৪,০৭,৫২০; (২৫) **২১২৩১১৯০বি**; বিওএক্সএন ধরনের ওয়াগনের জন্য আইআরএস-এর ড্রয়িং নং. ডব্লু/ডিডব্লু-২৮৭, অল্ট. নং. ৬ অনুযায়ী ডোর হিঞ্জ ফুট সংগ্রহের কাজ; ₹ ৫৪,১৫০; (২৬) **২১২৩১৩৭৯**; স্ট্রাইকার কাস্টিং ওয়্যারিং প্লেট ইত্যাদি; ₹ ২,৭৪,২৭০; (২৭) **২১২৩১৪৬৩এ**; ব্রেক সিলিন্ডার ইত্যাদির জন্য হোস পাইপ ইত্যাদি; ₹ ০; (২৮) **২১২৩৫০২৩**; এয়ার ব্রেক ইকুইপমেন্ট কমপ্লিট ইত্যাদি; ₹ ১৫,৫৭,৬০০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ক্র. নং ১৭ থেকে ২৮ পর্যন্ত ০১.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১টা ৩০মিনিটে। (২৯) **০৮২৩১৫২৯**; মেন এবং আর্থ কানেকশন কেবেল-এর সেট ইত্যাদি; ₹ ০; (৩০) **১১২৩১০০৭**; ১৬.২৫টি ইকুয়ালাইজিং স্টে-র লোয়ার স্প্রিং বিম (১৩টি) সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,০৫,০৭০; (৩১) **১১২৩১০১৩**; অ্যাংকর লিঙ্ক ইত্যাদির জন্য সাইলেন্ট ব্লক সংগ্রহের কাজ; ₹ ০; (৩২) **১১২৩১০৩৭**; ফেস প্লেট ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹ ২,২০,০৫০; (৩৩) **১১২৩১০৬৩**; ড্র হুক (এনহ্যান্সড) ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,৩৯,৫০০; (৩৪) **২০২৩১১৩৫**; এসি ইএমইউ-এর জন্য পিনিয়ন ২০ টিথ; ₹ ২,২১,২০০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ক্র. নং ২৯ থেকে ৩৪ পর্যন্ত ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১টা ৩০মিনিটে। (৩৫) **১১২৩১০২৩**; ইয়াও ড্যাম্পার; ₹ ২,৯৪,৪৯০; (৩৬) **২০২৩১৭৬২**; ২৫৩ বিএক্স/বিডব্লু-র জন্য ডাস্ট গার্ড কমপ্লিট এবং বিএইচইএল ইএমইউ-এর জন্য ৪৬০১ এজেড ধরনের ট্র্যাকশন মোটর; ₹ ৫৭,৯৯০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ক্র. নং ৩৫ ও ৩৬-এর জন্য ০৫.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১টা ৩০মিনিটে। (৩৭) **২০২৩১১৫৩**; ইএমইউ-এর জন্য ট্যাপ চেঞ্জার ইপি কন্টাক্টর (টি১-টি৯)-এর সিলিন্ডার; ₹ ৮১,৮৮০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০৭.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১টা ৩০মিনিটে। (৩৮) **১১২৩১৭৯৫**; ট্র্যাকশন লিভার; ₹ ০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০৮.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১টা ৩০মিনিটে। (৩৯) **১১২৩১১৭৮**; নন-অ্যাসবেস্টস ভিত্তিক 'কে' ধরনের হাই ফ্রিকশন কম্পোজিট ব্রেক ব্লক; ₹ ৫,৫১,০৭০; (৪০) **১৫২৩৫০৭৪**; ইওটি ক্রেন ১০ টন (সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিগত নির্দিষ্টকরণ অনুসারে) সংগ্রহের কাজ; ₹ ৮৬,০০০; (৪১) **১৫২৩৫০৭৭**; অ্যাক্সেল বক্স ক্লিনিং প্ল্যান্ট (সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিগত নির্দিষ্টকরণ অনুসারে) সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,৫৭,৫০০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ক্র. নং ৩৯ থেকে ৪১ পর্যন্ত ১১.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১টা ৩০মিনিটে। (৪২) **২০২৩১১৫১**; ট্র্যাকশন মোটর টাইপ ২৫৩ বিএক্স/বিডব্লু-র জন্য ব্রাশ হোল্ডার অ্যাসেম্বলি (আরএইচ) এবং বিএইচইএল ইএমইউ-র জন্য কার্বন ব্রাশ ব্যতীত ৪৬০১ এজেড ; ₹ ৬০,৩৫০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১৩.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১টা ৩০মিনিটে। (৪৩) **১৫২৩৫০৭২**; ৫০মি অ্যাঙ্গেল টাইপ ডিএসএল এবং রিমোট কন্ট্রোল সমেত ২০টি ক্ষমতাসম্পন্ন ইওটি ক্রেন সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,২৫,০০০; (৪৪) **২০২৩১১৫৭**; বিএইচইএল ট্র্যাকশন মোটর টাইপ ৪৬০১ এজেড-এর জন্য সেমি ফিনিশড আকৃতির অয়েল ফিল্টার সমেত অ্যাক্সেল ক্যাপ সিই (কাস্ট); ₹ ০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ক্র. নং ৪৩ ও ৪৪-এর জন্য ১৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১টা ৩০মিনিটে। (৪৫) **১১২৩১৩৮০**; লঙ্গিচুডিনাল বাম্প স্টপ-এর জন্য রাবার প্যাড; ₹ ৭৫,৫৯০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১৮.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১টা ৩০মিনিটে। (৪৬) **১১২৩১৬৬৬**; বোলস্টার সাসপেনশন-এর জন্য হ্যাঙ্গার ব্লক ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹ ৭০,১৯০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১৯.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১টা ৩০মিনিটে। (৪৭) **২০২৩৫০২১**; (১) বগি ফ্রেম অ্যারেঞ্জমেন্ট ডিইটিসি/ইউএস-এর জন্য ড্রয়িং নং. ডিএমইউ/ডিপিসি-১০-০-৩-০১৩ সিওএল-I অল্ট-এফ এবং আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. সি-৯২০২ (রেভ.২), (২) ড্রয়িং নং. আইসিএফ/এমআরভিসি/এম-০-৪-০০১/সিওএল-I অল্ট-১ এবং আরডিএসও স্পেসি. নং. সি-৯২০২ রেভ.০২ অক্টোবর, ২০০৮ অনুসারে বগি বোলস্টার অ্যারেঞ্জমেন্ট সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,২২,৮৫০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ২১.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১টা ৩০মিনিটে। (৪৮) **০৭২৩১১৪১**; স্টেনলেস স্টিল ওয়াগন-এর জন্য ম্যানুয়াল মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড ক্লাস এ৩ সংগ্রহের কাজ, কোটিং-এর ধরনঃ হেভি স্পেসিফিকেশন আইআরএস অনুসারেঃ এম২৮/২০২০ এবং এসটিআর, আরডিএসও এমসি এসটি আর ডব্লু ০১ রেভ ০৩ কোড আইএস অনুসারেঃ ৮১৪-২০০৪ (আর ২০১৬), আকৃতি ৪ মিমি x ৪৫০ মিমি; ₹ ০; (৪৯) **১৫২৩৫০৮৪**; ৫০মি ডিএসএল এবং রিমোট কন্ট্রোল সমেত ২৫টি ইওটি ক্রেন সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,৪৭,০০০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ক্র. নং ৪৮ ও ৪৯-এর জন্য ২৫.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১টা ৩০মিনিটে। (৫০) **১১২৩১০৫৫**; পিলার পার্ট বটম ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹ ০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ২৭.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১টা ৩০মিনিটে। (৫১) **২১২৩১১৪৬**; কাসনব বগির জন্য স্প্রিং প্ল্যাঙ্ক সংগ্রহের কাজ; ₹ ৮৩,১৩০; (৫২) **২১২৩১৩৮৯**; ইওক পিন ইত্যাদি; ₹ ৭৩,১১০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ক্র. নং ৫১ ও ৫২-এর জন্য ০৩.১০.২০২৩ তারিখ দুপুর ১টা ৩০মিনিটে। **টেন্ডার মূল্যঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৫২ প্রতিক্ষেত্রে ₹ ০। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরে উল্লিখিত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং সকল টেন্ডারদাতাকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এ অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির বিষয়ে আরও বিশদ জানতে এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। STORES-28/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিশ্বকাপের আগে বিপাকে পাকিস্তান হঠাৎই দেশ ছাড়লেন সিনিয়র ক্রিকেটার

করাচি: বিশ্বকাপের আগে রীতিমতো ঘর ভেঙে পড়ছে! এতটাই বেসামাল পরিস্থিতি যে, ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপে নামার আগে মনোবল ধরে রাখতে পারবেন কিনা টিমের ক্রিকেটাররা, তা নিয়েও দেখা দিয়েছে সংশয়। ক্রিকেট তো বটেই, আম-জীবনই পড়েছে সঙ্কটে। আর্থিক, সামাজিক অবস্থা খারাপ হচ্ছে দিনকে দিন। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছেন অনেকে। কেউ কেউ সেই বিকল্প রাস্তা খুঁজতে দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। কোন দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এমন? পাকিস্তান ছাড়া আর কোন দেশের হতে পারে? আর মাস দুয়েক পর বাবর আজমের নেতৃত্বে ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলতে নামবে পাকিস্তান টিম। সামনে এশিয়া কাপ। তার আগে এক ক্রিকেটার পাকিস্তান ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ালেন।

পাকিস্তান ছেড়ে অন্য দেশের নাগরিকত্ব নেওয়া নতুন খবর নয়। এর আগে অনেকে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছেন। ফওয়াদ আলমও দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। ৩৭ বছরের ক্রিকেটার ইতিমধ্যে ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে নিয়েছেন। আমেরিকায় খেলতে দেখ া যাবে পাক ক্রিকেটারকে। পাকিস্তানের হয়ে ১৯ টেস্ট, ৩৮ ওয়ান ডে, ২৪ টি-টোয়েন্টি খে লেছেন ফওয়াদ। বাঁ হাতি ব্যাটার ২০০৯ সালে পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী টিমের সদস্য ছিলেন। গত বছর জুলাই মাসে পাকিস্তানের হয়ে শেষবার দেখা গিয়েছিল ফওয়াদকে। এর আগে সামি অসলাম, ইমাদ আজম, সেফ বদর, এহসান আদিল, রমিজ রাজা জুনিয়র, শাদ আলি, মুখ্তার আহমেদ, নোমান আনোয়ার, মহম্মদ মহসিনরাও ঘরোয়া ক্রিকেট ছেড়ে আমেরিকায় চলে গিয়েছেন। সেখানেই ক্রিকেট খেলতে দেখা যায় তাঁদের। অবশ্য শুধু পাকিস্তান নয়, ভারতের হয়ে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ জেতা টিমের ক্যাপ্টেন উন্মুক্ত চাঁদও ভারত ছেড়ে আমেরিকায় চলে গিয়েছেন। ফওয়াদ আলম আমেরিকার মাইনর লিগ টি-টোয়েন্টিতে খেলবেন। শিকাগো কিংসম্যানের হয়ে খেলতে দেখা যাবে পাক ক্রিকেটারকে। ফওয়াদ কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে সব মিলিয়ে ১২০টা ম্যাচ খেলেছেন। ২২৫৮ রান রয়েছে তাঁৎ ঝুলিতে। গড় ৩১, ১৩টা হাফসেঞ্চুরি ও ১১৯ স্ট্রাইক রেট। সর্বোচ্চ ৭০। শুধু তাই নয়, বাঁ হাতি স্পিনার হিসেবে এই ফর্ম্যাটে নিয়েছেন ৪৯ উইকেট।

খুব শীঘ্রই চোট সারিয়ে রাজার মতো ফিরবেন বুমরাহ, ঘোষণা ম্যাকগ্রার

নিজস্ব প্রতিনিধি: দীর্ঘ ১১ মাস মাঠের বাইরে কাটানোর পর, ফের বাইশ গজের যুদ্ধে ফিরছেন জসপ্রীত বুমরা। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে অধিনায়ক হিসেবে ফিরলেও, এশিয়া কাপ ও ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে বুমরাহের কাছ থেকে আগুনে বোলিং দেখতে চাইছেন রোহিত শর্মা ও হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড়। এদিকে বুমরাহের ম্যাচ ফিট হওয়া নিয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করলেও, গ্লেন ম্যাকগ্রা কিন্তু তারকা জোরে বোলারের কামব্যাক নিয়ে আশাবাদী।

অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন জোরে বোলার ইদানিং ভারতে রয়েছেন। চেন্নাইয়ে এমআরএফ পেস ফাউন্ডেশনের একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন ম্যাকগ্রা। সেখানে বুমরাহের কামব্যাকের প্রসঙ্গ এলেই তিনি বলেন, ত্বুমরাহ যে ভাবে পারফর্ম করে এসেছে, তাতে ওর উপর প্রত্যাশা তো তৈরি হবেই। কিন্তু দেখতে হবে বুমরাহ চোট সারিয়ে নিজেকে কীভাবে প্রস্তুত রাখ ছে। তবে আমার মনে হয় বুমরাহ নিজের ফিটনেস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। দেখুন একজন জোরে বোলারের চোট লাগবেই। এটাই তো জীবনের অঙ্গ। যদিও আমার ধারণা বুমরাহ সব বাধা পার করে আবার পারফর্ম করবে।দ

চলতি বছরের মার্চে নিউজিল্যান্ডে গিয়ে পিঠের অস্ত্রোপচার করেছিলেন বুমরাহ। এরপর থেকেই তাঁর জায়গা ছিল বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। অস্ত্রোপচারের পর থেকে সেখানেই রিহ্যাব করছিলেন তিনি। তবে চিন্তার কারণ হল মাত্র একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেই জাতীয় দলে ফিরেছেন তিনি। ম্যাকগ্রাও কিন্তু সেটা নিয়ে চিন্তিত। তিনি ফের যোগ করেছেন, ত্বুমরাহকে আমি বোলিং করতে দেখিনি। আমার মতো অনেকেই বুমরাহকে বোলিং করতে দেখেনি। তাই এই মুহূর্তে বুমরাহের ফিটনেস কোন পর্যায়ে আছে, সেটা একমাত্র ও বলতে পারবে। তাই ও মাঠে নেমে কেমন পারফর্ম করে সেটা দেখার জন্য মুখিয়ে আছি। বুমরাহ যদি অতীতের মতো আগুনে পারফর্ম করে, তাহলে রাজার মতো কামব্যাক করবে বুমরাহ।দ গত বছর জুলাই মাসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে লর্ডসে ওডিআই পিঠে চোট পেয়েছিলেন বুমরাহ। এরপর থেকে মাঠের বাইরে ছিলেন তিনি। ফলে গত এশিয়া কাপ, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাওয়া যায়নি তাঁকে। যদিও গত সেপ্টেম্বর মাসে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে বুমরাহকে দলে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু একটি ম্যাচ খেলে আবার চোট পান তিনি। এরপর থেকে এনসিএ-তে সুস্থ হচ্ছিলেন। আর এরপর তাঁর অস্ত্রোপাচার সম্পন্ন হয়েছিল। এহেন বুমরাহ ফের মাঠে নামতে চলেছেন। এখন তিনি নিজেই যোগ্যতা অনুসারে খেলতে পারবেন কিনা, সেটাই দেখার।

‘মাদার অফ অল ব্যাটল’-এর আগে বড় বিতর্ক থেকে বাঁচলেন রোহিত

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাইশ গজে তাঁকে আগ্রাসী মেজাজে দেখা গেলেও, মাঠের বাইরে সবসময় খোলা মেজাজেই থাকেন রোহিত শর্মা । সেটা ফের একবার বুঝিয়ে দিলেন টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক। এই মুহূর্তে স্ত্রী রিতিকা সচদেও-এর সঙ্গে আমেরিকায় রয়েছেন ‘হিটম্যান’। সেখানে তাঁকে পাকিস্তানের পেস বোলিং লাইনআপ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশের এক ফ্যান। তবে রোহিত কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় জবাব দিলেন। তাঁর মজার জবাব ভাইরাল হতে একেবারেই সময় লাগেনি। বেশ বোঝা যাচ্ছে তিনি আসন্ন এশিয়া কাপের আগে বিতর্কে জড়াতে রাজি নন। আগামী ২ সেপ্টম্বর ‘মাদার অফ অল ব্যাটল’-এ মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশ।

সীমিত ওভারের ক্রিকেটে অন্যতম সেরা পেস আক্রমণ বারর আজমদেরই। সেই দলে রয়েছে হ্যারিস রউফ, মহম্মদ হাসনায়েন, শাহিন শাহ আফ্রিদি ও নাসিম শাহর মতো আগুনে পেসাররা। রোহিত বেশ মজা করে বলেন, দেখুন পাকিস্তান দলের সব বোলারই ভালো। কোনও একজনের নাম আমি বলব না। নাম বললেই বিরাট বিতর্ক তৈরি হয়ে যায়। অন্যদিকে একজনের নাম বললে, দ্বিতীয়জন ও তৃতীয়জনের খারাপ লাগবে। ওদের সবাই ভালো। রোহিতের মজার কথা শুনেই হেসে ওঠেন রীতিকা সজদেও।

চলতি বছরের ৩১ আগস্ট থেকে শুরু হবে এশিয়া কাপ। চলবে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। চ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে এই প্রথমবার হাইব্রিড মডেলে টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। যার প্রস্তাব পাকিস্তান দিয়েছিল। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও নেপাল অংশ নেবে এশিয়া কাপে। যুগ্মভাবে এশিয়ার সেরা হওয়ার লড়াই আয়োজন করবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কা ও এশিয়া কাপের মূল আয়োজক পাকিস্তান। পাকিস্তানে হবে চারটি ম্যাচ ও দ্বীপরাষ্ট্রে হবে ন'টি ম্যাচ। গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচের পর খেলা গড়াবে সুপার ফোরে। সেখান থেকে ফাইনালে দুই দল। মেগা এই ম্যাচের ইউএসপি থাকে ভারতের ব্যাটিং এবং পাকিস্তানের বোলিং। বিগত কয়েক বছরে আইসিসি-র ইভেন্টে যখনই মুখোমুখি হয়েছে এই দুই দল, তখনই লড়াই হয়েছে পাক বোলিংয়ের সঙ্গে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের।

সম্প্রতি পাক দলের বোলিং নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে। আমেরিকাতে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁকে প্রশ্ন করা হয় বর্তমানে পাকিস্তান দলের সেরা বোলার কে? বিতর্ক এড়াতে কিছুটা চালাকি করেই উত্তর দিলেন ‘হিটম্যান’।

স্বপ্নের দৌড় অব্যাহত, বিশ্বকাপের কোয়ার্টারে কলম্বিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফিফা মেয়েদের বিশ্বকাপে অনবদ্য ছন্দে কলম্বিয়া। একের পর এক দুর্দান্ত পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছে তারা। এ বার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালেও জায়গা করে নিল। এ দিন জামাইকাকে ১-০ ব্যবধানে হারাল কলম্বিয়া। কোয়ার্টার ফাইনালে তারা খেলবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। জামাইকার বিরুদ্ধে কলম্বিয়ার একমাত্র গোলটি করেন কাতালিনা উসমে। বিশ্বকাপের ইতিহাসে এই প্রথম কোয়ার্টারে কলম্বিয়া।

ইউরোপ সেরা ইংল্যান্ড। প্রথম বার বিশ্বকাপের শেষ আটে ওঠা কলম্বিয়া খেলবে শক্তিশালী ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। গত বিশ্বকাপ, ২০১৯ সালে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি কলম্বিয়া। ক্রমশ উন্নতি করেছে তারা। এ বার টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই দুর্দান্ত ছন্দে। গ্রুপ পর্বে শীর্ষে ছিল তারা। শুধু তাই নয়, দু-বারের চ্যাম্পিয়ন বিশ্ব ক্রমতালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা জার্মানিকে হারিয়েছিল তারা।

বিশ্ব ক্রমতালিকায় ২৫ নম্বরে রয়েছে কলম্বিয়া। নকআউটেও ছন্দ বজায় থাকল। জামাইকার বিরুদ্ধে নিজেদের ঘর সামলে আক্রমণে মন দেয় কলম্বিয়া। এই ম্যাচের আগে অবধি এ বারের বিশ্বকাপে একটিও গোল খায়নি জামাইকা। তাদের সেই মজবুত রক্ষণে ধাক্কা দিল কলম্বিয়া। ম্যাচের ৫১ মিনিটে অপ্রতিরোধ্য ডিফেন্সের বিরুদ্ধে গোল কাতালিনার। টুর্নামেন্টর শুরু থেকে ভালো পারফর্ম করায় সমর্থকদের প্রত্যাশাও বেড়েছে। জামাইকার বিরুদ্ধে গোল না পাওয়া অবধি দলকে তাতিয়ে গেলেন কলম্বিয়ান সমর্থকরা। গোল হতেই তাঁদের উচ্ছ্বাস কয়েকগুন বেড়ে যায়। শনিবার সিডনিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জিততে পারলেই সেমিফাইনাল। আপাতত সেই স্বপ্নেই বিভোর কলম্বিয়া।

কলকাতা লিগে এফসিআই-কে ৩-১ গোলে হারাল মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডুরান্ড কাপে শুরুটা একেবারেই ভাল হয়নি। তবে কলকাতা লিগে ফিরতেই ফের চেনা ছন্দে মহমেডান স্পোর্টিং। ডুরান্ড কাপে আইএসএল-এর অন্যতম সেরা দল মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে হার দিয়ে শুরু করলেও, মঙ্গলবার অর্থাৎ ৮ আগস্ট নিজেদের ঘরের মাঠে এফসিআইকে ৩-১ ব্যবধানে হারাল সাদা-কালো বাহিনী। চলতি কলকাতা লিগে এখ নও অবধি ছয় ম্যাচ খেলে এটি তাদের পঞ্চম জয়।

ঘরের মাঠে শুরু থেকেই দাপুটে ফুটবল মহমেডান স্পোর্টিংয়ের। গোল যেন সময়ের অপক্ষা ছিল। সেই অপেক্ষা মিটল ২৯ মিনিটে। তন্ময় ঘোষ এগিয়ে দেন মহমেডানকে। একের সঙ্গে দুইয়ের মতো ৬ মিনিটের ব্যবধানে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের স্কোরলাইন হয়েছিল ২-০। লাগাতার আক্রমণের চাপে এফসিআই-এর আত্মঘাতী গোলে স্কোরলাইন ২-০ হয়। প্রথমার্ধে এই স্কোরলাইনই থাকে।

জোড়া গোলে এগিয়ে থাকলেও লিড বাড়ানোর দিকেই নজর ছিল মহমেডান স্পোর্টিংয়ের। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য পেনাল্টি থেকে এক গোল শোধ করে এফসিআই। মাত্র ১ গোলের লিড সুরক্ষিত নয়। সাদা-কালো ব্রিগেড আক্রমণের ধার বাড়ায়। ৭৯ মিনিয়ে ডেভিডের গোলে স্কোর লাইন মহমেডানের পক্ষে ৩-১ হয়। ম্যাচ শেষ হয় এই ফলেই।

গ্রিসে ফুটবল দাঙ্গায় নিহত এক, স্থগিত চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফুটবল। বিউটিফুল গেম। সুন্দর সেই খেলাটাকেই মাঝেমধ্যে কুৎসিত বানিয়ে ফেলেন কিছু মানুষ। ফুটবল নিয়ে ঝগড়া-ফ্যাসাদে প্রাণহানির উদাহরণও তো কম নেই। সর্বশেষ গ্রিসে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন একজন। গ্রিক পুলিশ আজ নিশ্চিত করেছে এইকে এথেন্সের সেই সমর্থকের মৃত্যুর খ বর।

আজ রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগের বাছাইপর্বে এইকে এথেন্সের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল ক্রোয়েশিয়ার দিনামো জাগরেবের। সেই ম্যাচ নিয়েই এথেন্সের কাছে গতকাল রাতে মারামারিতে জড়ান দুই দলের সমর্থকেরা। সেখানেই ছুরি মারা হয় ২২ বছর বয়সী সেই সমর্থককে। গুরুতর আহত অবস্থায় এথেন্সের এক হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যান তিনি। এই ঘটনার পর আজ উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচটি স্থগিত করেছে। উয়েফা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে আজকের প্রথম লেগের ম্যাচটি স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে আগামী সপ্তাহে জাগরেবে দ্বিতীয় লেগের ম্যাচটি যথাসময়েই হবে। স্থগিত ম্যাচটি কবে হবে সেটি পরে জানাবে উয়েফা। গ্রিক পুলিশ জানিয়েছে মারামারির ঘটনায় আরও আটজন আহত হয়েছেন, যাঁদের তিনজন গ্রিক ও পাঁচজন ক্রোয়াট। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে এক শিশুও আছে। মাথায় পাথরের আঘাত পেয়েছে সে। এ ঘটনায় ৯৬ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল নিয়া ফিলাদেলফেইয়া স্টেডিয়ামে জাগরেবের অনুশীলন শেষে স্টেডিয়ামের বাইরে সংঘর্ষে জড়ান দুই দলের সমর্থকেরা। ঠিক কী কারণে এই সংঘর্ষ, তা জানায়নি পুলিশ। গ্রিসে অবশ্য ফুটবল দাঙ্গা নতুন কিছু নয়। গত বছর ছুরিকাঘাতে আরেকজন ফুটবল সমর্থক নিহত হয়েছিলেন। সেই ঘটনার পর গ্রিক সরকার ফুটবল, সংক্রান্ত মারামারির ঘটনার শাস্তি বৃদ্ধি করে। আগে এমন ঘটনায় সর্বোচ্চ ছয় মাসের জেল হতো, সেই শাস্তি বাড়িয়ে পাঁচ বছর করা হয়েছে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে আলকিস কাম্পানোসের নামের ১৯ বছর বয়সী সেই সমর্থকের মৃত্যুর ঘটনার বিচারও সম্পন্ন হয়েছে। দোষী সাব্যস্ত সাতজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া পাঁচজনকে ১৯ বছরের জেল দেওয়া হয়।

ডেঙ্গিতে আক্রান্ত সুনীল ছেত্রির স্ত্রী, বেঙ্গালুরুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে সোনমকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে সুনীল ছেত্রির স্ত্রী সোনম ভট্টাচার্যকে। ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। বেঙ্গালুরুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে তাঁকে। ১২ জুন সুনীল জানিয়েছিলেন যে, সোনম অন্তঃসত্ত্বা। রবিবার সোনমকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় বলে জানিয়েছেন তাঁর দাদা সাহেব ভট্টাচার্য।

প্রাক্তন ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্যের মেয়ে সোনম। কিছু দিন আগেই ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক ও তাঁর স্বামী সুনীলের সঙ্গে একটি পুজোতে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। আনন্দবাজার অনলাইনকে সাহেব বললেন, ত্দু'দিন আগে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে সোনমকে। আগের থেকে অনেকটাই সুস্থ আছে এখন। আশা করছি কয়েক দিনের মধ্যেই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে।

গত ১২ জুন আন্তর্মহাদেশীয় কাপে ভানুয়াটুর বিরুদ্ধে গোল করে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশের কায়দায় সুনীল জানিয়েছিলেন যে, বাবা হতে চলেছেন তিনি। ম্যাচের ৮১ মিনিটে দলের জয়সূচক গোল করে বলটিকে জার্সির ভিতরে পুরে মুখে আঙুল দিয়ে দর্শকাসনের একটি বিশেষ অংশের দিকে ছুটে যান সুনীল। দেখ া যায়, সে দিকে বসে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী সোনম। স্ত্রীর উদ্দেশে উড়ন্ত চুম্বন ছুড়ে দেন সুনীল। পাল্টা সোনমও চুম্বন ছুড়ে দেন। সুনীল মাঠ থেকেই বুঝিয়ে দেন যে, তিনি বাবা হতে চলেছেন।

ম্যাচের পর খোলসা করে সুনীল বলেন, আমাদের পরিবার বাড়তে চলেছে। এ ভাবেই সেই ঘোষণাটা করতে চেয়েছিলাম। এই উচ্ছ্বাস অবশ্য খুবই পুরনো। অনেকেই আগে করেছে। তবু আমি এটাই করতে চেয়েছিলাম। সবার আশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছা কামনা করছি।

এশিয়ান গেমসের দলে রয়েছেন সুনীল। চিনে হবে এ বারের এশিয়া কাপ। সেখানে খেলতে যাওয়ার কথা তাঁর।

এশিয়ান গেমস হকিতেও মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান

কঠিন লড়াই মহিলা দলেরও

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়ান গেমস হকিতে তুলনামূলক কঠিন পুলে পড়ল ভারত। প্রাথমিক পর্বেই হরমনপ্রীত সিংহদের খেলতে হবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। ভারতের পুলে রয়েছে জাপানের মতো শক্তিশালী দলও। পুলে কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে ভারতের মহিলা দলের জন্যও। এশিয়ান গেমসে পুরুষদের হকিতে ভারত রয়েছে পুল ‘এ’-তে। গ্রুপ পর্বে ভারতকে খেলতে হবে পাকিস্তান, জাপান, বাংলাদেশ, সিঙ্গাপুর এবং উজবেকিস্তানের সঙ্গে। পুল ‘বি’-তে রয়েছে আয়োজক চিন, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ওমান, থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়া। ৩০ সেপ্টেম্বর ভারত মুখোমুখি হবে চির প্রতিপক্ষ পাকিস্তানের। পুরুষদের হকিতে এশিয়ার এক নম্বর দেশ এখন ভারত। টোকিয়ো অলিম্পিক্সের ব্রোঞ্জ জয়ীরা বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে রয়েছে চতুর্থ স্থানে। এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে তারা নবম স্থানে। পাকিস্তান এশিয়ার দলগুলির মধ্যে চার নম্বরে এবং বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে রয়েছে ১৬ নম্বরে।

হরমনপ্রীতেরা এশিয়ান গেমস অভিযান শুরু করবেন ২৪ সেপ্টেম্বর উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে। তার পর ২৬ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুর, ২৮ সেপ্টেম্বর জাপানের মুখোমুখি হবে ভারতের পুরুষ দল। বাংলাদেশের সঙ্গে খেলা ২ অক্টোবর।

পুরুষ দলের মতো ভারতের মহিলা দলও রয়েছে এশিয়ান গেমসের পুল ‘এ’-তে। গ্রুপ পর্বে ভারতের প্রতিপক্ষ হংকং, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া এবং মালয়েশিয়া। মহিলাদের পুল ‘বি’-তে রয়েছে জাপান, চিন, থাইল্যান্ড, কাজাখস্তান এবং ইন্দোনেশিয়া। ভারতের মহিলা দলের প্রথম ম্যাচ ২৭ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে। এশিয়ান গেমসে পুরুষদের হকির ফাইনাল ৬ অক্টোবর। মহিলাদের ফাইনাল হবে পরের দিন ৭ অক্টোবর। এশিয়ান গেমসে সোনা জিততে পারলে ২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিক্সে খেলার সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করবে ভারত।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**